

1.4

গীতামৃত



শ্রীশুকদেব দাস

কর্তৃক

অনূদিত

নিম্বার্ক আশ্রম

বৃন্দাবন ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

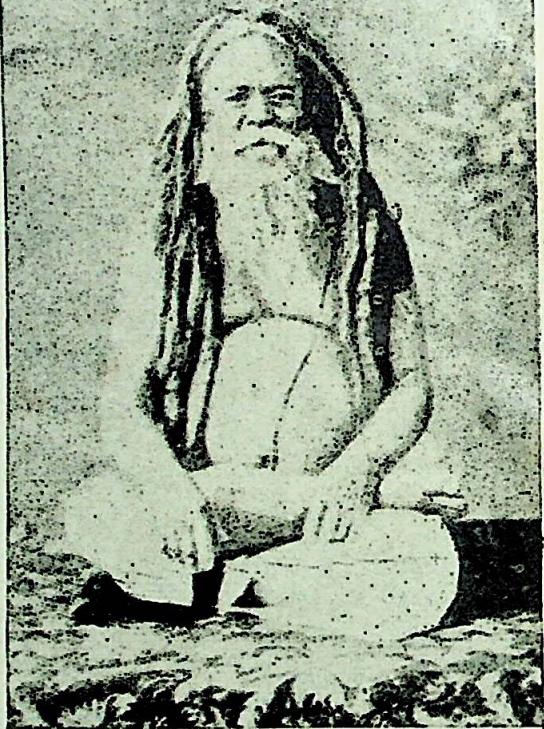
পদ্যানুবাদ

গীতামৃত প্রথম মুদ্রণ

সর্বতত্ত্ব সুরক্ষিত

মূল্য ১'৬০ পয়সা

বাং ১৩৭৭ আষাঢ়



* ওঁ পরমাত্মনে নমঃ *

গীতামৃত

নিবেদন—

অনন্ত শ্রী বিভূষিত	বৈষ্ণব প্রবর ।
মহন্ত ব্রজ বিদেহী	শত অষ্টোত্তর ॥
স্বামী সন্ত দাস গুরু	দেবের কুপায় ।
অকৃতী জনের এই	গীতার্থ চিন্তায় ॥
সুমতি হইলে হুই উহা	পণ্ড রসে আজ ।
প্রকাশ হইল সুধী	গণের সমাজ ॥
সবিনয় নিবেদন	সুধী ভক্তগণ ॥
গীতামৃত রস শ্রীতে	করিলে সেবন ॥
হইয়া সফল শ্রম	আমি পরমার্থ ।
অর্জুনে সমর্থ হব	বচন যথার্থ ॥

শ্রীশুকদেব দাস নিম্বার্ক আশ্রম
বৃন্দাবন ।

গীতাপাঠে নাম-পরিচয়

সঞ্জয়—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী । ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রোণ
রাজার পুত্র । যুধামন্যু—যত্নবংশীয় সাত্যকীর ভ্রাতৃ
ধৃষ্টকেতু—চেদীশ্বর । কুন্তীভোজ—বসুদেবের পিতৃ
পিসির পুত্র, কুন্তীর পালক । পুরুজিৎ—পাণ্ডব
মাতুল । সৌমদত্তী—ভূরিশ্রবা । জয়দ্রথ—দ্রুপদ
ভগ্নীপতি । বিরাট রাজ—উত্তর ও উত্তরার পিতৃ
কুপ—অশ্বখামার মাতুল । সৈব্য, চেকিতান, উ
মোজা, যুধামন্যু—ইহারাজ রাজগণ । কর্ণ—কুন্তীর
কুন্তীর পুত্র, সারথি গৃহে পালিত । বিকর্ণ ও বুঝকে
কর্ণের নন্দন । শীখণ্ডী—দ্রুপদ পুত্র (নপুংসক
ভীষ্ম—রাজা শান্তানুর প্রথম পত্নী গঙ্গার গর্ভে
জন্ম গ্রহণ করেন, শান্তানুর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যব
গর্ভে চিত্রবীৰ্য্য জন্ম গ্রহণ করেন । নিঃসন্তান

গীতাপাঠে নাম-পরিচয়

বীর্ষের মৃত্যুর পরে তাহার পত্নী অম্বার গর্ভে ব্যাস-
দেবের ঔরবে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। নিঃসন্তান বিচিত্র-
বীর্ষের মৃত্যুর পরে তৎপত্নী অম্বালিকার গর্ভে বেদ-
ব্যাস হইতে পাণ্ডু জন্ম গ্রহণ করেন। এ জনা ভীষ্ম
হইলেন দুর্য্যোধন আদি ও পাণ্ডবগণের পিতামহের
রৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাই ভীষ্মকে পিতামহ বলা হইয়াছে
দুঃশন্ত পুত্র ভারতের বংশ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও অর্জুনকে
ভারত সম্বোধন হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য
অশ্বখামা ইহারা ব্রাহ্মণ যোদ্ধা ছিলেন।



ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

হে বিশ্ব কল্যাণি শ্রীমৎ	ভগবৎ গীতে ।
ভীষ্মপর্ব মধ্যভূতা	শ্রীমহাভারতে ॥
প্রথিত প্রাচীন মুনি	বেদব্যাস দিরা ।
স্বরং নারায়ণ কৃষ্ণ	সদয় হইয়া ॥
পার্থকে করিয়া লক্ষ্য	সম্যক প্রকারে ।
বিজ্ঞপিত এই চর	অচর সংসারে ॥
অষ্টাদশ অধ্যায়িনী	সংসার নাশিনী ।
অদ্বৈতামৃত বর্ষিনী	ঐশ্বর্য্য শালিনী ।
তোমাকে হৃদয়ে আনি	দিবস যামিনী ।
চিন্তা করিতেছি গীতে !	হে আন্তি নাশিনী ॥ ১
বিকসিত অরবিন্দ	পল্লবের মত ।
আয়ত নয়ন মহা	বুদ্ধি সমন্বিত ॥

হে ব্যাস ! তোমাকে আমি নমি ভগবন ।

শ্রীমহা ভারত রূপ তৈল সম্পূরণ ॥

জ্ঞান ময় দীপ তোমা দিয়া প্রজ্বলিত ।

তোমাকে প্রণাম আমি করি শত শত ॥ ২

চরণে শরণাপন্ন ভকত গণের ।

কল্প বৃক্ষ তুল্য কাম্য বস্তু সমূহের ॥

বেত্র দণ্ড ধৃত হস্ত যুক্ত মুদ্রা জ্ঞান ।

অর্জুনকে উপদেশ করিতে প্রদান ॥

গীতাযুত সন্দোহন কারী শ্রীকৃষ্ণকে ।

নমস্কার করি আমি আনত মস্তকে ॥ ৩

স্বরভী স্বরূপ উপনিষদ নিচয় ।

শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্তা গোপাল তনয় ॥

বৎস শ্রী অর্জুন হৃৎক গীতা প্রবচন ।

সদা মুদ্রাপান কারী উহা সুধীগণ ॥ ৪

বসুদেব—পুত্র কংস	চানুর নাশন ।
জননী শ্রী দেবকীর	আনন্দ বর্দ্ধন ॥
বিশ্বের পরম গুরু	দেব শ্রীকৃষ্ণকে ।
নমস্কার করি আমি	আনত মস্তকে ॥ ৫
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠ পুলিন যে	সংগ্রাম নদীর ।
জয়দ্রথ দ্বার জল	যাতে গান্ধারীর ॥
পুত্র গণোৎপলনীল	কৃপাচার্য্য বীর ।
যাহাতে প্রবাহ রূপ	শৈল্য ও কুন্তীর ॥
আর বেলা ভূমি যার	কর্ণবীর রায় ।
যাহাতে বিকর্ণ দ্রোণী	মকরের ন্যায় ॥
দুর্যোধন ভয়ানক	আবর্ত যাহার ।
হওয়ার শ্রী ভগবান	কৃষ্ণ কর্ণধর ॥
পাণ্ডু পুত্র গণ সেই	অতি ভয়াকার ॥
রণ নদী হইয়াছে	অতি সুখে পার ॥ ৬

কলিজ কলুষ মূল (৩) নাশক অমল ।
 জীহরির কথা দিয়া প্রোথিত কেবলি ॥
 গীতা উপদেশ রূপ দাঁড় দরগাহী মুক্তাইষ্ট ।
 নানা উপাখ্যান রূপ দাঁড়ী কেশর বিগিষ্ট ॥
 অজেন অমরগণ্যানীর্ভ দিয়া এ সংসারে ।
 হৃদয় পিয়া আন সদা নাহি অঙ্গি কাক্য সারে ॥
 উত্তমোত্তম জাত মহা ভাষ্য ভীরতন কমল ।
 কল্যাণের জন্য হোকি কল্যাণের কেবল * ॥ ৭
 মুকুটে বাচাল করে দাঁড় করণা বাহার ।
 কামুক কোকরায় গিরি হ্য অতিক্রম আর ॥
 কমেই উপরানন্দ কুপাণী হু লিঙ্ক সাধবকে ।
 নমস্কার করি আমি আনত মস্তকে । ৮

* কেবল—একমাত্র

* কেবল—অপরিচ্ছিন্ন, কৈবল্য, অসহায় ।

(৬)

॥ বিরিঞ্চি বরুণ ইন্দ্র রুদ্র ও পবন ।
 ॥ দিব্য স্তুতি দিয়া ঝাঁর করেন স্তবন ॥
 ॥ সামগান কারিগণ সমাহিত মনে ।
 ॥ অঙ্গ পদক্রম উপনিষদের সনে ।
 ॥ বেদ দিয়া স্তুতি গান করেন ঝাঁহার
 ॥ ধ্যানস্থ হইয়া শ্রেষ্ঠ যোগিগণ আর ।
 ॥ করেন তদগত চিতে ঝাঁহাকে দর্শন
 ॥ না জানেন ঝাঁর অস্ত দেবাসুর গণ ।
 ॥ শ্রদ্ধা সহকারে সেই পরম দেবকে
 ॥ নমস্কার করি আমি আনত মস্তকে ।

ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র হে সুধি সঞ্জয় ।
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমার তনয় ॥
আর পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধের লাগিয়া ।
হইয়া সমুপস্থিত ছিল কি করিয়া ॥ ১
কহিলেন শ্রীসঞ্জয় হে প্রভো তখনে ।
বাহ্যকারে সুসজ্জিত পাণ্ডু সৈন্তগণে ॥
দেখিয়া আচার্য্য * পাশে করিয়া গমন ।
বলিলেন এই বাক্য রাজা দুর্যোধন ॥ ২

* আচার্য্য—দ্রোণাচার্য্য

শ্রীমন্তগবদগীতা

সুখী ধৃষ্টদ্যুম্ন তব শিষ্য দিয়া গুরো !।
 ব্যাবহিক বিপক্ষীয় সৈন্যদল উরু *।।
 আপনি দেখুন এই সৈন্যের ভিতর।
 ভীমার্জুন সমাবলী মহা ধনুর্ধর।।
 বহুবীর ব্যক্তি সব আছে বিচরমান।।
 মহাবীর ধৃষ্টকেতু শেব নৃপ্রধান।।
 কাশীরাজ কুন্তীভোজ বীর চেকিতান।।
 মাতুলকী কুশাবর পুত্র গণ বীর্যবান।।
 বিরাট জগদ উত্তমোজা পুরুজিৎ।।
 যুধামন্যু অভিমন্যু সব যুদ্ধবিৎ।।
 শ্রেষ্ঠও বীররা আমা দিগের ভিতর।।
 আছেন সৈনিক নেতৃ হে দ্বিজ প্রবর।।

* উরু—বিশাল, বিস্তৃত।

(১) লউন আপনি তাহা
 তবাবগতির জগৎ
 রণজয়া ভীষ্ম কর্ণ
 জয়দ্রথ লোমদত্ত
 প্রস্তুত জীবন দিতে
 নানা শস্ত্রধারী বীর
 পুরুষ আছেন তারা
 যুদ্ধ বিজ্ঞা বিশারদ
 ভীষ্ম শুভ্র আমাদের
 হৈলেও সমর্থ আমি

দিগকে জানিয়া
 বলিতেছি তাহা
 কপ ও অঙ্গনিনা
 নন্দন ও দৌলিনা
 আমার দরুণে
 এই ইরণসিনো
 সকলে হে সুরেন্দ্র
 শক্তি শালী মুকুট
 অসমর্থ্য পৃথক
 না করিয়া ধীরদাম

অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই
 অপর্যাপ্ত পুত্র-পুত্র। ভাষ্য ই ই ই ই ই ই ই

আর ভীম গুপ্ত অল্প	উহাদের সেনা ।
হইলেও শক্ত আমি	করি বিবেচনা ॥ ১০
আপনারা সবে স্ব স্ব	বিভাগানুসারে ।
অবস্থিত থাকি সেই	সব ব্যুহদ্বারে ॥
অতিশয় সাবধানে	সব দিক হৈতে
পিতামহকেই রক্ষা	থাকুন করিতে ॥ ১১
কুরুবুদ্ধ পিতামহ	ভীষ্মও তখন
ঐত্বর্ষ্যোধনের হৃষ	করি উৎপাদন ॥
সুবিক্রমে সিংহনাদ	করি উচ্চৈশ্বরে !
শঙ্খধ্বনি করিলেন	সংগ্রামের ভরে ॥ ১২

এস্থলে দুই অর্থ ই ব্যবহৃত হইতেছে সুপ্রচুর অর্থের
 দ্বারা ত্বর্ষ্যোধন সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন
 আর অপর দিকে শিখণ্ডি আছে বলিয়া নিজেদের
 অসমর্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥ ১০

অর্জুন বিবাদ যোগ

৫

তখন শঙ্খ ও ভেরী	আনক পণব ।
ছন্দুভি গোমুখ আদি	বাণ যন্ত্র সব ॥
রণাজিরে অকস্মাৎ	উঠিল বাজিয়া ।
সেই শব্দ ছিল অতি	উৎকট হইয়া ॥ ১০
শ্বেতঅশ্ব যুক্ত মহা	সদনে তক্ষণি ।
কৃষ্ণার্জুন করিলেন	দিব্য শঙ্খ ধ্বনি ॥ ১১
পাঞ্চজন্য নাম শঙ্খ	কৃষ্ণ ভগবান ।
দেবদত্ত নাম শঙ্খ	অর্জুন শ্রীমান ॥
পৌণ্ড্রনাম শঙ্খ ভীম	কর্ণা ভীমবীর ।
অনন্ত বিজয় শঙ্খ	রাজা বৃধিষ্ঠির ॥
নকুল বাজাইলেন	সুঘোষ নামক ।
শঙ্খ সহদেব মণি	পুষ্পক সঙ্কক ॥ ১৫-১৬
মহাধনুর্দ্ধর কাশী	রাজা মহারথী ।
শিখণ্ডী দ্রুপদ রাজা	বিরাট ভূপতি ॥

৬

শ্রীমদ্ভগবতদগীতা

(১০) নাদনী চতুস্তম

অভয় মাতৃকী বীর ধুষ্টদ্যম আর ।
। নাদনী কান্দিত দিত্য ৪ ১৩৩ দাস্ত

মহা বলবান পুত্র সমূহ কৃষ্ণার ॥
। নাদনী ভ্রাতৃ ভ্রাতৃ নাদনী চতুস্তম ভীষ্ম

সুভদ্রা নন্দন তাঁরা সকলে রাজিন ।
। দিত্য চিত্ত চিত্ত ২১৩৩৩৩ দিত্য ১৩৩

করিলেন ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খ নিঃস্বনন ॥ ১৭-১৮
১৫ ॥ দিত্য চিত্ত চিত্ত ভীষ্ম দিত্য চিত্ত চিত্ত

এই উৎকট শব্দ ভূতলে অশ্বরে ।
। দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

কইয়া প্রতিধ্বনিত অতি উচ্চঃস্বরে ॥
১৬ ॥ দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের হৃদি বিদারণ ।
। দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

করিয়া করিল মহা ভয় উৎপাদন ॥ ১৯
১৭ ॥ দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় গণকে ।
। দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

সংগ্রাম করিতে স্থিত নিজেদের সম্মুখে ॥
১৮ ॥ দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

কান্দিলেন কান্দিলেন পেরাত হৃৎকীরি চন্দ্রশন ।
। দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

করি শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বক্ষ্যমান
১৯-২০ ॥ দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

লাগিলেন বলিতে হে *কৌরব প্রধান ॥ ২০
। দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

*কৌরব প্রধান—ধৃতরাষ্ট্র ।
২১ ॥ দিত্য চিত্ত চিত্ত দিত্য চিত্ত চিত্ত

পার্থ কহিলেন কৃষ্ণে করি সম্বোধন ।
 যুদ্ধ কামনায় স্থিত আমি যত জন ॥
 ইহাদের দেখি তুমি হে কৃষ্ণ ! তাবৎ ।
 উভয় সেনার মধ্যে রাখ মম রথ ॥
 কাহাদের সঙ্গে এই সংগ্রাম ব্যাপারে ।
 আমাকে করিতে যুদ্ধ হবে তীক্ষ্ণ শরে ॥
 দেখি তাহা হে অচ্যুত অতি মন্দ মতি ।
 এ দুর্ঘোষনের হিত কার্য্যে হৈয়া ব্রতী ॥
 আগত হইয়াছেন যাঁহারা এখানে ।
 অভিলাষী আমি সেই যুদ্ধার্থী দর্শনে ॥ ২১-২৩
 সঞ্জয় কহিল প্রভো রাজে সম্বোধিয়া ।
 এ রূপে অর্জুন দিয়া কথিত হইয়া ॥
 উভয় সেনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ উৎসুকে ।
 ভীষ্ম দ্রোণ আর রাজ গণের সম্মুখে ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

রাখিয়া উৎকৃষ্ট রথ	কহিলেন সখে ।
সমবেত কুরুদেৱে	দেখ অভিগুখে ॥ ২৪-২
উভয় সেনার মধ্যে	সংস্থিত তখন ।
আচার্য্য পিতৃব্যগণ	পিতামহগণ ।
মাতুল স্বশুর ভ্রাতৃ	পুত্র পৌত্রগণ ।
মিত্রদেৱে করিলেন	অর্জুন দর্শন ॥ ২
আস্থিত যুদ্ধার্থী বন্ধু	গণকে দেখিয়া ।
পৃথাপুত্র পার্থ অতি	দয়াজ্জ হইয়া ॥
বিষাদ পূর্বক এই	বক্ষ্যমান রূপে ।
আবেদন করিলেন	শ্রীকৃষ্ণ সমীপে ॥ ২

শ্রীঅর্জুন উক্তি

যুদ্ধ অভিলাষী এই	স্বজনদিগকে ।
অবস্থিত দরশন	করিয়া সন্মুখে ॥

* অবসন্ন হইতেছে	আমার শরীর ।
শুষ্ক হইতেছে মুখ	হে যত্ন প্রবীর ॥ ২৮
রোমাঞ্চ কম্পিত দেহ	হস্ত হৈতে আর ।
পড়িতেছে খসিয়া যে	গাণ্ডীব আমার ॥
চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে	কিছু আমি স্থির ।
করিতে না পারিতেছি	কৃষ্ণ যত্নবীর !
করিতেছে ঘূর্ণন যে	মগান্তঃ করণ ॥
দেখিতেছি আমি এই	সব দুর্লক্ষণ ॥ ২৯-৩০
স্বজনগণকে হত	করিয়া আহবে ।
মঙ্গল না দেখিতেছি	আমি এই ভবে ॥
কৃষ্ণ ! আমি জয়লাভ	করিয়া বাসনা ।
রাজ্য ও চাহিনা সুখ	ভোগও চাহিনা ॥ ৩১

* অবসন্ন—শিথিল, ক্ষুণ্ণ রহিত, নিস্তেজ দুর্বল ।

রাজ্য, সুখ ভোগ বাহা দিগের কারণ ।
 অভিলাষ করাযায় হে মধু সূদন ! ॥
 সেই পিতামহ পৌত্র পিতৃব্য নন্দন ।
 আচার্য্য মাতুল শ্যাল্য স্বশুর স্বজন ॥
 যখন ঐশ্ব প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বীকার ।
 যুদ্ধার্থ আগত রাজ্যে আমাদের আর ॥
 তখন কি ? কাজ সুখ ভোগেই বা আর ।
 জীবনে বা কিবা কাজ আমার বিচার ॥
 মারিয়া ও ফেলে যদি ইহারা আমাকে ।
 মারিতে না চাই কৃষ্ণ আমি তাদিগকে ॥ ৩২-

পৃথিবীর রাজত্বের কথা থাক দূরে ।
 ত্রিলোকের রাজ্য লাভ জন্মও সমরে ॥
 দুর্ঘ্যোজন প্রভৃতিকে করিলে হনন ।
 আমাদের হইবে কি ? সুখ জনার্দন ॥

ঐশ্ব—ধন ।

যদিও ইহারা আত তারী বলি মধ্য ।
 তথাপি আচার্য্য গুরু প্রভৃতিকে অত্ন ॥
 মারিয়া পাপের ভাগী আমরা হইব ।
 কাজেই স্বজনগণে আমি না মারিব ॥
 দুঃখ্যাধন প্রভৃতিকে বধিয়া সমরে ।
 হে কৃষ্ণ ! আমরা সুখী হব কি প্রকারে ॥ ৩৬
 যদিও ইহারা লোভে হৈয়া জ্ঞান হত ।
 কুলক্ষয় জাত মিত্র দ্রোহ ও জনিত ॥
 পাতক না দেখিতেছে কিন্তু ভগবন ।
 কুলক্ষয় কৃত দোষ আমরা দর্শন ।
 করিয়াও সেই পাপ হইতে এখন ।
 উপরত হইবনা কেন ? জনার্দন ॥ ৩৭-৩৮
 কুলক্ষয় হৈলে কুল ধর্ম্ম সনাতন ।
 নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হৈলে জনার্দন ॥

অবশিষ্ট সব কুল	অধৰ্ম দিয়া ।
সম্যক প্রকারে যায়	আচ্ছন্ন হইয়া ॥
আবৃত হইলে কুল	অধৰ্ম দিয়া ।
কুল জ্বীরা যায় ব্যভি	চারিণী হইয়া ॥
কুলনারিগণ ভ্রষ্টা	হইলে মাধব ।
সেই কুলে হয় বর্ণ	শঙ্কর উদ্ভব ॥
বরণ শঙ্কর কুল	নাশ কারীদের ।
থাকে নরকের হেতু	হইয়া কুলের ॥
শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া	পিতৃ পুরুষের ।
বিলোপে নরক গতি	হয় তাহাদের ॥
কুলনাশীদের বর্ণ	শঙ্কর কারক ।
দোষে সনাতন জাতি	ধৰ্ম পাবক ॥
আশ্রম ধর্মাদি কুল	ধর্ম সমুদয় ।
উৎসন্ন হইয়া যায়	বচন নিশ্চয় ॥

কুলধর্ম উৎসর্গ হয় যাহাদের ।
 শুনেছি নরক গতি হয় তাহাদের ॥ ৪৩

স্বজনগণকে হার । রাজ্য সুখ লাভে ।
 বিনাশ করিতে হৈয়া উদ্ভূত আহবে ॥

হইয়াছি মহাপাপে আমরা প্রবৃত্ত ।
 প্রতিকারে শস্ত্র তেজি আমি বিনিবৃত্ত ॥

হৈলে যদি ধর্মী ধৃত রাষ্ট্রের কুমার ।
 তুর্ঘ্যোধন আদি করে আমাকে সংহার ॥

তাহাও আমার পক্ষে কৃষ্ণ মহাশয় ।
 অত্যন্ত মঙ্গল কর হইয়ে নিশ্চয় ॥ ৪৪-৪৫

কহিলেন শ্রীসঞ্জয় শোকে অভিভূত ॥
 অর্জুন এরূপ বলি হইয়া বিরত ॥

সম্মুখ সংগ্রামে ধনুর্বাণ পরিহরি ॥
 বসিলেন থিন্ন মনে স্তম্ভন উপরি ॥ ৪৬

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পার্বনি
 ব্রহ্ম বিদ্যা যোগ শাস্ত্রে অর্জুন বিষাদে ।
 বেদের সারাংশ কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে ॥
 প্রথম অধ্যায় হরি গুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় ॥



সাংখ্য যোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় কহিল মধু সূদন তখন ।
 হেন কুপাবিষ্ট অশ্রু পূরণ লোচন ॥
 বিষন্ন পার্থকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নরপতে ।
 লাগিলেন বক্ষ্যমান এ বাক্য বলিতে ॥ ১

কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ হে পার্থ যুদ্ধবিৎ ।
 এ রূপ সঙ্কট কালে অজ্ঞ জনোচিত ॥
 তোমার অকীর্ত্তির স্বর্গ হানি কর ।
 কোথা হৈতে আসিল এ মোহ বীরবর ॥ ২
 পৌরষ হীনতা সখে ! তোমাতে এমন ।
 কিছুতে না শোভা পায় হে শত্রু তাপন ॥
 হৃদয়ের দুর্বলতা তেজিয়া সত্তর ।
 যুদ্ধের নিমিত্ত উঠ না হও কাতর ॥ ৩
 কহিলেন ধনঞ্জয় বাক্য সকাতরে ।
 পূজনীর ভীষ্ম দ্রোণ সহ কি প্রকারে ॥
 আমি তীক্ষ্ণ বাণ সব করিয়া ক্ষেপণ ।
 প্রতি যুদ্ধ করিব হে অরাতি মর্দন ॥ ৪
 মহাজ্ঞানবান গুরু দিগকে হনন ।
 না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান ভোজন ॥

করাও মঙ্গল আমি	করি বিবেচন ।
যে হেতু করিয়া গুরু	গণকে হনন ॥
যে অর্থ ও কাম ভোগ	করিব এ ভবে ।
তাহাত তাঁদের রক্ত	বিলিপ্ত হইবে ॥
এ সংগ্রাম ক্ষেত্রে হই	বিজয়ী আমরা ।
অথবা মোদেরে জয়	করুক ইহার ॥
এই উভয়ের মধ্যে	কোন্ শ্রেয়স্কর ।
বুঝিতে না পারিতেছি	আমি যত্নবর ॥
বাঁচিতে না ইচ্ছা করি	যাদেরে মারিয়া ।
সেই কুরুগণ আছে	অগ্রে দাঁড়াইয়া ॥
চিত্ত দীনতায় আমি	হৈয়া অভিভূত ।
এ সম্বন্ধে আমার কি	ধরম প্রকৃত ॥
বিমূঢ় আমার কৃষ্ণ	যাহা ভাল হয় ।
বুদ্ধিবলে বল তাহা	করিয়া নিশ্চয় ॥

তোমার শরণাগত শিশু আমি তব ।
 আমাকে শাসন কর পালন করিব ॥ ৭
 হৃদয়স্থ নিকটক রাজত্ব ভুতলে ।
 দেবতাগণের আধি পাত্য ও পাইলে ॥
 ইন্দ্রিয় শোষণ মম এই শোক ঘোর ।
 দেখিতেছি না যে তাহা কি সে হবে দূর ॥ ৮
 সঞ্জয় কহিল পার্থ অমিত্র তাপন ।
 হৃদীকেশ গোবিন্দকে বলিয়া এমন ॥
 “করিব না আমি যুদ্ধ” এরূপ বলিয়া ।
 রহিলেন মৌন অব লম্বন করিয়া ॥ ৯
 উভয় সেনার মধ্যে এই রণাঙ্গনে ।
 বিধাদিত অর্জুকে হে কৌরব মনে ! ॥
 হৃদীকেশ ভগবান হাসিতে হাসিতে ।
 লাগিলেন বক্ষ্যমান বাক্যে বুঝাইতে ॥ ১০

শ্রীভগবান উক্তি

যাহাদের জন্ম শোক করা অনুচিত ।
 তাহাদের জন্ম বৃথা তুমি ধর্মবিৎ ॥
 শোক করিতেছ আর পণ্ডিতের মত ।
 কথা বলিতেছ কিন্তু যাহার প্রকৃত ॥
 তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা মৃত অথবা জীবিত ।
 কাহার ও জন্ম কভু নাহন শোচিত ॥ ১১
 আমি পূর্বের ছিলামনা তুমি বা না ছিলে ।
 ছিলেননা এই রাজ গণ ভূমণ্ডলে ॥
 ইহা না, ছিলাম সব পরে মোরা সব ।
 থাকিবনা তাহা নয়, থাকিব পাণ্ডব ॥ ১২
 বাল্য ও যৌবনাবস্থা এ দেহে জীবের ।
 বার্ষিক্য আগত হয় গতিতে কালের ॥

দেহান্তর হয় কাল	গতিতে তেমন ।
ভাহাতে না হন মুগ্ধ	জ্ঞানি ব্যক্তিগণ । ১৩
ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহ	বিষয়ের যোগে ॥
সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি	জীবগণ ভোগে
উৎপত্তি ও নাশ হয়	এই সমুদয় ।
অনিত্য এ সব সহ্য	কর ধনঞ্জয় ॥ ১৪
মাত্রাস্পর্শ সুখ দুঃখে	যে ধীর মানব ।
সদা সম ভাবাপন্ন	হে নর পুঙ্গব ॥
ইহাতে না বিচলিত	হন কোন ভাবে ।
তিনিই সমর্থ হন	* অমৃতত্ব লাভে ॥ ১৫
অসৎ বস্তুর নাই	○ সত্তা ধনঞ্জয় ।
অভাব ও নাই সৎ	বস্তুর নিশ্চয় ॥
সদ সৎ এ দুয়ের	চরম দর্শন ।
সাক্ষাৎ করিয়াছেন	তত্ত্ব দর্শিগণ ॥ ১৬

* অমৃততত্ত্ব—মোক্ষ ! ○ সত্তা—বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব

ব্যাপিয়া আছেন যিনি সদা সর্ব লোকে ।

অবিনাশী বলি তুমি জানিও তাঁহাকে ॥

এ অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করিতে ।

না হন সমর্থবান কেহই জগতে ॥ ১৭

*অপ্রমের অবিনাশী সদা নিবিকার ।

নাশবান এই সব শরীর আত্মার ॥

উক্ত হইয়াছে বেদে হে কুন্তি কুমার ।

যুদ্ধকর হুতরাম সিদ্ধান্ত আমার ॥ ১৮

যে ব্যক্তি আত্মাকে হস্তা বলিয়া জানেন ।

যে উহাকে হত বলি নির্ণয় করেন ।

উভয়ই আত্ম তত্ত্ব তাঁরা না জানেন ।

হত ও না হন ইনি হত্যা না করেন ॥ ১৯

* অপ্রমের—অজ্ঞেয়, প্রমাণ দ্বারা অনুপলব্ধ ।

এই আত্মা কভুওনা	জন্মেন মরেন ।
জন্মিয়া অস্তিত্ব ইনি	লাভ না করেন ॥
ইনি জন্ম শূন্য নিত্য	পুরাণ শাস্ত্রত ।
হতও না হন ইনি	দেহ হৈলে হত ॥ ২০
অবিনাশী নিত্য অজ	অব্যয় বলিয়া ।
আত্মাকে জানেন যিনি	তত্ত্ব বিচরিয়া ॥
কি প্রকারে সেই ব্যক্তি	হে বীর প্রধান ।
কাহাকে করেন হত্যা	হত্যা বা করান ॥ ২১
জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করি	মানব যেমন ।
গ্রহণ করিয়া থাকে	নূতন বসন ॥
সেইরূপ আত্মা জীর্ণ	শরীর তেজিয়া ।
অপর নূতন দেহ	থাকে প্রাপ্ত হৈয়া ॥ ২২
শস্ত্র না করিতে পারে	ইহাকে ছেদন ।
পারেওনা হব্যাশন	করিতে দহন ॥

সলিল ইহাকেওনা পারে ভিজাইতে ।
 পবন পারেনা শুষ্ক আত্মাকে করিতে ॥ ২৬-২
 এই আত্মা সর্বব্যাপী অদাহ অচ্ছেদ্য ।
 স্থির নিত্য সনাতন অশোণ্য অক্লেদ্য ॥
 অচিন্ত্য অচলব্যক্ত ইনি *অবিকার্য্য ।
 বলিয়া কথিত হন হে রাজন্যবর্য্য ॥
 সুতরাং আত্মাকে জ্ঞাত হৈয়া এ প্রকার ।
 শোক করা নহে সখে উচিৎ তোমার ॥ ২৮-২
 দেহের সঙ্গেই আত্মা সদা জন্মে আর ॥
 দেহের সঙ্গেই যায় হইয়া সংহার ॥
 যদি তুমি মনে কর তথাপি তোমার ।
 শোক করা যুক্ত নয় হে পুরুষ সার ॥ ২৯

*অবিকার্য্য—অবিকারী

নিশ্চিত মরণ তার	যে জন্মে সংসারে ।
নিশ্চিত জনম আর	তাহার যে মরে ॥
কাডেই অবশ্যস্তাবী	বিষয়ে তোমার ।
শোক করা উচিতনা	হে কুন্তি কুমার ॥ ২৭
আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ	কেহও দেখেন ।
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ	বর্ণন করেন ॥
কেহও আশ্চর্য্যবৎ	ইহাকে শুনেন ।
শুনিয়াও কেহ কিন্তু	জানিতে নারেন ॥ ২৯
এ আত্মা অবধ্য সদা	সর্ব্ব ভীষ ঠঘরে ।
করিওনা শোক সেই	জন্য কার তরে ॥ ৩০
স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি	করিয়াও আর ।
ভীতও কম্পিত হওয়া	যোগ্য না তোমার ॥

ঠ ঘরে—দেহে ।

ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা এ	কৃত্রিয়গণের ।
শ্রেয় আর কিছু নাই	সিদ্ধান্ত বেদের ॥
মুক্ত স্বর্গ দ্বার এই	যুদ্ধ যদৃচ্ছায় ।
হইয়াছে আগত হে	পার্থ বীররায় ॥
ভাগ্যবান কৃত্রিরাজ	গণই এমন ।
সমর থাকেন করি	সময়ে অর্জন ॥
যদি তুমি ধর্ম যুদ্ধ	না করও তবে ।
কীর্তি ও স্বধর্ম তেজি	পাপভাগী হবে ॥
দেখ সমুদয় লোকে	চিরকাল আর ।
অকীর্তি করিবে সখে !	ঘোষণা তোমার ॥
সম্মানিত ব্যক্তির যে	অকীর্তি জগতে ।
তাহাত অধিকতর	মরণ হইতে ॥
মহারথ বীরগণ	করিবেন মনে ।
ক্ষান্ত হইতেছ তুমি	ভয় হেতু রাগে ॥

তোমাকে করেন ঝাঁরা সন্মান সুভাষে ।
 লঘুতা পাইবে তুমি তাঁদের সকাশে ॥ ৩৫
 তোমার শক্তির বহু করিয়া নিন্দন ।
 বলিবে অবাচ্য বাক্য তব শত্রুগণ ॥
 তদপেক্ষা দুঃখ কর কি আছে এ ভবে ।
 হইলে সং গ্রামে হত স্বলোক পাইবে ॥
 ভোগিবে পৃথিবী রণে হইলে বিজয় ।
 সুতরাং যুদ্ধার্থ উঠ বীর ধনঞ্জয় ! ॥ ৩৬-৩৭
 অতএব সুখ দুঃখ জয় পরাজয় ।
 লাভালাভে সমজ্ঞান কবিয়া নিশ্চয় ॥
 যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও করিলে এমন ।
 পাপভাগী হইবেনা আমার বচন । ৩৮
 তোমাকে হে বীরবর আমি এতক্ষণ ।

সাংখ্য নির্ভেদ বিষয়ক জ্ঞানার্হ শাসন ॥

করিলাম অব যোগ বিষয়ক জ্ঞান ।

তোমার নিকটে আমি করিয় ব্যাখান ॥

শুনিয়া করিলে এই জ্ঞানানুশরণ ।

ত্যজিতে পারিবে তুমি করম বন্ধন ॥ ৩৬

* একরম যোগেনাই প্রারম্ভে সংহার ।

প্রত্যবায় নাই, অল্প মাত্রও ইহার ॥

হৈলেও ত্রুটি বিচ্যুতি দিয়া অনুষ্ঠান ।

মহাভয় হৈতে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥ ৪০

এনিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি একনিষ্ঠ থাকে ।

ধাবিত হইতে নাহি পারে নানাদিকে ॥

সকামীদিগের বুদ্ধি নানা শাখাশ্বিত ।

অনন্তও নানাদিকে হয় প্রধাবিত ॥ ৪১

* একরমযোগে—নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগে

হে কৌন্তেয় ! অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির। বেদের ।
 শ্রীতিকর বাক্যে #সত্ত্ব করমকাণ্ডের ।
 তারা বলে বেদ উক্ত কাম্যকর্মাশ্রক ॥
 ধর্ম্ব দ্বিনা কিছুনাই মঙ্গলদায়ক ।
 বাসনায় তাহাদের মলিন হৃদয় ।
 তাহাদের পুরুষার্থ স্বর্গই নিশ্চয় ॥
 জন্মকর্ম ফলদায়ী ভোগাদি লাভের ।
 পথ শংসনীয় বাক্য ত্রিয়া কলাপের ॥
 শ্রুতি মনোহর এই বচন যে বলে ।
 হয় মুক্ত চিত্ত এই বাক্যে ভ্রমণে ॥
 ভোগই নিশ্চয়াশ্রিকা তাহাদের মতি ।
 নাহি হয় সমাধিস্থ সত্য এ ভারতী ॥ ৪২-৪৪

সত্ত্ব—আসত্ত্ব

ত্রিক গুণ্য বিষয়ক বেদ সমুদয় ।
 তুমি গুণাতীত হও ধীর ধনঞ্জয় ॥
 বুদ্ধিবলে ধৈর্য্যধর আর সত্ত্বগুণে ।
 অবস্থিত হও লব্ধ বস্তুর রক্ষণে ॥
 অলব্ধ বস্তুর লাভে যত্ন ত্যজ আর ।
 সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে থাক নির্বিকার ॥ ৪০
 সর্বস্থান জলাপ্লুত হইলে যেমন ।
 ক্ষুদ্র জলাশয়াদির কোন প্রয়োজন ॥
 হয়না তদ্রূপ ব্রহ্ম বেদী ব্রাহ্মণের ।
 কোন প্রয়োজন নাই বেদ সমূহের ॥ ৪১
 কৰ্ম্ম ত্যাগে প্রবৃত্তি যে হয়না তোমার ।
 যোগস্থ হইয়া তেজ ফলাশক্তি আর ॥
 কার্য্য সিদ্ধি অসিদ্ধিতে থাক নির্বিকার ।
 সমস্ত বুদ্ধিই যোগ সিদ্ধান্ত আমার ॥ ৪২

বুদ্ধি যোগাপেক্ষাকাম্য কর্ম তুচ্ছ হয় ।

লও তুমি সমানত্ব বুদ্ধির আশ্রয় ॥

ফলহেতু কর্ম করে যারা আচরণ ।

তাহারা নিকৃষ্ট অতি দীন অভাজন ॥ ৪৯

কর্মযোগী হৈয়া সম বুদ্ধি সমন্বিত ।

উভয় করেন ত্যাগ স্নকৃত ছরিত ॥

সেই জ্ঞান কর তুমি যোগ অন্তর্ধান ।

কর্মে নৈপুণ্যই যোগ সত্য এ বয়ান ॥ ৫০

সমবুদ্ধি সমন্বিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ।

কর্মজ ফলের আশা করিয়া বর্জন ॥

সংসার বন্ধন হৈতে বিমুক্ত হইয়া ।

সুখময় বিষ্ণুপদ থাকেন পাইয়া ॥ ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান গহন ।

কানন করিবে ত্যাগ হে পাথ তখন ॥

৩০

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

বৈরাগ্য পাইবে শ্রুত শ্রোতব্য বিষয়ে ।
 বৈদিক লৌকিক নানা ফল কথা দিয়ে ॥
 বিক্লিপ্ত তোমার বুদ্ধি সমাধিতে যদা ।
 অচল হইবে যোগ তুমি পাবে তদা ॥ ৫২-

শ্রীঅর্জুন উক্তি

হে মধুসূদন যিনি সমাধিস্থ হৈয়া ।
 স্থিতধী হইয়াছেন যোগাভ্যাস দিয়া ॥
 কি চিহ্ন ? তাঁহার তিনি কিরূপ বলেন ।
 কিরূপ থাকেন আর কিরূপ চলেন ॥ ৫৩-

শ্রীভগবান উক্তি

মনোগত সমুদয় কামনা তেজিয়া ।
 আপনি আপনাতেই যিনি তুষ্ট হৈয়া ॥
 অবস্থান করেন হে কৌন্তেয় তখন ।
 স্থিতধী বলিয়া তিনি অভিহিত হন ॥ ৫৪-

যিনি স্তব্ধে স্পৃহাশূন্য দুঃখ দিয়া আর ।
 না হন উদ্ভিগ্ন চিত্ত ভয় ক্রোধ ঝাঁর ॥
 বিষয় আসক্তি সব হইয়াছে *বীত ।
 স্থিতধী বলিয়া তিনি হন উদাহৃত ॥ ৫৬
 স্নেহ ও মমতা শূন্য সকল বিষয়ে ।
 সেই সেই শুভাশুভ বিষয় পাইয়ে ॥
 প্রকাশ হর্ব ও শোক না করেন যিনি ।
 স্থিতধী বলিয়া হন অভিহিত তিনি ॥ ৫৭
 কুস্ম অঙ্গ সব করে যথা সংহরণ ।
 ইন্দ্রিয় বিষয় হৈতে তথা *অঙ্কগণ ॥
 সম্যক প্রকারে যিনি করেন *সংহার ।
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রজ্ঞা তদা তাঁর ॥ ৫৮

* বীত—নিবৃত্ত, অপগত, ত্যক্ত, বিগত ।

* সংহরণ—সঙ্কোচ, প্রত্যাকর্ষণ । অঙ্কগণ—

ইন্দ্রিয়গণ । সংহার—সংহরণ, সঙ্কোচ, প্রত্যাকর্ষণ ।

বিষয় গ্রহণে অন্ধ দিয়া *অচলিত ।
 ব্যক্তির বিষয় ভোগ হৈলেও বিরত ।
 বিষয় ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত না হয় ।
 স্থিত প্রজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তির নিশ্চয় ॥
 সেই পর পুরুষকে সাক্ষাৎ দেখিয়া ।
 বিষয় কাননা যাক্ষয় নিবৃত্ত হইয়া ॥ ৫৯
 চিত্তের বিক্ষোভকারী বলী সুমহান ।
 সুদৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণ সদা যত্নবান ॥
 বিবেক সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরও মন ।
 করে হে কৌন্তেয় বল পূর্বক হরণ ॥ ৬০
 আমার সম্যকরূপে শরণ লইয়া ।
 সেই সব ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া ॥

অচলিত—অপ্রবৃত্ত ।

আমাতে করেন চিত্ত সমাহিত যিনি ।

সেই অন্ধ জরী ব্যক্তি স্থিত প্রজ্ঞ মুনি ॥ ৬১

সর্বদা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ।

মানবগণের জন্মে আসক্তি তাহাতে ॥

অর্থাৎ বিষয় পেতে মনে হয় আশ ।

বাঁধা প্রাপ্ত হৈলে পরে সেই অভিলাষ ॥

বাধকের প্রতি হয় ক্রোধের উদয় ।

জ্ঞানলুপ্তকারী মোহ ক্রোধ হৈতে হয় ॥

মোহ হৈতে স্মৃতিভ্রংশ স্মৃতি ভ্রংশ দিয়া ।

বুদ্ধিনাশ হৈলে থাকে বিনাশ ঘটয়া ॥ ৬২-৬৩

বিমুক্ত বিদ্বেষ অনুরাগ হৈতে যিনি ।

আত্ম বশীভূত অন্ধগণ দিয়া তিনি ॥

করিয়াও উপভোগ বিষয় নিচয় ॥

অর্জুন করেন আত্ম প্রসাদ নিশ্চয় । ৬৪

এরূপে জন্মিলে চিত্ত প্রসাদ ইহার ।

সমস্ত দুঃখের যায় হইয়া *সংহার ॥

প্রসন্ন চেতার সেই বুদ্ধি তার পরে ।

অচিরে উপাস্ত্র দেবে স্থিতি লাভ করে ॥ ৬০

নিজ বশে নাই যার অক্ষবলবান ।

নাই তার বুদ্ধি আত্ম বিষয়ক ধ্যান ॥

শাস্তি নাই এই ভবে অধ্যানকারীর ।

কোথায় বা সুখ ! সেই অশান্ত ব্যক্তির ॥ ৬১

বিষয়ে প্রবর্তমান মন বলবতী ।

ইন্দ্রিয় যে কোনটির করে অনুগতি ॥

সেই এক ইন্দ্রিয়ই জলে অবস্থিত ।

নৌকাকে যেমন করে বায়ু বিচলিত ॥

* সংহার—বিনাশ ।

তদ্রূপ প্রজ্ঞাকে করে হরণ উহার ।
 কাজেই বিষয় হৈতে অন্ধগণ য়ার ॥
 সম্যক প্রকারে হইয়াছে প্রত্যাশিত ।
 হইয়াছে পার্থ তাঁর প্রজ্ঞাস্থিরীকৃত ॥ ৬৭-৬৮
 রজনী স্বরূপ অজ্ঞ মানবের যাহা ।
 বিবেকী পুরুষ তাতে থাকেন জাগিয়া ॥
 অজ্ঞ জনগণ থাকে যাহাতে জাগিয়া ।
 রজনী স্বরূপ যোগী পুরুষের তাহা ॥
 মানে অজ্ঞগণ আত্ম নিষ্ঠায় নিদ্রিত ।
 তাহারা বিষয় লাভে থাকে জাগরিত ॥
 যোগী ব্যক্তিগণ আত্ম নিষ্ঠায় জাগ্রত ।
 অজ্ঞগণ থাকে আত্ম নিষ্ঠায় নিদ্রিত ॥ ৬৯
 জলরাশি পূর্ণ স্থির সাগরে আসিয়া ।
 অপর সলিল রাশি প্রবেশ করিয়া ॥

যেমন বিলীন হয় সম্যক প্রকারে ।
 সেরূপ যে মহাত্মার বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
 চুকিয়া বিষয় সব কোনও প্রকারে ।
 চিন্তের বিক্ষোভ তাঁর ঘটাইতে নারে ॥
 তিনি শান্তি উপার্জন করেন সংসারে ।
 ভোগকামী ব্যক্তি শান্তি পাইতেনা পারে । ৭০
 যে ব্যক্তি কামনা সব বর্জন করিয়া ।
 নিস্পৃহ নিরহঙ্কার নিঃস্বয় হইয়া ॥
 করেন যদৃচ্ছাক্রমে মহী বিচরণ ।
 তিনি শান্তি প্রাপ্তি হন হে কুন্তি নন্দন ॥
 ইহা ব্রহ্মনিষ্ঠা কেহ ইহাকে পাইয়া ।
 না থাকেন এ সংসারে মোহিত হইয়া ॥
 মরণ কালেও এই দশায় থাকিয়া ।

সাংখ্য যোগ

৩৭

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বধিনী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পার্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 সাংখ্যযোগ বর্ণন শ্রীপার্থ প্রবোধনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

-১২১২২-

কর্ম যোগ

তৃতীয় অধ্যায়

কহিলেন ধনঞ্জয় যদি তব মতে ।
 বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জনাৰ্দ্দন করম হইতে ॥
 তবে হিংসাত্মক কর্মে কেন নিয়োজিত ।

আমাকে করিতে আছ এই বিনিশ্চিত ॥

বাক্য সমুদয় দিয়া কৃষ্ণ যত্নমণে !
 মোহ জাত হইতেছে সমাপ্ত^{হাস্যময়} করণে ।
 যাহা দিয়া আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হৈতে পারি
 এর এক পথ তুমি বল স্থির করি ॥ ১-২

শ্রীভগবান উক্তি

হে নিস্পাপ ধনঞ্জয় ! নিষ্ঠা দ্বিপ্রকার ।
 আছে ইহলোকে পূর্বের নিকটে তোমার ॥
 আমি বলিয়াছি কৰ্ম্ম মানবগুণের ।
 কৰ্ম্ম যোগ আর জ্ঞান যোগ সাংখ্যদের ॥
 কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান বিনা মানব কিছুতে ।
 করম রহিতাবস্থা পাবেনা পাইতে ॥
 সিদ্ধি না অর্জন হয় করম তেজিলে ।
 কখনও কেহ ক্ষণ কাল কোনকালে ॥

থাকিতে না পারে সখে ! কর্ম না করিয়া ।
 কারণ মায়ার গুণ সমুদয় দিয়া ॥
 বিচলিত জনগণ এই পৃথিবীতে ।
 অবশ হইয়া থাকে করম করিতে ॥ ৪-৫
 হস্ত ও চরণ আদি কর্মেন্দ্রিয় সব ।
 সংযত করিয়া থাকে যে মূঢ় মানব ॥
 মনে কিন্তু চিন্তা করে ইন্দ্রিয় বিষয় ।
 মিথ্যাচারী সেই মূঢ় মানব নিশ্চয় ॥ ৬
 কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় সব শুদ্ধ মন দিয়া ।
 সংযত করিয়া যিনি অনাসক্ত হৈয়া ॥
 করেন করম সব কর্মেন্দ্রিয় দিয়া ।
 তিনি উক্ত হন কর্মী প্রধান বলিয়া ॥ ৭
 করম হীনতাপেক্ষা কর্ম করা *সার ।
 কর্ম না করিলে দেহ যাত্রা ও তোমার ॥

* সার—উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ।

নির্বাহ হইতে নারে তুমি স্তব্ররাম ।
 সংযত হইয়া কৰ্ম কর অবিরাম ॥ ৮
 শ্রীবিষ্ণু শ্রীতীর্থ বিনা অশ্রু করনের ।
 আচরণ মানবের ভব বন্ধনের ॥
 কারণ হইয়া থাকে তুমি *সে কারণ ।
 অসন্ত হইয়া কৰ্ম কর আচরণ ॥ ৯
 যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃজন করিয়া ।
 সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ছিলেন বলিয়া ॥
 তোমরা বর্দ্ধিত হও যজ্ঞ দিয়া ভবে ।
 এই যজ্ঞ তোমাদের কামদ হইবে । ১০
 তোমরা এ যজ্ঞ দিয়া ঘটাহতি দানে ।
 দেবদেবে সম্বর্দ্ধিত কর স্তব্রসম্মানে ॥

* সে কারণ—বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ।

তোমাদের সম্বন্ধিত তাঁরা বৃষ্টি জলে ।

করুক, মঙ্গল প্রাপ্ত হবে যোগ্যকালে ॥ ১১

দেবগণ যজ্ঞ দিয়া পাইয়া সম্মান ।

তোমাদের ভোগ্যবস্তু করিবে প্রদান ॥

কাজেই অন্নাদি বস্তু তাহাদের দেওয়া ।

তাঁদেরে না করি দান যজ্ঞাদি করিয়া ॥

যে মানব করে ভোগ সে চোর নিশ্চয় ॥

যজ্ঞ শেষ অন্ন যেই ব্যক্তি মহাশয় ॥

অতিথি ও দেবাদিকে করিয়া অর্পণ ।

অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং করেন ভোজন ॥

সমস্ত পাতক হৈতে তিনি মুক্ত হন ।

যে পাপী মানব সব কেবল আপন ॥

উদর পূরণ জন্য অন্ন পাক করে ।

সুপাতকরাশি ভোগকরে এসংসারে ॥ ১২-১৩

প্রাণী সব অন্ন হৈতে অন্ন মেঘ হৈতে ।
 যজ্ঞ হৈতে মেঘ জন্মে প্রাণীদের হিতে ॥
 কৰ্ম হৈতে যজ্ঞ বেদ হইতে করম ।
 পরব্রহ্ম হৈতে হয় উদ্ভূত *নিগম ॥
 পরম কারণ সেই ব্রহ্ম সর্বগত ।
 সর্বদা আছেন পার্থ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ॥
 যে যজ্ঞাদি কৰ্ম সব দিয়া এ প্রকারে ।
 ভবচক্র চালনের সহায় না করে
 সেইন্দ্ৰিয় গুণাসক্ত পাপী সেই জন ।
 বৃথাই করিয়া থাকে জীবন ধারণ ॥ ১৪-১৫
 আত্মাতেই শ্রীত যিনি সন্তুষ্ট আত্মাতে ।
 আত্মাতেই তৃপ্ত যিনি কেবল জগতে ॥

* নিগম—বেদ ।

কিছুই কর্তব্য নাই তাঁহার নিজের ।
 যিনি আত্মারাম তাঁর কর্ম্মানুষ্ঠানের ॥
 কোন প্রয়োজন নাই কর্ম্ম হৈতে আর ।
 কোন প্রয়োজন নাই বিরত থাকার ॥
 সকল ভূতের মধ্যে আশ্রয়েও কার ।
 থাকার কোনও নাই প্রয়োজন তাঁর ॥ ১৭-১৮
 হইয়া আসক্তি শূন্য তুমি সূত্ররাম ।
 কর্তব্য করম সব কর অবিরাম ॥
 করিলে অসক্ত হইয়া কর্ম্ম আচরণ ।
 মানব পরম পদ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১৯
 জনকাদি মহাজনগণ কর্ম্ম দিয়া ।
 পূর্বকালে সিদ্ধিলাভছিলেন করিয়া ॥
 দৃষ্টি করিয়াও লোক রক্ষণের তরে ।
 উচিত করম করা তোমার সংসারে ॥ ২০

করিয়া থাকেন বাহা বাহা শ্রেষ্ঠ জন ।
 সাধারণ জন তাহা করে আচরণ ॥
 তিনি যা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বিচার ।
 করেন অপরে অনু বর্ত্তন তাঁহার ॥ ২২
 করণীয় কিছুনাই ত্রিলোকে আমার ।
 অপ্ৰাপ্ত বা প্রাপ্য বস্তু কিছু নাই আর ॥
 তথাপি হে পার্থ আমি কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানে ।
 সতত নিযুক্ত আছি লোক সংরক্ষণে ॥ ২৩
 আমি যদি অনলসে করমনা করি ।
 জনগণ হবে তবে মম অনুসারী ॥ ২৪
 যদি আমি করম না করি হে পাণ্ডব ।
 যাইবে উৎসন্ন হৈয়া এই লোক সব ॥
 হইব আমিই বৰ্ত্তা বর্ণ সঙ্করের ।
 ধ্বংসের কারণ আর হব প্রজাদের ॥ ২৫

করমে আসক্তি যুক্ত হৈয়া অদ্ভজন ।
 যেমন করিয়া থাকে কর্ম আচরণ ॥
 অসক্ত হইয়া লোক রক্ষার্থ তেমন ।
 করিবেন জ্ঞানিগণ কর্ম আচরণ ॥ ২৫
 কর্মাসক্ত অদ্ভজনগণের কখন ।
 বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেননা বিবেকী জন ॥
 করম করিয়া স্বয়ং হইয়া সংযত ।
 রাখিবেন তাহাদেরে কর্মে নিয়োজিত ॥ ২৬
 কর্ম সব প্রকৃতির গুণত্রয় দিয়া ।
 সম্যক প্রকারে থাকে সম্পন্ন হইয়া ॥
 অহঙ্কারে মুগ্ধ চিত্ত হইয়া সংসারে ।
 মানব নিজেকে কর্তা বলি মনে করে ॥ ২৭
 গুণ ও গুণের কার্য করম উভয় ।
 হইতেই তিনি ভিন্ন এরা তার নয় ॥

যে পুরুষ এই তত্ত্ব আছেন বিদিত ।
 ইন্দ্রিয় বিষয়ে আছে ইন্দ্রিয় নিরত ॥
 তিনি নিজে ইহাদের চালক নহেন ।
 ঈশ্বর নিয়ন্তা ইহা নিশ্চয় করেন ॥
 এইজন্য কর্মে তিনি আসক্ত না হন ।
 “আমি কর্তা” এভাবে না করেন পোষণ ॥ ২৪
 প্রকৃতির সত্ত্ব আদি গুণ সব দিয়া ।
 যাহাদের চিত্ত থাকে মোহিত হইয়া ॥
 তারা দেহাদির কর্মে অনুরক্ত হয় ।
 সর্বভক্ত মানবগণ সেই দুরাশয় ॥
 অল্পভক্তগণকে কর্ম পরিত্যাগ দিতে ।
 উপদেশ করিবেন নাহি কোন মতে ॥ ২৫
 কর্ম করিতেছি ঈশ প্রেরিত হইয়া ।
 এরূপ বিবেক বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া ॥

আমাতে সমস্ত কৰ্ম করি সমর্পণ ।
 মমতা ফলের আশা করিয়া বর্জন ॥
 সম্যক প্রকারে শোক হইয়া রহিত ।
 সংগ্রাম করিতে হও তুমি নিয়োজিত ॥ ৩০
 যে ব্যক্তি অনুয়াণু হৈয়া জ্ঞানবান ।
 করেন , আমার এই মতের অনুষ্ঠান ॥
 তাহার বিমুক্ত হয় করম বন্ধন ।
 আমার এ মতে করি দোষ দরশন ॥
 যাহারা করেনা অনুশরণ ইহার ।
 তারা মূঢ় হতবুদ্ধি বিহীন বিচার ॥ ৩১-৩২
 জ্ঞানবান পুরুষও নিজ প্রকৃতির ।
 সদৃশ থাকেন কৰ্ম করিয়া হে বীর ॥
 স্ব স্ব প্রকৃতির বাধ্য হৈয়া লোকচর ।
 করিতে করম সব যত্নবান হয় ॥

এই প্রকৃতির রোধ করা অতিশয় ।
 কঠিন বলিয়া আমি করি বিনির্গয় ॥ ৬
 নিজ নিজ বিষয়ে ঐ ইন্দ্রিয়গণের ।
 *রাগ দ্বেষ স্বাভাবিক তুমি ইহাদের ॥
 দশীভূত হইওনা উহারা জীবের ॥
 বিদ্বকারী মহাশত্রু যুক্তি মার্গের ॥ ৭
 হইলেও স্বধর্ম দোষ সমন্বিত ।
 শ্রেষ্ঠ পরধর্ম্মাপেক্ষা সাধু অনুষ্ঠিত ॥
 স্বধর্ম্ম কল্যাণ কর হৈলেও মরণ ।
 কিন্তু ভয় প্রদ পর ধর্ম্ম গ্রহণ ॥ ৮
 কহিলেন অর্জুন হে কৃষ্ণ কাহাদিয়া ।
 অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন প্রযুক্ত হইয়া ॥

* রাগদ্বেষ—অনুকুল বিষয়ে আসক্তি প্রতি
 বিষয়ে দ্বেষ ।

নির্যোজিত হৈয়া বল পূর্বক মানব
থাকে আচরণ করি পাপ কর্ম সব ॥ ৩৬

শ্রীভগবান উক্তি

রজোগুণ হৈতে জাত ইহা কাম ক্রোধ ।
ক্রোধ জাত হয় কাম্য বস্তু হৈলে রোধ ॥
ইহারা লোকের শত্রু শ্রের লাভে ভবে ।
অত্যাগ্র দুস্পূরণীয় বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭
ধূম দিয়া হয় যথা ছন্ন ছতালন ।
গর্ভ ও জরায়ু দিয়া মলে দরপণ ॥
আবৃত হইয়া থাকে তথা ঐকাম দিয়া ।
মানুষের জ্ঞান থাকে আবৃত হইয়া ॥ ৩৮
*নিত্য বৈরী জ্ঞানীর এ কাম দুস্পূরণ ।

ঐ কাম—কামনা । * অর্থাৎ যে কামনা কিছুতেই
পরিপূর্ণ হয়না অগ্নির মত সন্তাপ প্রদান করে বলিয়া
কামনাকে অগ্নি বলা হইল ।

অগ্নি দিয়া জ্ঞানাবৃত হে কুন্তি নন্দন ।
 বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নিচয় ।
 কামের আশ্রয় স্থান বলি উক্ত হয় ॥
 কাচ ইহাদিগ দিয়া জ্ঞানকে আবৃত ।
 করিয়া সংসারে করে জীবকে মোহিত
 সূত্রাং হে পার্থ তুহি সতর্ক হইরা ।
 প্রথমে ইন্দ্রিয়গণে আয়ত্তে আনিয়া ॥
 তোমার বিবেক জ্ঞান বিজ্ঞান নাশন ।
 পাপরূপ কামনাকে কর বিসর্জন
 শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় সকল ।
 অক্ষগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ মন মহাবল ॥
 মন হৈতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হৈতে যিনি ।
 হইয়া থাকেন শ্রেষ্ঠ আত্মা হন তিনি ।
 বুদ্ধির হে মহাবাহো পরে অবস্থিত ।

আত্মাকে এরূপ তুমি হইয়া বিদিত ॥ .
 মনকে বুদ্ধির দ্বারা সমাহিত করি ।
 নষ্ট কর সুদুর্জয় কামরূপ অরি ॥ ৪৩
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিনী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপার্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানু শাসনে ।
 নিকাম করম যোগ রহস্য বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পট্যানুবাদ তৃতীয় অধ্যায় ॥

— ❦ —

জ্ঞান যোগ

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবান উক্তি

এ অক্ষয় ফলপ্রদ যোগ হে বীরেশ ।

প্রথমে সূর্য্যকে আমি করি উপদেশ ॥

সূর্য্যদেব মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে ।

বলিয়াছিলেন এই প্রকার এলোকে ॥

ক্রমে পরাম্পরারূপে এযোগ পাইয়া ।

রাজ ঋষিগণ জ্ঞাত ছিলেন হইয়া ॥

এই যোগ জ্ঞান কাল প্রাবল্যে এখন ।

হইয়া গিয়াছে লুপ্ত হে শত্রুতাপন ॥ ১-২

আমার ভক্ত ও তুমি অন্তরঙ্গ জন ।

সুতরাম আমি এই যোগ পুরাতন ॥

করিলাম তোমাকে হে উপদেশ অত

অত্যুত্তম ইহা পার্থ অস্ত্রের অবোধ ॥ ৩

কহিলেন অর্জুন হে কৃষ্ণ বহুসার ।

বহুপরে হইয়াছে জনম তোমার ॥

বহু আগে হইয়াছে সূর্যের জনম ।

এই যোগ তুমি সূর্য্যদেবকে প্রথম ॥
 শাসন করিয়াছিলে ইহা কি প্রকারে ।
 বুঝিতে পারিব তাহা বল সবিস্তারে ॥ ৪
 কহিলেন ত্রীকৃষ্ণ হে অর্জুন তোমার ।
 বল হইয়াছে জন্ম অতীত আমার ॥
 সে সব জন্মের কথা জ্ঞাত আছি আমি ।
 পরন্তু সে সব নহ অবগত তুমি ॥ ৫
 জন্মশূন্য অবিনাশী প্রাণীদের স্বামী ।
 হইয়া ও নিজ নারা শক্তি দিয়া আমি ॥
 হইয়া সমধিষ্ঠিত স্বীয় প্রকৃতিতে ।
 জনম গ্রহণ থাকি করিয়া জগতে ॥ ৬
 হে ভারত ! ধরমের হানি যে যে কালে ।
 অধর্ম্মের বৃদ্ধি আর হয় ভূমণ্ডলে ॥
 সেই সেই কালে আমি শরীর ধারণ ।

করিয়া স্বেচ্ছায় করি জনম গ্রহণ ॥
 সাধুদের রক্ষণ ও পাপী সমূহের ।
 বিনাশ করিতে আর ধর্ম স্থাপনের ॥
 জন্ম আমি যুগে যুগে ইচ্ছা অনুসারে ।
 জনম গ্রহণ থাকি করিয়া সংসারে ॥
 অলৌকিক কর্ম সব জন্ম ও আমার ।
 তত্ত্বতঃ বিদিত হন যিনি এ প্রকার ॥
 তিনি এই দেহ তেজি আমাকে পাইয়া ।
 না থাকেন এ সংসারে জনম লইয়া ॥
 বিষয় আসক্তি ভয় ক্রোধ অপগত ।
 হইয়া মৎপরায়ণ চিত্ত ও মদগত ॥
 বহু ব্যক্তি পূত হৈয়া জ্ঞান তপস্তায় ।
 মদ্যাব হইয়াছেন প্রাপ্ত এ ধরায় ॥
 করেন আমার পূজা যিনি যে প্রকারে ।

সে ভাবেই আমি কৃপা করি তাহাদেৱে ॥

হে পার্থ সৰ্ব্বতো ভাবে এই জনগণ ।

আমার করিয়া থাকে পথানুসরণ ॥ ১১

জনগণ করমের সিদ্ধির লাগিয়া ।

দেবতাগণের থাকে অৰ্চনা করিয়া ॥

কৰ্মজ ফলের সিদ্ধি এই পূজা দিয়া ।

শীঘ্র নরলোকে থাকে তাহারা পাইয়া ॥ ১২

গুণ আর করমের বিভাগানুসারে ।

আমিই চারিটি বৰ্ণ সৃষ্টি এ সংসারে ॥

করিয়াছি এর কৰ্ত্তা হইলেও আমি ।

আমাকে ঐ অব্যয় কৰ্ত্তা বলি জান তুমি ॥ ১৩

আমাকে করিতে লিপ্ত কৰ্ম সব নাৱে ।

কৰ্মফলে স্পৃহা নাই আমার সংসারে ॥

ঐ অব্যয়—পরিবৰ্ত্তন রহিত ।

এরূপে আমাকে যিনি থাকেন জানিয়া
 আবদ্ধ না হন তিনি কৰ্ম্ম সব দিয়া ॥
 ইহা মুক্তি কামিগণ বিদিত হইয়া ॥
 গিয়াছেন কৰ্ম্ম পূৰ্ব্ব কালেও করিয়া ॥
 স্মতরাং তুমিও পূৰ্ব্ব পুরুষের কৃত ।
 কৰ্ম্ম কর ফলাকাঙ্ক্ষা হইয়া রহিত ॥
 যাহাকে করম করা বলে এ সংসারে ।
 কর্মের অকর্তা থাকা যায় কি প্রকারে ॥
 বিমোহিত হন জ্ঞানী ব্যক্তি ও তাহাতে ।
 স্মতরাং কিরূপে হয় করম করিতে ॥
 তোমাকে বলিব তাহা যা জানিয়া ভবে ।
 অশুভ হইতে তুমি মুক্তি পাইবে ॥
 বিহিত কর্ম্মের তত্ত্ব আছে বুঝিবার ।
 অবিহিত কর্ম্মেরও আছে জানিবার ॥

বুঝার বিষয় আছে কৰ্মও ত্যাগের ।
 যে হেতু দুজ্জেরগতি কৰ্ম সমূহের ॥ ১৭
 কৰ্ম করিলেও যিনি অকৰ্ম দেখেন ।
 অর্থাৎ নিজেকে কৰ্ত্তা মনে না করেন ॥
 *অকৰ্মে দেখেন কৰ্ম তিনি বুদ্ধিমান ।
 যোগে প্রতিষ্ঠিত তিনি সর্ব কৰ্মবান ॥ ১৮
 যার কৰ্ম সব কাম সঙ্কল্প বর্জিত ।
 জ্ঞানানলে হইয়াছে কৰ্ম জলিত ॥
 মানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাহার ।
 “আমি কৰ্ত্তা” নাই হেন বুদ্ধি অহঙ্কার ॥

* অকৰ্মে কৰ্ম দেখেন—বাহিরে কৰ্ম ত্যাগ করিলেও
 শয়ন উপবেশন নিদ্রাতে ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হয়
 কৰ্মের আন্তরিক বাসনা থাকে তবে তিনি বাহ্যিক কৰ্ম
 পরিত্যাগ করিলেও এ সবে কৰ্ম দেখেন ।

তাহাকেই তত্ত্ববেদী পণ্ডিত বলিয়া ।
 থাকেন বিজ্ঞানিগণ কীর্তন করিয়া ॥ ১
 তিনি কর্ম ফলাসক্তি বর্জন করিয়া
 আশ্রয় রহিত সদা সন্তুষ্ট থাকিয়া ॥
 হইলেও কর্মরত কিছু না করেন ।
 “আমি কর্ম কর্তা” এই ভাব না রাখেন ॥
 যিনি পরিগ্রহ শূন্য কামনা রহিত ।
 অহঙ্কার শূন্য যার চিত্ত সমাহিত ॥
 মাত্র দেহ সম্বন্ধীয় কর্ম করেন ।
 কর্মজ পাতকে তিনি লিপ্ত না হয়েন ॥ ২
 আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হয় ।
 তাহাতেই যিনি তুষ্ট সকল সময় ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ সব দিয়া ।
 বিনষ্ট যাহার ধৈর্য্য না যায় হইয়া ॥

বৈর ভাব নাই কারও সহিত ষাঁহার ।
 যিনি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে রহিত বিকার ॥
 করিয়াও কৰ্ম্ম সব তিনি আচরণ ।
 ঐ করম দিয়া প্রাপ্ত না হন বন্ধন ॥ ২২
 আসক্তি রহিত ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম প্রভৃতি ।
 বন্ধন হইতে মুক্ত জ্ঞানে অবস্থিতি ॥
 লাভ করি যিনি মাত্র ঈশ্বর অর্চনে ।
 করেন যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বেদোক্ত বিধানে ॥
 সেই পুরুষের কৃত কৰ্ম্ম সমুদয় ।
 স্বয়ং লয় প্রাপ্ত যার হইয়া নিশ্চয় ॥ ২৩
 সেই জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করেন এমন ।
 অগ্নি ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম ব্রহ্মে সমর্পণ ॥
 হবি ও ঋবাদি ব্রহ্ম ব্রহ্ম কৰ্ম্মে মন ।
 অভ্রান্ত করিয়া তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

উদ্দেশ্যে দেবতাদের কোন যোগিগণ ।

করেন অধ্বর কৰ্ম দিয়া সমৰ্চন ॥

অন্য কেহ কেহ সৰ্ব্ব কৰ্ম ব্রহ্মাগ্নিতে ।

সমৰ্পণ রূপ যজ্ঞ করেন জগতে ॥ ২৫

সংযম অগ্নিতে অন্য কোন যোগিগণ ।

করিয়া থাকেন অক্ষ বর্গকে হবন ॥

ইন্দ্রিয় অগ্নিতে অন্য যোগী কেহ কেহ ।

করিয়া থাকেন হোম বিষয় সমূহ ॥

বিষয় আসক্তি নাই তাঁদের বলিয়া ।

তাঁরা না বন্ধন প্রাপ্ত হন তাহা দিয়া ॥ ২৬

কোন কোন যোগী জ্ঞান দিয়া প্রজ্জ্বলিত ।

আত্ম সংযমন যোগ অনলে সমস্ত ॥

ইন্দ্রিয় করম প্রাণ করমকে আর ।

থাকেন করিয়া হোম মরম ইহার ॥

ইন্দ্রিয় করম আর প্রাণাদির ক্রিয়া ।
 আত্মাতে করেন রুদ্ধ সংযমন দিয়া ॥ ২৭
 কেহও করেন যজ্ঞ অন্ন বস্ত্র দান ।
 কেহও করেন তপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
 কেহ যোগ যজ্ঞ আর কেহ দৃঢ় ব্রত ।
 স্বাধ্যায়াদি জ্ঞান যজ্ঞে থাকেন নিরত ॥ ২৮
 অপর কেহও কেহ অপানে প্রাণকে ।
 প্রাণকে অপানে হোম পুরক রেচকে ॥
 করি উভয়ের গতি কুণ্ডকে রোধিয়া ।
 প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞ থাকেন করিয়া ॥ ২৯
 সংযত আহার কারী কোন কোন জন ।
 ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণ বায়ুতে হবন ॥
 করিয়া থাকেন এই সব যজ্ঞ বিৎ ।
 ব্যক্তি নিজ নিজ যজ্ঞ করি যথোচিত ॥

সম্যক প্রকারে পাপ রহিত হইয়া ।
 কালে যজ্ঞ শেষায়ুত ভোজন করিয়া ॥
 করিয়া থাকেন লাভ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 না করেন যিনি কোন যজ্ঞ আচরণ ॥
 ইহলোক যায় নষ্ট হইয়া তাহার ।
 কথা কি বলিব পর লোকের বা আর ॥৩০-৩১
 এইরূপ যজ্ঞবেদ সমুদয় দ্বারা ।
 বহুবিধ হইয়াছে বিস্তারিত করা ॥
 এ সব নিষ্পন্ন হয় কৰ্ম্মেই জানিবে ।
 এরূপ জানিয়া তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হবে ॥ ৩২
 দ্রব্য যজ্ঞ হৈতে জ্ঞান যজ্ঞই প্রধান ।
 সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম জ্ঞানে প্রাপ্ত হয় অবসান ॥ ৩৩
 দণ্ডবৎ প্রণামও পরিচর্যা দিয়া ।
 কল্যান বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ॥

এই জ্ঞান লাভ কর, তত্ত্বদর্শী জন ।
 করিবেন তোমাকে এ #জ্ঞানানু শাসন ॥ ৩৪
 করিলে এ জ্ঞান লাভ পার্থ পুনর্ব্বার ।
 মোহ প্রাপ্ত হইবেনা তুমি এ প্রকার ॥
 সমস্ত ভূতকে যেই জ্ঞানে নিজাত্মাতে ।
 দর্শন করিতে পরে পাইবে আশ্রিতে ॥ ৩৫
 যদি তুমি সমুদয় পাতকী হইতে ।
 অধিক পাপীও হও তথাপি জগতে ॥
 এই জ্ঞান নৌকা দিয়া পাপ পারাবার ।
 উত্তীর্ণ হইবে সত্য বচন আমার ॥ ৩৬
 সন্যাস প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠকে যেমন ।
 ভস্মসাৎ করে জ্ঞান অগ্নি ও তেমন ॥
 কৰ্ম্ম সব ভস্ম করে হে কুন্তি কুমার ।
 পবিত্র জ্ঞানের মত কিছু নাই আর ॥

অনুশাসন—উপদেশ ।

কালক্রমে যোগ সিদ্ধ পুরুষ আত্মাতে ।
 থাকেন এ জ্ঞান লাভ করিয়া জগতে ॥ ৩৭-৩৮
 গুরু বাক্যে বিশ্বাসী ও গুরু পরায়ণ ।
 জিতেদ্রয় ব্যক্তি জ্ঞান করেন অর্জন ॥
 অচিরে পরম শাস্তি জ্ঞানদিয়া পান ।
 যার লাভ হয় নাই গুরুদত্ত জ্ঞান ।
 গুরু উপদেশে নাই শ্রদ্ধাও বাহার ॥
 সেই ব্যক্তি সংশয়াত্মা সিদ্ধান্ত আমার ॥
 সংশয়াত্মা ব্যক্তি থাকে বিনিষ্ট হইয়া ।
 ইহ পরলোকে সুখ থাকেনা পাইয়া ॥ ৩৯-৪০
 ঈশ্বরে করম ফল অর্পণ করিয়া ।
 হইয়া সংশয় ছিন্ন তত্ত্ব জ্ঞান দিয়া ॥
 যোগাবলম্বনে হন আত্মনিষ্ঠ যিনি ।
 আবদ্ধ না পার্থ কস্ম দিয়া তিনি ॥ ৪১

তোমার অজ্ঞান জাত মনের সংশয় ।
 চিহ্ন করি জ্ঞান অসি দিয়া ধনঞ্জয় ॥
 নিষ্কাম করম যোগ আশ্রয় করিয়া
 উঠ যুদ্ধকর মনোবেদনা ত্যজিয়া ॥ ৪২
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিনী
 মহাতারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানু শাসনে ।
 জ্ঞান যোগ বিবরণ পার্থ প্রবোধনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ চতুর্থ অধ্যায় ॥



কর্ম সন্ন্যাস যোগ

পঞ্চম অধ্যায়

কহিলেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণে সন্মোখিয়া ।
 কর্ম সন্ন্যাসকে তুমি প্রধান বলিয়া ॥

করিয়াছ প্রশংসা হে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার
 যোগকেই শ্রেষ্ঠ বলি নিকটে আমার ॥
 বলিয়াছ মম পক্ষে কোন্টি এ দুটির ।
 মধ্যে শ্রেয়স্কর তাহা বল করি স্থির ॥ ১
 কহিলেন ভগবান হে কুন্তি তনয় ।
 সন্ন্যাস ও কর্ম্ম যোগ মোক্ষদ উভয় ॥
 তন্মধ্যে সন্ন্যাস-চেয়ে নিষ্কাম করম ।
 যোগই আমার মতে নিশ্চিত উত্তম ॥ ২
 না করেন *দ্বेष যিনি কাহার ও সনে ।
 কোনও কামনা নাই যে ব্যক্তির মনে ॥
 তাঁহাকে জানিবে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া ।
 রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া ॥

* দ্বেষ—শত্রুতা ।

তিনি অনার্যাসে পার্থ সংসার বন্ধন ।
 হইতে বিমুক্ত হন নিশ্চয় বচন ॥ ৩
 পৃথক সাংখ্য ও কর্ম যোগকে বলিয়া ।
 অদ্বৈতজনগণ থাকে বর্ণন করিয়া ॥
 না বলেন এইরূপ জ্ঞানিগণ ধীর ।
 এই উভয়ের মধ্যে কোন একটির ॥
 সম্যক প্রকারে অবলম্বন করিলে !
 উভয়ের ফল পাওয়া যায় যোগ্য কালে ॥ ৪
 যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় সাংখ্য জ্ঞানে ।
 তাহাই অর্জিত হয় যোগাবশ্বনে ॥
 সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া যেজন ।
 দেখেন দর্শন তাঁর যথার্থ দর্শন ॥ ৫
 নিকাম করম যোগ ব্যতীত কেবল ।
 কর্ম ত্যাগ দিলে পর হয় দুঃখ ফল ॥

নিষ্কাম করম যোগ যুক্ত মুনি জন ।
 অচিরে পরম ব্রহ্ম করেন অর্জন
 যে নিষ্কাম কৰ্ম যোগী বিশুদ্ধ হৃদয় ।
 মনোজয়ী বশীভূত ইন্দ্রিয় নিচয় ॥
 আত্ম ভাবদর্শী সর্ব ভূতের আত্মায় ।
 তিনি না হয়েন লিপ্ত করম দ্বারায়
 কৰ্ম যোগে অধিষ্ঠিত তত্ত্বদর্শী জন ।
 দর্শন ভোজন স্পর্শ আত্মাণ্ড্রবণ ॥
 নিঃশ্বাস গ্রহণ নিদ্রা কথন গমন ।
 উন্মেষ নিমেষ পরি বর্জন গ্রহণ ॥
 প্রভৃতি করম সব নির্বাহ করিয়া ।
 কিছুই না করি আমি থাকেন ভাবিয়া
 ইন্দ্রিয় বিষয়ে আছে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্ত ।
 তাতে না রাখেন ভাব নিজের কর্তৃত্ব ।

যেমন কমল দল জলে অবস্থিত ।
থাকিয়াও নাহি হয় তাহাতে বিলিপ্ত ॥

সে রূপে ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ ।

করিয়া ফলেরাসক্তি দিয়া বিসর্জন ॥

করেন সমস্ত কর্ম যিনি আচরণ ।

পাপরাশি দিয়া তিনি বিলিপ্ত না হন ॥ ১০

কর্ম যোগীগণ ফল কামনা তেজিয়া ।

বর্ত্তের অভিমান বর্জন করিয়া ॥

করম কেবল চিন্তা শুদ্ধির লাগিয়া ।

করেন ইন্দ্রিয় মন দেহ বুদ্ধি দিয়া ॥ ১১

কর্ম যোগীগণ ফল কামনা তেজিয়া ।

যাকেন অচলা শান্তি অর্জন করিয়া ॥

সকামী মানবগণ করমের ফলে ।

আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয় মায়া জালে ॥ ১২

মনে মনে সমুদয় কৰ্ম ত্যাগ করি ।
 নবং দ্বার যুক্ত দেহে পুরুষ জিতারি ॥
 সুখে বাস করি তিনি কিছু না করেন ।
 অন্যকেও করমের প্রবৃত্তি না দেন ॥
 লোকের কৰ্ত্তৃত্ব সৃষ্টি না করেন প্রভু ।
 কৰ্ম ও করম ফল না রচেন কভু ॥
 স্বভাবের বশবর্তী হৈয়া জনগণ ।
 থাকে কৰ্ম সমুদয় করি আচরণ ।
 সৰ্ব্ব ব্যাপী ভগবান কাহার ও কখন ।
 না করেন পাপরাশি পুণ্যও গ্রহণ ॥
 হওয়ায় অজ্ঞান দিয়া জ্ঞান সমাবৃত ।
 জীবগণ থাকে হৈয়া সংসারে মোহিত ॥
 কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞান বিমর্শন দিয়া ।
 গিয়াছে বিনিষ্ট সেই অজ্ঞান হইয়া ॥

সূর্য্যাতুল্য সেই জ্ঞান তাঁহাদের পাশ ।
 পরম তত্ত্বকে দেয় ফরিয়া প্রকাশ ॥ ১৬
 ব্রহ্মই যাঁহার হয় বুদ্ধির বিষয় ।
 ব্রহ্মকেই আত্মা বলি করেন নির্ণয় ॥
 যিনি ব্রহ্ম পরায়ণ যিনি ব্রহ্ম নিষ্ঠ ।
 পাপ সমুদয় আর জ্ঞান দিয়া নষ্ট ॥
 সমূলে করিয়াছেন সেই জ্ঞানী জন ।
 না করেন পুনর্জন্ম সংসারে গ্রহণ ॥ ১৭
 বিদ্যা ও বিনয় যুক্ত ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ।
 কুকুরে ও শো মাতঙ্গে আত্ম জ্ঞান বলে ॥
 করেন পণ্ডিতগণ সমান দর্শন ।
 সমতায় অবস্থিত যাঁহাদের মন ॥
 এই জগতেই তাঁরা করি অবস্থান ।
 থাকেন জন্ম মৃত্যু করি অবসান ।

যেহেতু নির্দোষ ব্রহ্ম সর্বত্র সমান ।
 অতএব সেই সমদর্শী জ্ঞানবান ॥
 ব্যক্তিদেব ব্রহ্মস্থিতি হওয়ায় অজিত ।
 তাঁদের না দোষ স্পর্শ হয় সম্ভাবিত ॥ ১৮
 এমন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মোহ বিবর্জিত ।
 স্থির বুদ্ধি পরব্রহ্মে সদা অবস্থিত ॥
 বলিয়া অপ্রিয় বস্তু পাইয়া ক্লেশিত ।
 না হন ও প্রিয় বস্তু লাভে আনন্দিত ॥
 ব্রহ্মে সমাহিত চিন্তা শব্দাদি বিষয় ।
 সমূহে অসক্ত সেই যোগী মহাশয় ॥
 আত্মায় যে সুখ সেই আনন্দ অক্ষয় ।
 করিয়া থাকেন ভোগ সকল সময় ॥
 যে সুখ বিষয় ভোগে উপজাত হয় ।
 দুঃখের কারণ সেই ভোগ সমুদয় ॥

উৎপত্তি বিনাশবান জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ।
 তাহাতে না তুষ্ট হন হে কুন্তি নন্দন ॥ ২২
 অবস্থান করিয়া এ দেহে কামক্রোধ ।
 জাতবেগ মরণের আগে প্রতিরোধ ॥
 করিতে পারেন যিনি স্বীয় জ্ঞানবলে ।
 তিনি যোগী তিনি সুখী পুরুষ ভূতলে ॥ ২৩
 আত্মাতেই সুখ যার আত্মাতে আমোদ ।
 আত্মদৃষ্টি যাহার নাহু্যপ্রতিরোধ ॥
 সেই যোগী পরিত্যাগ করি অহংজ্ঞান ॥
 পাইয়া থাকেন ব্রহ্ম মুকতি নির্বাণ । ২৪
 যাহারা নিষ্পাপ সর্ব সংশয় রহিত ।
 সর্ব ভূত হিতে রত চিত্ত সমাহিত ॥
 এইরূপ ঋষিগণ আত্ম জ্ঞান দিয়া ।
 থাকেন ব্রহ্ম নির্বাণ মুকতি পাইয়া ॥ ২৫

কাম ক্রোধ অপগত চিত্ত সমাহিত ।
 আত্মবেদী যতিগণ সময়ে জীবিত ॥
 আর মরণের পরে উভয় দশায় ।
 অপৃথক ভাবেস্থিত থাকেন আত্মায় ।
 শব্দাদি বিষয় মন হৈতে সরাইয়া ।
 ব্রহ্ম যুগের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ॥
 নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণকারী ।
 প্রাণ ও অপান বাতে অচলিত করি ॥
 ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি করিয়া সংযত ।
 যিনি ইচ্ছা ভয় ক্রোধ হইয়া রহিত ॥
 আত্মাতে মননশীল মোক্ষ পরায়ণ ।
 সেই যোগী সদামুক্ত হে কুন্তি নন্দন ॥২৭
 হিতৈষী প্রকৃত বন্ধু সকল জীবের ॥
 নিয়ন্তা আমাকে ভোক্তা যজ্ঞ ও তপের

একুপ থাকেন যিনি বিদিত হইয়া ।
 থাকেন পরম শান্তি তিনিই পাইয়া ॥ ২৯
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পর্বনি ॥
 বেদসার ব্রহ্মবিজ্ঞা যোগানুশাসনে ।
 কর্ম সন্ন্যাস যোগ বিশেষ ব্যাখ্যানে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ পঞ্চম অধ্যায় ॥

—

অভ্যাস যোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীভগবান উক্তি

কর্ম ফলের আশা বর্জন করিয়া ।
 কর্ম করেন যিনি কর্তব্য বলিয়া ॥

সন্ন্যাসী ও যোগী তিনি আর যেইজন ।
 কেবল অনল সাধ্য করম হবন ॥
 নিগম বিহিত অন্ত কৰ্ম পরিত্যাগী ।
 নহেন সন্ন্যাসী তিনি নহেনও যোগী ॥
 কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ হে অৰ্জুন যাহাকে ।
 সন্ন্যাস বলেন যোগ বলিয়া তাহাকে ॥
 বিদিত হইবে তুমি কারণ যাহার ॥
 মন হৈতে ফলাকাঙ্ক্ষা বিবিধ প্রকার ।
 পরিত্যক্ত হয় নাই সম্যক প্রকারে ॥
 তিনি যোগী হইতে না পারেন সংসারে ॥
 কৰ্ম যোগে অরোহণ ইচ্ছুক মূনির ।
 নিকাম করম হয় কারণ সিদ্ধির ॥
 আর যোগে প্রতিষ্ঠিত সুধীর যোগীর ।
 মন সংযমই হেতু এ অবাস্থতির ॥

সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সাধক ।
 ইন্দ্রিয় বিষয়ে আর বিষয় প্রাপক ॥
 কৰ্ম সমুদয়ে যদা না হন আসক্ত ।
 তদা তিনি যোগারূঢ় বলি হন উক্ত ॥ ৪
 নিজেকে করিবে ত্রাণ নিজ বুদ্ধি দ্বারা ।
 যোগ্য নহে নিজাত্মাকে অবসন্ন করা ॥
 আত্মাই আত্মার বন্ধু রিপু ও আত্মার ।
 বুদ্ধি দিয়া চিন্তাজিত হইয়াছে ঋণ ॥
 তাহার চিন্তাই হয় সুহৃদ তাহার ।
 বুদ্ধি দিয়া চিন্তাজিত হয় নাই যার ॥
 তাহার অবাধ্য চিত্ত শত্রু তুল্য হয় ।
 সর্বদা চিন্তন করে ভোগ সমুদয় ॥ ৫-৬
 বশীভূত হইয়াছে ইন্দ্রিয় বাঁহার ।
 শ্রীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মানামান আর ॥

বিষয়ে যাহার চিত্ত চলিত না হয় ।
 পরমাত্মা এইরূপ প্রশান্ত হৃদয় ॥
 ব্যক্তির ধারণা যোগ্য থাকেন হইয়া ।
 আত্মভবজ্ঞান জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞান দিয়া ॥
 তৃপ্ত হইয়াছে অন্তঃ করণ যাহার ।
 ইন্দ্রিয় সমূহজিত চিত্তনির্বিকার ॥
 সুবর্ণ প্রসূর খণ্ডে মৃৎ পিণ্ডে আর ।
 উপভাত হইয়াছে সমবুদ্ধি য়ার ॥
 এরূপ যে যোগীবর তাঁকে ধনঞ্জয় ।
 যুক্ত বলি কবিগণ করেন নির্ণয় ॥ ৭
 হিতাকাঙ্ক্ষী শত্রু-মিত্র আর উদাসীন ।
 বন্ধুজন সাধু পাপী মধ্যস্থ দ্বেষিন্ ॥
 এই সকলের প্রতি সমবুদ্ধি য়ার ।
 তিনি শংসনীয় যোগী সম্মত আমার ॥

সর্বদা বিজন স্থানে একাকী থাকিয়া ।
 দেহ চিত্ত সংযমনে বাসনা তেজিয়া ॥
 পরিগ্রহ ত্যাগী যোগী স্বাত্মাকে সতত ।
 ধ্যান করিবেন পরমাত্মাতে মিলিত ॥ ১০
 প্রথম বিশুদ্ধ স্থানে কুণ তত্পর ।
 মৃগচক্ষু তত্পরি কামল *অম্বর ॥
 রাখিয়া অনতি উচ্চ নাতি নিম্ন স্থির ।
 আসন রচনা করি তাতে যোগী ধীর ॥
 বসিয়া একাগ্রমনে ইন্দ্রিয় নিচয় ।
 চিত্তের বহিস্থখিন্ বৃত্তি সমুদয় ॥
 নিরোধ করিয়া চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত ।
 হইবেন যোগাভ্যাসে নিয়ত প্রবৃত্ত ॥ ১১-১২
 প্রশান্ত চিত্ত ও সর্ব ভয় বিবর্জিত ।
 অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্যা ব্রতে হৈয়াস্থিত ॥

* অম্বর—চাদর, বসন ।

শরীর মস্তক গ্রীবা সমভাবে স্থির ।
 আসনে বসিয়া সেই পুরুষ সুধীর ॥
 নাসিকার অগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ।
 অপর কোনও দিকে দৃষ্টি না করিয়া ॥
 মৎপরায়ণ মন সংযম করিয়া ।
 করিবেন অবস্থান মদগত হইয়া ॥ ১৩-১৪
 সম্যক প্রকারে মন করি বশীভূত ।
 এইরূপ যোগাভ্যাস হইয়া নিরত ॥
 আত্মাকে মগ্নিষ্ঠ করি যোগী মহাজন ।
 নির্ব্বাণ নামক পরা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫
 অতিভোজী অনাহারী অতি জাগরণ ।
 অত্যন্ত নিদ্রালু ব্যক্তি যোগ আচরণ ॥
 করিলে তাহার যোগ সিদ্ধ না হইবে ।
 আমার এ বাক্য তুমি শ্রবণ রাখিবে ॥ ১৬

আহার বিহার ষাঁর নিয়ম অধীন ।
 কৰ্ম সবেৰও চেষ্টা ষাঁর সমীচীন ॥
 নিয়মিত ভাবে ষাঁর নিদ্রা জাগরণ ।
 তাঁহারই যোগ হয় দুঃখ বিনশন ॥ ১৭
 যখন সম্যক রূপে চিত্ত সমাহিত ।
 হৈয়া আত্ম স্বরূপেই হয় অবস্থিত ॥
 সৰ্ববিধ কাম স্পৃহা শূন্য সেইজন ।
 অভিহিত হন যোগী বলিয়া তখন ॥ ১৮
 আত্ম যোগাভ্যাসকারী সমাহিতমনা ।
 যোগীর চিত্তের পার্থ ইহাই তুলনা ॥
 যেমন পবন শূন্য স্থানে অবস্থিত ।
 দীপশিখা সমূহনা হয় বিচলিত ॥ ১৯
 এ দশায় যোগাভ্যাস দিয়া অধিরত ।
 যখন নিরুদ্ধচিত্ত হয় ঐউপরত ॥

ঐ উপরত—নিষ্ক্রিয় ।

তখন এ যোগীবর শুদ্ধ চিত্ত দিয়া ।
 আত্মাতে থাকেন তুষ্ট আত্মাকে দেখিয়া ॥১৮
 যেই অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয় অতীত ।
 মাত্র বুদ্ধি দিয়া গ্রাহ আনন্দ অমিত ॥
 অনুভব করেন ও স্থিতি যে দশাতে ।
 লাভ করি সেই আত্ম স্বরূপ হইতে ॥
 বিচলিত নাহি হন কোনও প্রকারে ।
 যে অবস্থা উপার্জন করিলে সংসারে ॥
 তদপেক্ষা অন্য কোন উপার্জন অতি ।
 মনে না করেন বোধ, যেদশায় স্থিতি ॥
 লভিয়া না হন মহা-দুঃখেও চালিত ।
 তাহাই বলিয়া যোগ হয় উদাহৃত ॥ ২১-২২
 হেন অবস্থায় চিত্ত বৃত্তি রোধ দিয়া ।
 দুঃখ সংযোগের যায় বিয়োগ হইয়া ॥

যোগ শব্দ বাচ্য হয় ঐ দুঃখ বিয়োগ ।
 অদুঃখিত চিত্ত অধ্যবসায়ে এ যোগ ॥
 কর্তব্য অভ্যাস করা হে কুস্তি তনয় ।
 মনের সঙ্কল্প জাত ইচ্ছা সমুদয় ॥
 সম্যক প্রকারে ত্যাগ করি মন দিয়া ॥
 ইন্দ্রিয় বিষয় হৈতে নিবৃত্ত করিয়া ।
 ধৈর্য্য যুক্ত বুদ্ধি দিয়া ধীরে ধীরে মন ।
 সম্যক করিবে রুদ্ধ নিরুদ্ধ *এমন ॥
 মনকে আত্মাত পরে নিহিত করিয়া ।
 স্থস্থির থাকিবে অন্ত দিছু না ভাবিয়া ॥ ২৩-২৫
 অস্থির চঞ্চল অতি মন স্বভাবতঃ ।
 যে সব বিষয়ে উহা হয় প্রধাবিত ॥
 সে সব বিষয় হৈতে উহাকে টানিয়া ।
 আনিয়া রাখিবে স্থির আত্মাতে করিয়া ॥ ২৬

* এমন—এরূপ ।

চিত্তের বিক্লেভ কর রজোগুণ বীত ।
 নিষ্পাপ প্রশান্ত চিত্ত পাতক রহিত ॥
 * ব্রহ্মভূত যোগীকেই হে কুন্তি তনয় ।
 উত্তম সমাধি স্থ করে সমাশ্রয় ॥ ২৭
 মনকে এক্রূপে সদা করি সমাহিত ।
 হওয়ার সম্যকরূপে পাতক রহিত ॥
 ব্রহ্ম অনুভব রূপ স্থ অতিশয় ।
 অর্জন করেন সেই যোগী মহাশয় ॥ ২৮
 সর্বত্র সমানদর্শী হইয়া এমতে ।
 আত্মাকে দেখেন যোগী সমুদয় ভূতে ॥
 আত্মাতে করিয়া সর্ব ভূতকে দর্শন ।
 থাকেন পরমানন্দে হইয়া মগন ॥ ২৯
 আমাকে দেখেন যিনি স্থিত সর্বভূতে ।
 সর্বভূত অবস্থিত দেখেন আত্মাতে ॥

* ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত ।

তাঁহার অদৃশ্য আমি হইনা কখন ।
 আমার অদৃশ্য কভু তিনিও না হন ॥ ৩০
 যে যোগী সমস্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া ।
 সর্বভূতে ভেদ জ্ঞান সম্যক তেজিয়া ॥
 সর্বভূতে স্থিত যুঝে ভজনা করেন ।
 সর্ব অবস্থায় তিনি আমাতে থাকেন ॥ ৩১
 সকলকে সুখ দুঃখ এ দুই বিষয়ে ।
 আত্ম তুলনায় যিনি থাকেন দেখিয়ে ॥
 সেই সমদর্শী যোগী ব্যক্তি সর্বোত্তম ।
 ইহাই আমার মত পাণ্ডব মধ্যম ॥ ৩২

শ্রীঅর্জুন উক্তি

তুমি যে সমতারূপ চাঞ্চল্য বিহীন ।
 শান্ত ভাবে অবস্থিত যোগ সনীতীন ॥
 শিক্ষা দিলে স্থির ভাবে আস্থিত ইহাতে ।

থাকার সম্ভব আমি ধারণা করিতে ॥
 পারিতেছি না হে কৃষ্ণ কেন না এ মন ॥
 সর্বদা চঞ্চল অতি হে মধুসূদন ॥ ৩৬
 ইন্দ্রিয় মর্দনকারী মন সুবিক্রমী
 চঞ্চল স্বভাব দৃঢ় মনে করি আমি ॥
 বায়ুকে নিগ্রহ করা অসম্ভব যথা
 মনকে দমন করা সুদুষ্কর তথা ॥ ৩৭
 কহিলেন ভগবান হে কুন্তি নন্দন!
 বড়ই কঠিন করা মনকে শাসন ॥
 মন যে চঞ্চল নাই সংশয় ইহাতে ।
 পরন্তু অভ্যাস ক্রমে করিতে করিতে ॥
 বিষয় বিতৃষ্ণা দিয়া মনকে নিশ্চর ।
 বশে আনা যায় নাই ইহাতে সংশয় ॥ ৩৮
 সম্যক প্রকারে চিন্তা বশে নাই যার ।

তাহার দুঃপ্রাপ্য যোগ সিদ্ধান্ত আমার ॥
 পরন্তু যতন শীল হইয়া সতত ।
 মনকে বিহিত পথে যিনি বশীভূত ॥
 করিতে পারিয়াছেন তিনি মহামতে ।
 যোগাবস্থা উপার্জন পারেন করিতে ॥ ৩৬
 কহিলেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণে সম্বোধিয়া ।
 প্রথম শ্রদ্ধায় যোগ আশ্রয় করিয়া ॥
 পরে যে পুরুষ যোগ বিষয়ে যতন ।
 না করার ফলে যার যোগ হৈতে মন ॥
 ভ্রষ্ট হৈয়া যিনি যোগ নিষ্পত্তি *অবাপ্ত ।
 হে কৃষ্ণ ! কিরূপ তিনি গতি হন প্রাপ্ত ॥ ৩৭
 যিনি ব্রহ্ম পাইবার যুক্তি যোগপথে ।
 হইয়া অকৃতকার্য মুক্তি হইতে ॥

* অবাপ্ত—অপ্রাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

৮৮

বঞ্চিত ও ত্যক্ত কাম্য করম বলিয়া ।
 স্বর্গাদি লাভেও তিনি বঞ্চিত হইয়া ॥
 সম্যক আশ্রয় শূন্য হইয়া তখন ।
 না হন নষ্ট কি ? ছিন্ন মেঘের মতন ॥ ও
 তুমিই সম্যক এই সংশয় আমার ।
 ছেদন করিতে যোগ্য তুমি বিনা আর ॥
 করিবে যে আমার এ সংশয় ছেদন ।
 দেখিতেনা পাই কৃষ্ণ মানব এমন ॥ ও
 কহিলেন কৃষ্ণ ইহ পরলোকে আর ।
 তাঁহার বিনাশ নাই, কোনও প্রকার ॥
 শুভ কর্মকারী কোন ব্যক্তি এ জগতে ।
 কভুও দুর্গতি প্রাপ্ত পারেনা হইতে ॥ ৪
 পুণ্য কর্মাব্যক্তিদের লোক সমুদয় ।
 পাইয়া তথায় বাস সুদীর্ঘ সময় ॥

অভ্যাস যোগ

৮৯

করিয়া নলোকে পরে যোগ ভ্রষ্টজন ।
 পবিত্র স্বভাব যুক্ত সম্পদ পূরণ ॥
 লোকের ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন ।
 কিস্বা জ্ঞানী যোগীদের *অন্বয়ে জন্মেন ॥
 মনুষ্য লোকে যে এই প্রকার জনম ।
 তাহাত দুর্লভ অতি হে কুরু সন্তম ! ॥
 পূর্ব জন্ম উপার্জিত ব্রহ্ম বিষয়িনী ॥
 বুদ্ধিকে হয়েন প্রাপ্ত ঐ জনমে তিনি ।
 আর পুনরায় সিদ্ধি পাওয়ার কারণ ॥
 করিয়া অধিকতর থাকেন যতন ॥ ৪১-৪৩
 পূর্ব জনমের যোগ অভ্যাস জনিত ।
 সমষ্কার দিয়া তিনি অবশ বশতঃ ॥
 পুনরায় যোগাভ্যাস থাকেন করিয়া ।

* অন্বয়—কুলে, বংশে ।

যোগের স্বরূপ মাত্র জিজ্ঞাস্য হইয়া ।
 মানব সকাম বেদ মার্গ অতিক্রম ।
 করি উর্দ্ধগতি লাভে হয়েন সক্ষম ॥
 যোগের স্বরূপ জ্ঞাত হৈয়া যিনি আর ।
 যোগাভ্যাস পরায়ণ কথা কি ? তাঁহার ॥
 পূর্ববক্ত যত্ন হৈতে অধিক যতন ।
 করিয়া নিষ্পাপ হৈয়া সেই যোগীজন ।
 অনেক জনমে সিদ্ধি অর্জন করিয়া ॥
 অনন্তর পরাগতি থাকেন পাইয়া ॥
 তপস্বী ও জ্ঞানীগণ কর্মিগণ হৈতে ।
 যোগ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি এ জগতে ॥
 প্রধান বলিয়া পার্থ মনে করি আমি ।
 হুতরাম্ যোগাভ্যাস রত হও তুমি ॥
 কিন্তু যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাশ্রিত ।

অভ্যাস যোগ

৯১

করেন আমার পূজা হইয়া মচ্ছিত্ত ॥
 সকল যোগীর মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম ।
 বালিয়া আমার মত পাণ্ডব মধ্যম ॥ ৪৭
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানু শাসনে ।
 অষ্টাঙ্গ যোগেরভ্যাস প্রণালী বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ ষষ্ঠক অধ্যায় ॥



জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ

সপ্তম অধ্যায়

কহিলেন কৃষ্ণ পার্থে করি সম্বোধন ।

আমাতে আসক্ত চিত্ত আমার শরণ ॥

লইয়া হইলে পার্থ যোগে প্রবর্তিত ।
 আমার স্বরূপ সর্ব বিভূতি মিলিত ॥
 নিঃসংশয়ে যে প্রকারে পারিবে জানিতে ।
 বলিতেছি তাহা তুমি শুন সমাহিতে ॥ ১
 বিজ্ঞানের সহ জ্ঞান মৎ বিষয়ক ।
 তোমাকে বলিব আমি এখন সম্যক ॥
 বিদিত হইলে উহা শ্রেয় মার্গে আর ।
 থাকিবেনা অবশিষ্ট কিছু জানিবার ॥ ২
 সহস্র লোকের মধ্যে কেহ ও কখন ।
 মৎ বিষয়ক সিদ্ধি লাভের কারণ ॥
 যতন করেন সেই যতন কারীর ।
 সহস্র সিদ্ধের মধ্যে কোনও ব্যক্তির ॥
 মৎ বিষয়ক জ্ঞান হইলে উদিত ।
 তত্ত্ব সহকারে হন আমাকে বিদিত ॥ ৩

ক্ষিতি জল তেজ বায়ু মন বুদ্ধি আর ।
 আকাশ ও অহঙ্কার প্রকৃতি আমার ॥
 ভিন্ন কৃত হইয়াছে এ অষ্ট প্রকারে ।
 অপরা প্রকৃতি মম ইহারা সংসারে ॥
 ইহা ভিন্ন জীবরূপা আমার অপর ।
 প্রকৃতি উত্তমা যাহা কর্তৃক স্থাবর ॥
 জঙ্গম আত্মক বিশ্ব রহিয়াছে ধৃত ।
 ইহাই প্রকৃতি পরা হইবে বিদিত ॥ ৪-৫
 এই পরা প্রকৃতি ও অপরা উভয় ।
 প্রকৃতি হইতে জাত ভূত সমুদয় ।
 চরাচর জগতের জন্ম ও প্রলয় ।
 স্থিতির কারণ আমি জানিবে বিজয় ! ॥ ৬
 আমা হৈতে কিছু নাই শ্রেষ্ঠ অতিশয় ।
 সূত্রে গাঁথা থাকে যথা মণি সমুদয় ॥

সেরূপ আঘাতে এই বিশ্ব সমুদয় ।
 গ্রথিত সম্যকরূপে আছে ধনঞ্জয় ॥ ৭
 চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা আমি রস আমি নীরে ।
 ওঁ কার সকল বেদে শব্দ ও অশ্বরে ॥
 আমিই পৌরষ হই মানবগণের ।
 পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ তেজ অনলের ॥
 আমিই জীবন পার্থ সমুদয় ভূতে ।
 তপস্বিগণের তপ স্বরূপ জগতে ॥ ৮-৯
 সকল ভূতের আমি বীজ সনাতন ।
 বুদ্ধিমান গণেরও বুদ্ধি বিমর্শন ॥
 আলোক স্বরূপ আমি তেজস্বিগণের ।
 কাম রাগ ত্যক্ত বল বলশালীদের ॥
 মানবগণের ধর্ম্ম কর্ম্মের বিরোধী ।
 কামনা আমিই হই হে অর্জুন সুধি ॥ ১০-১১

জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ

৯৫

শম দম আদি ভাব সমূহ সাত্ত্বিক ।
 হর্ষ দর্প লোভ আদি ভাব রাজসিক ॥
 তামসিক শোক মোহ আদি ভাব চয় ।
 আমা তৈতে জাত হয় এই সমুদয় ॥
 কিন্তু আমি সে সকলে নহি অবস্থিত ।
 সে সব আমাতে আছে হইবে বিদিত ॥ ১২
 এ তিন প্রকার গুণময়ী ভাব দিয়া ।
 রহিয়াছে সারা বিশ্ব মোহিত হইয়া ॥
 অতীত এ সকলের নিত্যানন্দময় ।
 আমাকে জানিতে কেহ নারে ধনঞ্জয় ॥ ১৩
 আমার ত্রিগুণী দৈবী মায়া সুদুস্তরা ।
 আমার শরণাগত হইয়া যাঁহারা ॥
 ভজনা করেন মাত্র তাঁরাই জগতে ।
 পারেন এ সুদুস্তরা মায়া এড়াইতে ॥ ১৪

পাপ কৰ্ম পরায়ণ বিবেক রহিত ।
 নরাধমগণ নায়া দিয়া জ্ঞান হত ॥
 হইয়া আত্মর ভাব প্রাপিত হওয়ার ।
 না হয় প্রবৃত্ত মম সেবায় পূজায় ॥ ১৫
 হে ভরত কুল শ্রেষ্ঠ পার্থ মহামনা ।
 করেন পুণ্যাত্মা যারা আমার ভজনা ॥
 তাঁহাদের মধ্যে হয় চতুর্থ প্রকার ।
 জিজ্ঞাসু অর্থার্থী আৰ্ত্ত তত্ত্বজ্ঞানী আর ॥ ১৬
 তন্মধ্যে আমাতে সদা চিন্ত সমাহিত ।
 আমাতে কেবল মাত্র ভক্তি সমন্বিত ॥
 জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আমি তাঁর প্রিয় অতিশয় ।
 তিনিও আমার অতি প্রিয় ধনঞ্জয় ॥ ১৭
 ইহারা সবেই বটে মহান্ উদার ।
 কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আত্ম স্বরূপ আমার ॥

যে হেতু মদগত চিন্তা জ্ঞানী মহাশয় ।
 পরাগতি আমাকেই করেন আশ্রয় ॥ ১৮
 অনেক জন্মের পরে জ্ঞানবান জন ।
 “সব বাস্তুদেব” জ্ঞান অর্জন এমন ॥
 করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন সুখময় ।
 এরূপ মহাত্মা ভবে দুর্লভ নিশ্চয় ॥ ১৯
 স্ত্রী পুত্র ধনমানাদি নানা কাম দিয়া ।
 গিয়াছে যাদের জ্ঞান দৃষ্টি নষ্ট হৈয়া ॥
 তাহারা কামনা সব দিয়া কলুষিত ।
 নিজ নিজ স্বভাবের হ’য়ে বশীভূত ॥
 অত্যাশ্রয় দেবতাদের পূজার্থ *নিগম ।
 দিয়া বিধি দত্ত আছে যে সব নিয়ম ॥
 সেই ব্রত আদি তারা করিয়া পালন ।
 থাকে অন্য দেবতার করিয়া অর্চন ॥ ২০

* নিগম—বেদ ।

ভক্তি যুক্ত হ'য়ে যে যে কামী ব্যক্তিগণ ।
 শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবের অর্চন ।
 করিতে বাসনা করে ঐ দেবের প্রতি ।
 তাহাদেরে দেই আমি অচলা ভকতি ॥ ২১ ॥
 ঐ দেবোপাসক মৎ বিহিত শ্রদ্ধায় ।
 সেই দেব মূর্তির অর্চনা করায় ॥
 সেই দেবদের পাশ হইতে প্রাপিত ।
 কাম্য বস্তু সব আমা দিয়াই বিহিত ॥ ২২ ॥
 কিন্তু সেই অল্প বুদ্ধি দেবতা উপাসি ।
 ব্যক্তিদের পূজা লব্ধ ফল সব নাশী ॥
 দেবোপাসিগণ দেব লোক প্রাপ্ত হন ।
 মম ভক্তগণ করে আমাকে অর্জন ॥ ২৩ ॥
 অল্প অল্প বুদ্ধি এই লোক সমুদয় ।
 সকলের পরেস্থিত আমার অক্ষয় ॥

সর্বোত্তম এ ভাবে নহে অবগত ।
 হৈলেও অব্যয় আমি ইন্দ্রিয় অতীত ॥
 প্রকাশিত সাধারণ লোকেই সমান ।
 আমাকে জন্মাদি যুক্ত করে অনুমান ॥ ২৪
 আমি যোগমায়াজ্ঞেয় থাকায় আবৃত ।
 সকলের নিকটে না হই প্রকাশিত ॥
 এই মূঢ় লোক সব জন্মাদি রহিত ।
 অক্ষয় আমাকে নারে হইতে বিদিত ॥ ২৫
 আমি ভূত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ।
 সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞাত আছি যথাযথ ॥
 আমাকে জানিতে কেহ নারে ভ্রমণে ।
 সৃষ্টিকালে স্কুলদেহ উৎপন্ন হইলে ॥
 রাগদ্বेष জাত সুখ দুঃখ আদি দিয়া ।
 প্রাণিগণ থাকে পার্থ মোহিত হইয়া ॥ ২৬-২৭

যাহাদের পাপরাশি পুণ্য কৰ্ম দিয়া ।
 গিয়াছে সম্যকরূপে বিনিষ্ট হইয়া ॥
 দ্বন্দ্ব মোহ বিনির্মুক্ত সেই সব জন ।
 করেন সুদৃঢ় ভাবে আমার ভজন ॥ ১ ॥
 যারা জন্ম মৃত্যু হৈতে মুক্তির কারণ ।
 আমাকে আশ্রয় করি করেন যতন ॥
 তাঁরা পর ব্রহ্মকেও অধ্যাত্ম বিষয় ।
 জানিতে পারেন আর কৰ্ম সমুদয় ॥ ২ ॥
 অধিভূত দৈব অধি যজ্ঞের সহিত ।
 আমাকে জানেন যেই ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ ॥
 তিনি অনুরক্ত চিত্ত হওয়ার আমাতে ।
 আমাকে মরণ কালে পারেন জানিতে ॥
 হইয়াও মৃত্যুকালে তিনি রিমুচ্ছিত ।
 আমাকে কোনও রূপে না হন বিস্মৃত ॥

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পর্বণি ॥
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 বিজ্ঞান সংযুক্ত জ্ঞান যোগ বিবরণে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পট্যানুবাদ সপ্তম অধ্যায় ॥

—

অক্ষর ব্রহ্ম যোগ

অষ্টম অধ্যায়

কহিলেন ধনঞ্জয় হে পুরুষ সার ।
 কি ব্রহ্ম ও ? অধ্যাত্ম কি কৰ্ম কিবা আর ॥
 অধিভূত অধিদৈব কাহাকে বা কহে ।
 চিন্তনীয় হন তিনি কি রূপে এ দেহে ॥
 অধি যজ্ঞ কি ও মৃত্যু কালে চিন্ত যত ।

ব্যক্তির। ক্রীড়ে হন তোমাকে বিদিত।
 কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ হে পার্থ বীরবর।
 তাহাই ব্রহ্ম যে বস্তু পরম অক্ষর ॥
 স্বভাবই উক্ত হয় অধ্যাত্ম বলিয়া।
 যজ্ঞ কৰ্ম্মকেই কৰ্ম্ম লইবে জানিয়া।
 দেহাদি বিনাশ যুক্ত বস্তু অধিভূত।
 ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যার অঙ্গ জাত ॥
 সেই পুরুষই অধি দৈব অভিহিত।
 আমি পরমাত্মা এই দেহে অবস্থিত ॥
 অধিযজ্ঞ, আমাকেই স্মরণ করিয়া।
 মৃত্যুকালে যান যিনি শরীর তেজিয়া ॥
 আমাতে অভিন্ন ভাবে যেই অবস্থিতি
 পাইয়া থাকেন তাহা সেই মহামতি ॥
 করিতে করিতে যিনি যে ভাব স্মরণ।

করেন অন্তীমকালে দেহ বিসর্জন ॥
 থাকায় তন্ময় চিত্ত সেই ভাব তিনি ।
 হইয়া থাকেন প্রাপ্ত সত্য এই বাণী ॥ ৬
 কাজেই আমাকে কর সর্বদা স্মরণ ।
 যুদ্ধ কর স্বধরম করিয়া পালন
 করিলে আমাতে মন বুদ্ধি সমর্পণ ।
 আমাকে পাইবে তুমি নিশ্চয় বচন ॥ ৭
 চিত্তকে বিষয়ে অন্ত যাইতে না দিয়া ।
 উহাকে অভ্যাস যোগে স্থস্থির করিয়া ॥
 করিতে করিতে ধ্যান প্রকাশ অনিত ।
 পর পুরুষকে তুমি হবে অধিগত ।
 সর্বভক্ত অনাদি সেই পুরুষ পরম ।
 সকল নিরন্তর সূক্ষ্ম হৈতে সূক্ষ্মতম ॥
 বিধাতা অচিন্ত্যরূপ ভাস্করের মত ।

সত্তত প্রকাশ মান প্রকৃতিরতীত ॥
 মনকে একাগ্র করি মরণের কালে ।
 হইয়া ভকতি যুক্ত যিনি যোগ বলে ॥
 প্রাণকে জয়গ মধ্যে করিয়া ধারণ ।
 তাঁহাকে অনবরত করেন স্মরণ ॥
 সেই দিব্য পুরুষকে তিনি প্রাপ্ত হন ।
 অক্ষর বলেন যাকে বেদ বেদিগণ ॥
 অনাসক্ত যোগিগণ যাঁতে প্রবেশিয়া ॥
 থাকেন পরমানন্দ অর্জন করিয়া ॥
 যাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ ।
 সাবধানে ব্রহ্মচর্য্য করেন পালন ॥
 আনি সেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তির উপায় ।
 বলিব সংক্ষেপে তুমি শুন কুরুরায় ॥ ৯-১১
 সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করিয়া ।

অনেক হৃদয় মাঝে নিরুদ্ধ করিয়া ॥ রাখিয়া
 প্রাণকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া ।
 আত্মন সমাধি যোগে আস্থিত হইয়া ॥
 ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর ওম্ উচ্চারণ ।
 করিতে করিতে মাত্র আমাকে স্মরণ ॥
 করিয়া যে ব্যক্তি দেহ তেজিয়া গমন ।
 করেন পরম পদ তিনি প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩
 হইয়া অনন্ত চিত্ত প্রত্যহ যেজন ।
 সতত করেন মনে আমাকে স্মরণ ॥
 সেই নিত্যযুক্ত যোগী ব্যক্তির নিশ্চয় ।
 অনায়াসে লভ্য আমি হই ধনঞ্জয় ॥ ১৪
 পূর্বোক্ত মন্তুভুগণ আমাকে পাইয়া ।
 অনিত্য দুঃখেরালয় সংসারে আসিয়া ॥
 না করেন পুনরায় জন্ম গ্রহণ ।

সে যোগী পরম সিদ্ধি করেন অর্জন ॥ ১০

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এ মর্ত্যলোক হৈতে ।

সব লোক পূর্বজন্ম পায় এ জগতে ॥

কিন্তু হে অর্জুন লোক আমাকে পাইয়া ।

আর না থাকেন জন্ম গ্রহণ করিয়া ॥ ১১

সহস্র চতুর্থ যুগ একাহ ব্রহ্মার ॥

সেই পরিমাণ এক রজনী তাঁহার ॥

যাঁহার সম্যকরূপে আছেন বিদিত ।

দিবস রজনী বেত্তা তাঁরাই প্রকৃত ॥ ১২

ব্রহ্মার দিবসাগমে প্রকৃতি হইতে ।

সব ব্যক্ত বস্তু হয় উদ্ভব জগতে ॥

আগত হইলে আর আর রজনী সময় ॥

মূল প্রকৃতিতে সব লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩

হে অর্জুন মুক্ত জন্ম করিয়া গ্রহণ ।

ব্রহ্মার আসিলে রাত্রি এই প্রাণিগণ ॥
 লয় প্রাপ্ত হয় আর দিবস আগত ।
 হইলে অবশ্য তাবে হয় প্রাছুভূত ॥ ১৯
 কিন্তু সেই প্রকৃতির অতীত পুরাণ ।
 যে সু সূক্ষ্ম বস্তু আছে তাহা দৃশ্যমান ॥
 সমুদয় ভূত নষ্ট হইলেও পার্থ ।
 না হয় বিনষ্ট কভু বচন যথার্থ ॥ ২০
 অব্যক্ত অক্ষর নামে যাহা উক্ত হয় ।
 ঈকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে বেদ সমুদয় ॥
 ফিরিতে না হয় যাহা পাইলে আবার ।
 অভয় পরম পদ তাহাই আমার ॥ ২১
 করিতেছে অবস্থিতি যাতে ভূত চয় ।
 ষাঁহা দিয়া ব্যাপ্ত এই বিশ্ব সমুদয় ॥
 সেই পর পুরুষক ভক্তি অনুপ্রাণ

দিয়া জনগণ থাকে অর্জন করিয়া ॥ ২২
 যে কালে করিলে যাত্রা যোগী ব্যক্তিগণ
 পুনরায় সংসারে না জন্ম প্রাপ্ত হন ॥
 যে কালে করিলে যাত্রা পূর্নজন্ম হয় ।
 বলিতেছি তাহা তুমি শুন ধনঞ্জয় ॥ ২৩
 অগ্নিজ্যোতি দিন শুরু পক্ষোত্তরায়ণ ।
 ছয় মাস এইকালে করিয়া গমন ।
 ব্রহ্ম উপাসকগণ ব্রহ্মকে পাইয়া ॥
 না থাকেন আর জন্ম গ্রহণ করিয়া ॥ ২৪
 ধুমরাত্রি কৃষ্ণ পক্ষ দক্ষিণ অয়ন ।
 ছয় মাস এইকালে করিয়া গমন ॥
 কশ্মিরগণ স্বর্গলোক পাইয়া তথায় ।
 ভোগান্তে সংসার প্রাপ্ত হয় পুনরায় ॥ ২৫
 ধবল প্রকাশ ময় কৃষ্ণ ভমোময় ।

অনাদি বলিয়া খ্যাত এই মার্গ দ্বয় ।
 একটি কর্তৃক হয় মোক্ষ উপগম ।
 অপরটি দিয়া হয় জগতে জনম ॥ ২৬

হে পার্থ এ মার্গ দ্বয় হইয়া বিদিত ।
 যোগিগণ কখনও না হন মোহিত ॥
 যোগযুক্ত হও তুবি কাজেই সতত ।
 পরম ঈশ্বরে চিন্ত কর সমাহিত ॥ ২৭

বেদাভ্যাস যজ্ঞে তপে দানাদি করমে ।
 যে সকল ফল আছে নির্দিষ্ট *নিগমে ॥
 এ তত্ত্ব জানিয়া এই সব এড়াইয়া ।
 শ্রেষ্ঠ আত্ম স্থান যোগী থাকেন পাইয়া ॥ ২৮
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পবর্ণি ॥

* নিগমে—বেদে ।

বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 শ্রীঅক্ষর ব্রহ্ম যোগ রহস্য বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পঞ্চানুবাদ সপ্তম অধ্যায় ॥

—

রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্য যোগ নবম অধ্যায়

কহিলেন ভগবান হে সব্য সাচিন্ !
 অমূয়া শূন্য ও তুমি দোষ দৃষ্টি হীন ॥
 এ জ্ঞান তোমাকে আমি বিজ্ঞানের সনে ।
 এই গোপনীয় জ্ঞান বলিব এখানে ॥
 সম্যক প্রকারে ইহা বিদিত হইয়া ।
 অমঙ্গল সব তুমি যাবে এড়াইয়া ॥

সু গুহ বিজার রাজা ইহা সর্বোত্তম ।
 প্রত্যক্ষ *নিষ্পত্তি প্রদ পথিত্র পরম ॥
 সুখ সাধ্য আর ফল দায়ক অক্ষয় ।
 প্রত্যক্ষ বুঝিতে তুমি পারিবে নিশ্চয় ॥ ২
 এই ধরমের প্রতি শ্রদ্ধাহীন জন ।
 আমাকে না পেয়ে করে সংসারে গমন ॥ ৩
 করিয়া সু সূক্ষ্মরূপে সদা অবস্থান ।
 জগত ব্যাপিয়া আমি আছি বিজ্ঞমান ॥
 আস্থিত সমস্ত ভূত আমাতে সতত ।
 সেই সমুদয়ে আমি নহি অবস্থিত ॥ ৪
 তুমি মন চতুরতা দেখ ধনঞ্জয় ।
 আস্থিত আমাতে নহে এই ভূতচয় ॥
 মমাত্মা ভূত ধারক জগত ভাবন ।
 ভূত মধ্যে স্থিত নহে নিশ্চয় বচন ॥ ৫

* নিষ্পত্তিপ্রদ—ফলপ্রদ ।

সর্বত্র গমনশীল মহান পবন ।
 নভে অবস্থিত যথা তথা ভূতগণ ॥
 আনাতে আস্থিত ইহা জানিও নিশ্চয় ।
 হে পার্থ কল্পাবসানে ভূত সমুদয় ॥
 মম প্রকৃতিতে যায় বিলীন হইয়া ।
 থাকি আমি এইসব কল্পাঞ্চে সৃজিয়া ॥ ৬
 আমি স্বীয় প্রকৃতিতে করি অধিষ্ঠান ।
 স্বভাব প্রাক্তন কর্মে আবৃত অজ্ঞান ।
 আস্থিত অবশ ভাবে এই ভূত দেরে ।
 পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি থাকি করিয়া সংসারে ॥
 পরন্তু আনাকে সেই কর্ম সমুদয় ।
 আবদ্ধ করিতে নাহি পারে ধনঞ্জয় ॥
 আমি অনাসক্ত সেই কর্ম সমুদয়ে ।
 থাকি আমি উদাসীন সকল সনয়ে ॥

হে পার্থ প্রকৃতি মম অধিষ্ঠান দিয়া ।
 চরাচর বিশ্ব থাকে প্রসব করিয়া ॥
 তজ্জন্ম জগত জাত হয় নিরন্তর ।
 অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব ভূত মহেশ্বর ॥
 আমার পরম ভাব জ্ঞাত না হইয়া ।
 আমাকে অবজ্ঞা করে মনুষ্য বলিয়া ॥ ১০-১১
 অজ্ঞ বুদ্ধি ভ্রষ্ট এই ব্যক্তি সমুদয় ।
 রাজসি তামসি ভাব করিয়া আশ্রয় ॥
 আমাকে অবজ্ঞা করে ঐ সব ব্যক্তির ।
 ঐকাম, কর্শ, জ্ঞান ব্যর্থ চিন্ত ও অস্থির ॥ ১২
 নাস্তিকী স্বভাব প্রাপ্ত কিন্তু সাধুগণ ।
 চরাচর ভূতদের আদিম কারণ ॥
 আমাকে অক্ষয় রূপ বিদিত হইয়া ।
 থাকেন অনন্ত চিতে ভজনা করিয়া ॥ ১৩

ঐ কাম—কামনা ।

যত্নশীল *দৃঢ়বতী সেই সাধুগণ ।
 করিয়া ভকতি ভাবে আমার কীর্তন ॥
 আমাকে প্রণাম নিত্য করিয়া বন্দনা ।
 করেন সংযত চিতে মম আরাধনা । ১৪
 কেহ গীতা ভাগবত অধ্যায়ন দিয়া ।
 জ্ঞান বস্ত্রে মম পূজা থাকেন করিয়া ॥
 কেহ বা অভেদ ভাবে, কোন কোন জন ।
 করেন দাস্তাদি ভাবে আমার ভজন ॥
 কেহ কেহ সর্বময় সর্ববান্ধা জানিয়া ।
 নানা দেবরূপে থাকে আমাকে ভজিয়া ॥ ১৫
 আমি ক্রহু, যজ্ঞ, স্বধা, মন্ত্র, হব্যশন ।
 ঔষধ হোমীয় ঘৃত আমিই হবন ॥ ১৬

* দৃঢ়বতী—ব্রহ্মচর্য্য শম দম নিয়ম পালনে
 অচল ।

আমি এই জগতের জন্মদাতা পিতা ।
 পিতামহ মাতা আমি নিয়ন্তা বিধাতা ॥
 আমি জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম বাচক ওঙ্কার ।
 সুপবিত্র ঋক সাম যজুর্বেদ আর ॥ ১৭
 আমি গতি, ভর্তা, প্রভু, সংহর্তা আধার ।
 শুভাশুভ দ্রষ্টা আমি স্থিতি স্থান আর ॥
 রক্ষক সূহৃদ শ্রষ্টা আমি লয় স্থান ।
 আমি অবিনাশী বীজ রূপ ঐ অণীয়ান ॥ ১৮
 আমিই তপনরূপে তাপ দান করি ।
 পৃথিবী হইতে করি আকর্ষণ বারি ॥
 পুনরায় করি আমি সলিল বর্ষণ ।
 আমিই জীবের মৃত্যু জীবের জীবন ॥
 হে অর্জুন আমি আত্মা অব্যক্ত অক্ষর ।
 আমি এই দৃশ্যমান জগত নশ্বর ॥ ১৯

ঐ অণীয়ান—সূক্ষ্মতম, অতিসূক্ষ্ম ।

যাজ্ঞিক সকল স্বর্গ করিয়া কামনা ।
 ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞে মন করেন অর্চনা ॥
 যজ্ঞান্তে করিয়া পুণ্য সোমরস পান ।
 নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে করেন প্রস্থান ॥
 আর তথা দেবদের দিব্য ভোগ চয় ।
 তাঁহারা করেন ভোগ সুখে অভিযয় ॥ ২০
 এই কস্মিগণ তাঁহা দিগের বাঞ্ছিত ।
 বিস্তৃত স্বর্গীয় ভোগ সুখ অবিরত ॥
 করিয়া স্মৃতি সব হইলে নিঃশেষ ।
 মর্ত্যলোকে পুনরায় করিয়া প্রবেশ ॥
 ত্রিবেদোক্ত কৰ্ম্ম সব করি আচরণ ।
 বাতাযাত করেন ঐ ভোগ কামিগণ ॥ ২১
 যাঁহারা আমার চিন্তা করিতে করিতে ।
 করেন আমার পূজা সমাহিত চিতে ॥

নিভাযুক্ত আনাতে তাঁ দিগের তখন ।
 যোগ ক্ষেম থাকি আমি করিয়া বহন ॥ ২২
 শ্রদ্ধিত হইয়া যাঁরা অন্য দেবতার ।
 অর্চনা থাকেন করি তারাও আমার ॥
 অর্চনা করেন কিন্তু অবিধি পূর্বক ।
 জানেনা তারা যে আমি সর্ব দেবতাক ॥ ২৩
 সকল যজ্ঞের বলি ভোজা আমি স্মৃষ্টি
 অন্য দেবতার পূজা করিলেও আমি ॥
 সেই দেবরূপে থাকি করিয়া গ্রহণ ।
 আমার এ তত্ত্ব সেই অজ্ঞ জনগণ ॥
 জানেনা বলিয়া তাহা হে কুস্তি নন্দন ।
 এ সংসারে করে সদা গমনা গমন ॥ ২৪
 দেবতা পূজকগণ দেবে প্রাপ্ত হন ।
 পিতৃগণ প্রাপ্ত হন পিতৃ যাতিগণ ॥

* যাতিগণ—যজনাধারী ।

ভূতগণে প্রাপ্ত হন #ভূত যাজিগণ ।
 আমাকে মদযাজিগণ করেন অর্জুন ॥২০
 পত্র পুষ্প ফলজল আমাকে যেজন ।
 শ্রদ্ধায় যা কিছু অন্ন করেন অর্পণ ॥
 শুদ্ধ চিত্ত ভকতের সেই ভক্তি দ্বৈত ৷
 উপহার থাকি আমি গ্রহণ করিয়া ॥২১
 তুমি যাহা কিছু কর যা কিছু ভোজন ।
 যাত্রা কিছু দান কর যা কিছু হবন ॥
 যাহা কিছু তপ কর সেই সমুদয় ॥
 আমাকে করিও আগে অর্পণ বিজয় ॥২২
 এইরূপ সর্ব কৰ্ম আমাতে অর্পণ ।
 করিলে অশুভ শুভ করম বন্ধন ॥
 হইতে বিমুক্ত হবে আমাতে করম ।
 সমর্পণরূপ যোগ তুমি নরোত্তম ॥

আশ্রয় করিয়া কৰ্ম বন্ধন হইতে ।
 মুক্ত হৈয়া পারিবে হে আমাকে পাইতে ॥ ২৮
 সমাভাবাপন্ন আমি সমুদর ভূতে ।
 কাহাকেও দ্বেষ আমি করিনা ভগতে ॥
 আমার প্রিয়ও কেহ নাই ধনঞ্জয় ।
 পরন্তু আমাকে ধারা প্রেমে অতিশয় ॥
 ভজনা করেন তাঁরা থাকেন আমাতে ।
 আমিও তাঁদের মধ্যে থাকি ভক্ত হিতে ॥ ২৯
 হইয়া অনন্ত চিত্ত অতি ছুরাচার ।
 মনুষ্যও করে যদি ভজন আমার ॥
 করিবে তাহাকে সাধু বলিয়া নির্দার ।
 যে হেতু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে তার ॥ ৩০
 সেই ব্যক্তি অবিলম্বে ধরমাশ্রয় হয় ।
 স্থায়ী শান্তি লাভ করে বচন নিশ্চয় ॥

মম ভক্ত নাশ প্রাপ্ত কভুওনা হয় ।
 নিশ্চয় জানিও ইহা তুমি ধনঞ্জয় ॥ ৩০
 হে পার্থ শ্রী বৈশ্য শূদ্র যে সকল জন ॥
 জনম করেন পাপ যোনিতে গ্রহণ ॥
 তাহারাও যদি লয় আমার শরণ ।
 তবে আশু পরাগতি করে উপার্জন ॥ ৩১
 পুণ্যাশ্রা ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজস্ববিগণ ।
 করিবেন পরাগতি সুখে যে অর্জন ॥
 তাহাতে বক্তব্য পারে কি হইতে আর ।
 সুতরাং এ দুঃখময় অনিত্য সংসার ।
 পাইয়া প্রবৃত্ত হও আমার ভজনে ॥
 হইয়া মদগত চিত্ত তুমি সাবধানে ।
 মদুভক্ত হইয়া কর ভজন আমার ॥

রাজ বিদ্যা রাজ গুহ যোগ

১১

মনকে আমাতে যুক্ত করিলে এভাবে ।
 অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । ৩৩-৩৪
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বণি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানু শাসনে ।
 রাজ বিদ্যা রাজ গুহ যোগ বিবরণে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ নবম অধ্যায় ॥

—সংস্কৃত—

বিভূতি যোগ

দশম অধ্যায়

কহিলেন কৃষ্ণ তুমি আমার বচনে ।

শ্রীতি লাভ করিয়াছ, তোমার কল্যাণে ।

বলিতেছি পুনরায় উৎকৃষ্ট বচন ।
 কর তাহা মহাবাহো সংযতে শ্রবণ ।
 ব্রহ্মা ও শঙ্কর আদি দেব সমুদয় ।
 ঋষিগণ যম উৎ পত্তির বিষয় ॥
 কেহই জানিতেনারে কেননা সম্ভব ! ।
 ঋষি দেবদের আমি কারণ প্রথম ॥
 সকললোকের পরি চালক ঈশ্বর ।
 জন্ম নাই মম কেহ নাই পূর্ববতর ॥
 এরূপ আমাকে যিনি আছেন বিদিত ।
 মোহ ত্যজি তিনি হন পাতক রহিত ॥
 ক্ষমা, সত্য, শম, দম, বুদ্ধি যশ জ্ঞান ।
 অহিংসা অভয় মোহ শূন্যতা ও দান ॥
 সন্তোষ, সমতা, সুখ, দুঃখ, তপ, ভয় ।
 অযশ ও চরা যত এই সামুদয় ॥

ভিন্ন ভিন্ন ভাব জীব গণের বিজয় ।।
 আনা হৈতে জাত হয় জানিবে নিশ্চয় ॥ ৪-৫
 নরীচি ও ভৃগু আদি মহর্ষি সপ্তম ।
 তাঁহাদের পূর্বজাত চৌ খিষি সত্তম ॥
 সনক প্রভৃতি মনু চতুর্দশ আর ।
 সঙ্কল্প হইতে জাত তাঁহারা আমার ॥
 তাঁদের ঐশ্বর্য্য বল আমার মতন ।
 তাঁহাদিগ হৈতে জাত এই প্রজাগণ ॥ ৬
 এ সৃষ্টি বিষয়ে মম নৈপুণ্য এমন ।
 সম্যক বিভূতি যোগ জানেন যেজন ॥
 তিনি ধ্যান যোগে মন সুস্থির করিয়া ।
 সর্বদা আমাতে যুক্ত থাকেন হইয়া ॥ ৭
 আমি এই জগতের উৎপত্তি কারণ ।
 আমা দিয়া হইতেছে চালিত ভুবন ॥

জানিয়া আমাতে শ্রীতি সম্পন্ন হইয়া ।
 আমাকেই জ্ঞানিগণ থাকেন ভজিয়া ॥
 আমাতে চিত্ত ও প্রাণ নিবিষ্টি করিয়া ।
 তাঁহারা আমার গুণ সংকীৰ্ত্তন দিয়া ॥
 আমার স্বরূপ এক ব্যক্তি অপরকে ।
 বুঝাইয়া প্রবোধিত করি ইহলোকে ॥
 পরম সন্তোষানন্দ থাকেন পাইয়া ।
 এরূপে সতত যুক্ত আমাতে থাকিয়া ॥
 শ্রীতিতে ভজনাকারী ব্যক্তিদের প্রতি ।
 প্রকাশ করিয়া আমি অনুগ্রহ অতি ॥
 এইরূপ জ্ঞান থাকি দিয়া তাঁহাদেরে ।
 যদ্বারা আমাকে তাঁরা পাবেন অচিরে ॥২৭
 তাঁদেরে বিশেষ কৃপা করিয়া তখন ।
 স্বজন বলিয়া আমি করিয়া গ্রহণ ॥

বিজ্ঞান প্রদীপ দিয়া বহুল প্রকাশ ।
 অজ্ঞানান্ধকার করি তাঁহাদের নাশ ॥ ১১
 কহিলেন অর্জুন হে যাদব সত্তম ।
 তুমিই পরম ব্রহ্ম আশ্রয় পরম ॥
 স্বয়ম প্রকাশ নিত্য পুরুষ তোমাকে ।
 আদি দেব অজ বিভু বলিয়া ত্রিলোকে ॥
 মহামুনি বেদব্যাস অসিত দেবল ।
 নারদ প্রভৃতি ঋষি অপর সকল ॥
 থাকেন বর্ণনা করি আমার সদন ।
 নিজেও ত এই রূপ করিলে বর্ণন ॥ ১৩-১৩
 আমাকে যে সব কথা তুমি হে কেশব ।
 কহিলে বলিয়া সত্য আমি সেই সব ॥
 মনে করি যে কারণ দেবতা দানব ।
 কেহনা জানিতে পারে তোমার প্রভব ॥ ১৪

দেবদেব ! হে ভূপতে ! হে ভূত ভাবন !
 হে পুরুষোত্তম তুমি আপনি আপনি ॥
 জ্ঞানে আপনাকে জান ভূতেশ তোমার ।
 স্বরূপ জানিতে নারে অন্য কেহ আর ॥ ১২ ॥
 যে সব বিভূতি দিরা তুমি লোক সব ।
 রহিয়াছ ব্যাপিয়া সে সমস্ত কেশব ॥
 বলিতে তুমিই যোগ্য কেবল ত্রিলোকে ।
 সেই সব দিব্য আশ্রয় বিভূতি আমাদের ॥
 বিস্তার করিয়া বল করিতে শ্রবণ ।
 বড়ই উৎসুক যুক্ত হইতেছে মন ॥ ১৩ ॥
 করিলে সর্বদা চিন্তা আবি যে প্রকারে ।
 তোমাকে হইতে জ্ঞাত পারিব অচিরে ॥
 কোন্ কোন্ দ্রব্যে চিন্তা আমি রাত্রি দিন ।
 করিব তা উপদেশ করহে যোগিন্ ! ॥ ১৪ ॥

তোমার বিভূতি সর করিয়া বিস্তার।
 যৌগিক শক্তি ও বল আমাকে আবার ॥
 শুনিয়া অমৃতময় তোমার বচন।
 তৃপ্ত হ'তে পারি নাই আমি জনার্দন ॥ ১৮
 কহিলেন ভগবান হে কৌরব সার !
 প্রসন্ন হ'রেছি আমি এ প্রশ্নে তোমার ॥
 সমূহের মধ্যে নম দিব্য বিভূতির।
 যে সব প্রধান আমি তাহা করি স্থির ॥
 বলিতেছি অন্ত নাই ভূতির আমার।
 বলিয়া হবেনা করা করিয়া বিস্তার ॥ ১৯
 আমি হৃদয়স্থ আত্মা প্রাণী সকলের।
 আমি আদি অন্ত মধ্য এই জগতের ॥ ২০
 দ্বাদশ আদিত্য আমি বিষ্ণুনাগাদিত্য।
 মরীচি মরুৎ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ *জাত্য ॥

* জাত্য—কুলিন, শ্রেষ্ঠ।

জ্যোতি বস্তু মধ্যে আমি সূর্য্য প্রভাকর ।
 নক্ষত্র গণের মধ্যে আমি রাকেশ্বর ॥ ২১ ॥
 চতুর্বেদে আমি সাম প্রধান ঋনিগম ।
 দেবদের মধ্যে আমি ইন্দ্র দেবোত্তম ॥
 ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন আমি মহামনা !
 আমি ভূত সমূহের আশ্রয় চেতনা ॥ ২২ ॥
 ঋতুদের মধ্যে আমি শঙ্কর ভূতেশ ।
 যক্ষ রক্ষ মধ্যে আমি কুবের ধনেশ ॥
 অষ্টম বস্তুর মধ্যে আমি ত্রীপাবক ।
 গিরি মধ্যে আমি গিরি সূমেরু নামক । ২৩ ॥
 পুরোহিত মধ্যে আমি বৃহস্পতি ঐশ্বের ॥
 সেনানিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় ॥
 স্থির জলাশয় মধ্যে আমি পারাবার ।
 মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু আমি আর ॥

ঐশ্বের—শ্রেষ্ঠ ।

ঔকার শব্দের মধ্যে আমি একাক্ষর ।
 জপ যজ্ঞ আমি যজ্ঞ সবার ভিতর ॥
 স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ।
 বৃক্ষদের মধ্যে আমি অশ্বথ বিজয় । ॥
 মারুত দেবর্ষি মধ্যে আমি ভক্তাগ্রণী ।
 সিদ্ধদের মধ্যে আমি শ্রীকপিলমুনি ॥
 গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ ।
 হস্তীদের মধ্যে আমি হাতী ঐরাবত ॥
 অশ্বদের মধ্যে আমি উচৈঃশ্রবা হয় ।
 নৃগণের মধ্যে আমি রাজা ধনঞ্জয় ।
 খেতু সমূহের মধ্যে কামখেতু আমি ॥
 অস্ত্র মধ্যে বজ্র আমি জনিবে হে তুমি ॥
 সন্তান জনক কাম স্বরূপ আমার ।
 বায়ুকী সর্পের মধ্যে আমি সর্পসার ॥ ২৪-২৮

নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত নাগেশ ।
 জলচর মধ্যে আমি বরুণ জলেশ ॥
 পিতৃদের মধ্যে আমি অর্থানা উত্তম ।
 নিয়ন্তাগণের মধ্যে হই আমি যম ।
 দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ ক্রীমান ।
 সংখ্যাকারী মধ্যে আমি কাল বদবান ॥
 পক্ষু সমূহের মধ্যে আমিই কেশরী ।
 গরুড় পক্ষীর মধ্যে আমি সর্পাহারী ॥ ৩০
 শস্ত্রীদের মধ্যে আমি রাম দাশরথী ।
 বেগগামীদের মধ্যে বায়ু বেগবতী ॥
 জলজন্তুদের মধ্যে আমিই মকর ।
 নদীদের মধ্যে আমি গঙ্গা পাপ হর ॥ ৩১
 বিছা সমূহের মধ্যে আমি *আত্মজ্ঞান ।
 সৃষ্ট পদার্থের আমি আত্মস্ববসান ॥

* আত্মজ্ঞান—আত্মবিজ্ঞান ।

বিভূতি যোগ

১৩১

ত্রায়োক্ত *জন্ম ও ঐবাদ *বিতণ্ডা নামক ।
 বিচার ত্রিনধ্যে আমি বাদ-নির্ণায়ক ॥ ৩২
 আমি বর্ণ সমূহের তিতরে অকার ।
 সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসানি আর ॥
 আমিই অক্ষয়কাল, আমি ফলদাতা ।
 সর্বদিকে মুখ যুক্ত দর্শক বিধাতা ॥ ৩৩
 ভবিষ্যত প্রাণীদের আমি জন্ম স্থান ।
 আমি সর্ব সংহারক মৃত্যু বলবান ॥

* জন্ম—পর মত খণ্ডন পূর্বক স্বমত স্থাপন ।

ঐ বাদ—পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত
 বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচার, যথার্থ
 বিচার । * বিতণ্ডা—বিতর্ক, মিথ্যা বিচার, স্ব-
 মত যাবস্থাপন হউক বা না হউক কেবল পর মত
 ঐণার্থ বাগাড়ম্বর ।

মেধা, স্মৃতি, ধৃতি, ক্রমা, শ্রী, বাক, কীরতি
 এই শ্রেষ্ঠা নারিগণ আনার বিভূতি ॥ ৩৪
 সামোক্ত মন্ত্ৰের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম ।
 ছন্দ মধ্যে আমি ছন্দ শ্রীগায়ত্রী নাম ॥
 মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ আমি মাস বর ।
 ছুখাতুর মধ্যে আমি শ্রীকুমার ॥ ৩৫
 বঞ্চকগণের মধ্যে আমি ক্রীড়া দ্যুত ।
 তেজস্বিগণের আমি তেজস অদ্ভুত ॥
 বিজয়ী ব্যক্তির জয় আমি উদ্যোগীর ।
 উদ্যম ও সত্ত্বগুণ সঙ্গিক ব্যক্তির ॥ ৩৬
 বুদ্ধিদের মধ্যে আমি বাসুদেব জ্ঞানী ।
 মুনি সমূহের মধ্যে আমি ব্যাস মুনি ॥
 কবিদের মধ্যে আমি কবি *শ্রীউশনা ।
 পাণ্ডুর মধ্যে আমি জিষ্ণু মহামনা ॥ ৩৭

* শ্রীউশনা—শুক্ৰাচার্য ।

বিভূতি যোগ

১৩৩

শাসকগণের আমি দণ্ড ধনঞ্জয় ।
 জয়েচ্ছুগণের আমি *নীতি চতুষ্টয় ॥
 গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে মৌন আমি ।
 জ্ঞানীদের জ্ঞান আমি জানিবে হে তুমি ॥ ৩৮
 সকল ভূতের আমি জন্মের *নিদান ।
 যাহা কিছু চরাচর বস্তু বিদ্যমান ॥
 আছে এ জগতে আমি সেই সমুদয় ।
 আমি ভিন্ন অন্য কিছু নাই ধনঞ্জয় ॥ ৩৯
 অন্ত নাই দিব্যভূতি সবার আমার ।
 আমি যে বিভূতি সব করিয়া বিস্তার ॥
 করিলাম বিবরণ তাহা ধনঞ্জয় ।
 সংক্ষেপে হইল বলা জ্ঞানিও নিশ্চয় ॥ ৪০

*নীতি চতুষ্টয়—সাম, দান, দণ্ড, ভেদ চারি
 কার রাজনীতি । নিদান—মূলকারণ ।

ঐশ্বর্য যুক্ত ও শোভা সম্পাদে উজ্জ্বল ।
 প্রভাব ও গুণযুক্ত বস্তু যে সকল ॥
 এই পৃথিবীতে আছে সেই সমুদয় ।
 মম শক্তি অংশ জাত জানিবে নিশ্চয় ॥ ৪
 অধিক করিয়া এই সব জানিবার ।
 প্রয়োজন কি আছে হে অর্জুন তোমার ।
 বিশ্বকে আমার এক অংশ মাত্র দিয়া ।
 অবস্থিত আছি আমি ধারণ করিয়া ॥ ৫
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পর্বনি ॥
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 ভগদ্বিভূতি যোগ সংক্ষেপে বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পত্নানুবাদ দশম অধ্যায় ॥

বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

একাদশ অধ্যায়

কহিলেন ধনঞ্জয় অধ্যাত্ম নামক ।
 অতি গোপনীয় আত্ম তত্ত্ব বিময়ক ॥
 কথা সমুদয় তুমি করুণা করিয়া ।
 আমাকে যে বলিলে হে কৃষ্ণ উহা দিয়া ॥
 “আমি হস্তা উরানাশ হবে আমা দিয়া ।”
 এরূপ মূর্থতা মম গিয়াছে চলিয়া ॥ ১
 হে কমল দল নেত্র ভগত নিবাস ।
 তোমা হ’তে প্রাণীদের উৎপত্তি বিনাশ ॥
 হয় যেরূপেও তব মাহাত্ম্য অঙ্কয় ॥
 শুনিয়াছি সবিস্তারে এ গুহ্য বিবয় ॥ ২
 হে কৃষ্ণ নিজেকে তুমি যেরূপ বর্ণন ।
 করিলে স্বরূপ তব সত্যই তেমন ॥

কিন্তু হে পুরুষোত্তম ! ঐ স্বরূপ তব ।
 দেখিতে বাসনা আমি করিতেছি অব ॥ ৩
 দেখিতে তোমার এই রূপ আমি যদি ।
 যোগ্য বলি মনে কর তবে ঐ অনাদি ॥
 অবিনাশী তব নিজ স্বরূপ দর্শন ।
 আমাকে করাও প্রভো এই নিবেদন ॥ ৪
 কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ হে পার্থ মহামনা ।
 মম অলৌকিক নানা প্রকারের নানা ॥
 বর্ণের আকৃতি যুক্ত সহস্র ও শত ।
 নানা রূপ দেখ তুনি হইয়া সংযত ॥ ৫
 দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ।
 অষ্টম বসুও দ্বয় অশ্বিনী কুমার ॥
 বায়ু উন পঞ্চাশৎ এ সব আগাতে ।
 তুমি যাহা পাও নাই কভুও দেখিতে ॥

বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

১৩৭

এমন আশ্চর্য্য বহু বিধ বস্তু সব ।
 সাক্ষাৎ দর্শন কর ভারত পুঙ্গব ॥ ৬
 হে অর্জুন জিতনিদ্র এ দেহে আমার ।
 এক সঙ্গে স্থিত এই সমগ্র সংসার ॥
 যাহা কিছু ইচ্ছা হয় দেখিতে অপর ।
 কর তাহা অদ্ব তুমি নয়ন গোচর ॥ ৭
 তোমার নিজের কিন্তু এই নর অঁথে ।
 সমর্থ হবে না তুমি দেখিতে আমাকে ॥
 দিতেছি তোমার দিব্য করিয়া নয়ন ।
 ঐশ্বর্য্য পূরণ রূপ কর দর্শন ॥ ৮
 কহিলেন ক্রীসঙ্কর রাজে সন্মোখিয়া ।
 মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ এরূপ বলিয়া ॥
 অর্জুনকে নিজ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য পূরণ ।
 স্বরূপ করাইলেন দর্শন রাজন ॥ ৯

ঐরূপ অনেক মুখ নেত্র সমন্বিত ।
 অদ্ভুত দর্শন বহু পদার্থ মিলিত ॥
 অনেক উদ্ভূত অস্ত্র দিব্য আভরণ ।
 দিব্য গন্ধ, যুক্তবস্ত্র দিব্যানুলেপন ॥
 সর্বদিকে মুখ যুক্ত পূর্ণ মহাজ্যোতি ।
 আশ্চর্য্য জনক ইহা সকলের অতি ॥ ১০-১
 সহস্র সূর্যের প্রভা রাশি এককালে ।
 সমুখিত হয় যদি গগন মণ্ডলে ॥
 তবে বিশ্বরূপধারী সেই মহাত্মার ।
 ঐ ভা তুল্য হইতে পারে ধারণা আমার ॥
 তখন অর্জুন দেব দেবের শরীরে ।
 এই দৃশ্যমান বিশ্ব বিবিধ প্রকারে ॥
 বিভক্ত একত্রস্থিত অবয়ব সবে ।
 দেখিতে পেলেন দিব্য চক্ষুর প্রভাবে ॥ ১১

ঐ ভা—প্রভা ।

তখন বিস্ময়াপন্ন স্থখে অতিশয় ।
 রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া বিজয় ॥
 প্রণাম করিয়া তাঁকে অবনত শিরে ।
 লাগিলেন বলিতে এ বাক্য কর জোড়ে ॥ ১৪
 পার্থ কহিলেন দেব এ দেহে তোমার ।
 সকল প্রকার প্রাণী দেবগণে আর ॥
 দেবর্ষিগণকে আমি ব্রহ্মাকে শিবকে ।
 দেখিতেছি দিব্যরূপী নাগ সমূহকে ॥ ১৫
 সর্বত্র তোমাকে আমি দেব বিশ্বেশ্বর ।
 বহু বাহু মুখ নেত্র যুক্ত ও উদর ॥
 অনন্ত স্বরূপ যুক্ত দেখিতেছি আর ।
 দেখিতেনা পাই আদি মধ্যান্ত তোমার ॥ ১৬
 মুকুট ও গদাচক্র ধারী সর্বদিকে ।
 দীপ্তিমান ভেজোরানি স্বরূপ তোমাকে ॥

দীপ্ত অগ্নি সূর্য্য তুল্য চৌদিকে অসংখ্য
 জ্যোতিরূপে দেখিতেছি আমি হৃৎকল্লঙ্ক্য ॥
 পরম অক্ষর তুমি জ্ঞাতব্য উত্তম ।
 তুমি নিত্য পুরুষ ও আশ্রয় পরম ॥
 সনাতন ধর্ম্ম গুপ্তা সনাতন আর ।
 বলি হইতেছে মনে ইহাই আমার ॥
 মধ্য নাই অন্ত নাই নাই তব আদি ।
 ঐশ্বর্য্য বলের নাই তোমার অবধি ॥
 অসংখ্য তোমার বাহু, চন্দ্রমা তপন ।
 তোমার নয়ন, মুখে দীপ্ত হৃতাশন ॥
 জ্বলিতেছে, বিশ্বকে স্ব তেজ দিয়া তুমি ।
 সন্তাপিত করিতেছ দেখিতেছি আমি ॥ ১৮
 ভূ স্বর্গের মধ্য ভাগ অন্তরীক্ষ স্থল ।
 দিক সব একমাত্র ব্যাপিয়া কেবল ॥

করিতেছ অবস্থান তুমি মহাত্মন ।
 ঐহিক উগ্রমূর্তি তোমার দর্শন ॥
 করিয়া ব্যথিত অতি এ তিন ভুবন ।
 তোমাতেই ব্রহ্মা শিব এই দেবগণ ॥
 প্রবেশ করিতেছেন কেহ ভীত আর ।
 কর জোড়ে লইতেছে শরণ তোমার ॥
 ঋষিগণ স্বস্তি স্বস্তি বলি সিদ্ধগণ ।
 সুবাক্যে করিতেছেন তোমার স্তবন ॥ ২০-২১
 একাদশ রুদ্র সাধ্য নাম দেবগণ ।
 বিশ্ব দেবগণ দ্বয় অশ্বিনী নন্দন ॥
 অষ্ট বসু যক্ষগণ পিতৃদেবগণ ॥
 গন্ধর্ব্ব অশুর উন পঞ্চাশ পবন ॥
 হুইয়া বিস্ময়াবিত সিদ্ধ দেবগণ ।
 সকলে বরিতেছেন তোমাকে দর্শন ॥ ২২

বহু বহু মুখ বাহু উরু ও চরণ ।
 উদর বিশিষ্ট বহু বহু ও নরন ॥
 সুবহু হে মহাবাহো বৃহৎ আকার ।
 দন্ত দিয়া ভয়ঙ্কর দর্শন তোমার ॥
 এ বিশাল মূর্তি দেখি লোক সব ভীত ।
 হইয়াছে, হইরাছি আমি ও শঙ্কিত ॥ ২৩
 হে বিষ্ণো আকাশ স্পর্শী এই তেজোময় ।
 বিস্তারিত নানাবর্ণ মুখ সমুদয় ॥
 উজ্জল বিশাল নেত্র দেখিয়া তোমার ।
 অন্তরাত্মা হইতেছে ব্যথিত আমার ॥
 নারিতেছি আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে ।
 মনকেও শাস্তি নাহি পারিতেছি দিতে ॥ ২৪
 করাল দশন দিয়া ভীষণ দর্শন ।
 প্রলয় অগ্নির তুল্য তবসবানন ॥

দেখিয়া আমার দৃষ্টি হইতেছে ভ্রম ।
 পাইতেছি না হে সুখ আমি দেবোত্তম ॥
 প্রসাদ আনার প্রতি জগত নিবাস ।
 আমার অন্তরে কর আনন্দ বিকাশ ॥ ২৫
 ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহী পতিদের সহ ।
 ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সেনানী সগৃহ ॥
 আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বীরগণ ।
 তোমার দেদীপ্যমান করাল দশন ॥
 সংযুক্ত ভীষণ মুখ গহ্বরে আসিয়া ।
 প্রবেশ করিতেছেন ধাবিত হইয়া ॥
 দেখিতেছি কাহার ও মস্তক ভাঙ্গিয়া ।
 রহিয়াছে তব দন্ত সন্ধিতে লাগিয়া ॥ ২৬-২৭
 নদী সগূহর বহু প্রবাহ যেমন ।
 হইয়া সাগর মুখী করিয়া গমন ॥

সাগরে প্রবেশ করে তথা ভগবন্ ।
 মনুষ্য লোকের এই যোদ্ধা বীরগণ ॥
 তব অভিমুখী গিয়া দ্রুত পদ ভরে ।
 ঢুকিতেছে তব দীপ্ত আনন গহ্বরে ॥ ২৮
 পতঙ্গ সমূহ বেগে ধাবিত হইয়া ।
 প্রজ্জ্বলিত হতাশনে মৃত্যুর লাগিয়া ॥
 যেমন প্রবেশ করে তথা লোকগণ ।
 ধাবিত হইয়া বেগে মৃত্যুর কারণ ॥
 ঢুকিতেছে তব মুখ গহ্বরে আসিয়া ।
 তুমি প্রজ্জ্বলিত মুখ সমুদয় দিয়া ॥
 লোক সমূহকে গ্রাস করি ভগবন্ ।
 করিতেছে জিহ্বা দিয়া আশ্বাদ গ্রহণ ॥
 তব দীপ্ত তেজোরশি চৌদিকে ব্যাপিয়া ।
 দিতেছে এ জগতকে সন্তপ্ত করিয়া ॥ ২৯-৩০

কে ? আপনি ঊগ্রমূর্ত্তি বলুন আমাকে ।
 প্রণাম হে দেববর ! করি আপনাকে ॥
 আমি আপনাকে আদি পুরুষ জানিতে ।
 করিতেছি অভিলাষ কি কার্য সাধিতে ॥
 প্রবৃত্ত হইয়াছেন প্রসন্ন হউন ।
 নারিতেছি বুঝিতে কে ? আপনি বলুন ॥ ৩১
 কহিলেন ভগবান হে রাজহু বর !
 আমি লোক ক্ষয়কারী কাল ভয়ঙ্কর ॥
 এই লোক সমূহকে করিতে সংহার ।
 প্রবৃত্ত হ'য়েছি সত্য বচন আমার ॥
 সংগ্রামনা করিলেও তুমি রণস্থলে ।
 যে সকল যোদ্ধা প্রতি পক্ষ সৈন্যদলে ॥
 করিতেছে অবস্থান সংগ্রামের তরে ।
 কেহ ভারা থাকিবেনা যাবে লোকান্তরে ॥ ৩২

যুদ্ধার্থ উত্তিত হও তুমি স্তুতরাম ॥
 শত্রু জয় করি লাভ কর যশ কাম ॥
 নিকটক রাজ্য লাভ কর তুমি স্তুথে ।
 পূর্বেই এ বিপক্ষীর যুদ্ধার্থীগণকে ॥
 রাখিয়াছি হত করি বচন নিশ্চয় ।
 এক্ষণে নিমিত্ত মাত্র হও ধনঞ্জয় ॥ ৩৩
 ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ মহাশয় ।
 অন্যান্য যুদ্ধার্থীদের পূর্বেই বিজয় !
 রাখিয়াছি সত্য প্রাণ হত করি আমি ॥
 সেই হতদেরে অব হত কর তুমি ॥
 ভয় না করিও হও প্রবৃত্ত আহবে ।
 অরাতিগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৪
 কহিলেন শ্রীসঞ্জয় রাজে সম্বোধিয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ॥

হে নৃপ ! কম্পিতকায়ে পার্থকর জোড়ে ।
 শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া সাদরে ॥
 শঙ্কিত হইয়া পুনঃ প্রণমি আনতে ।
 লাগিলেন গদ্ গদ্ বচনে বলিতে ॥ ৩৫
 কহিলেন অর্জুন হে কৃষ্ণষট্ঠমণে !
 তোমার পবিত্রকীর্তি শ্রবণ কীর্তনে ॥
 প্রহৃষ্ট হইয়া এই বিশ্ব সমুদয় ।
 অচিরে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় ॥
 সন্তুষ্ট হইয়া আর যক্ষ রক্ষগণ ।
 চৌদিকে তোমার ভয়ে করে পলায়ন ॥
 এই বাক্য যুক্তি যুক্ত সিদ্ধগণ আর ।
 করেন তোমাকে ভক্তি ভরে নমস্কার ॥ ৩৬
 হে দেবেশ ! মহাঅন ! হে বিশ্ব আধার !
 অক্ষর ও গুরু তুমি আদি বর্তা আর ॥

স্মৃতরাম্ তোমাকে এই বিশ্ব চরাচর ॥
 কেননা করিলে বিভো প্রণাম সাদর ।
 অব্যক্ত প্রকৃতি তুমি ব্যক্ত ভূ নশ্বর ॥
 প্রকৃতিরতীত ব্রহ্ম তুমিই অক্ষর ॥ ৩৭
 তুমি আদিদেব তুমি পুরুষ অনাদি ।
 জ্ঞাত ও জ্ঞাতব্য তুমি রহিত অবধি ॥
 তুমিই পরমধাম বিশ্বের *নিধান ।
 করিতেছ তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়াবস্থান ॥ ৩৮
 পিতামহ ব্রহ্মা তুমি বরুণ পবন ।
 তুমি চন্দ্র তুমি যম তুমি হব্যাহন ॥
 তোমাকে প্রপিতামহ নমি বারংবার ।
 তোমাকে সহস্রবার করি নমস্কার ॥ ৩৯
 তোমাকে সম্মুখে আর পশ্চাতে প্রণমি ॥
 সমস্ত স্বরূপ তুমি সর্বব্যাপী তুমি ॥

* নিধান—লয়স্থান ।

তোমাকে সকল দিকে করি নমস্কার ।
 তোমার অনন্ত বল বিক্রম অপার ॥
 করিতেছ তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়াবস্থান ।
 বলিয়া তুমিই এই বিশ্ব দৃশ্যমান ॥ ৪০
 তাদৃশ মহিমা তব আমি না জানিয়া ।
 তোমাকে যে সখা কিস্বা আত্মীর ভাবিয়া ॥
 অজ্ঞানে প্রণয় হেতু হে কৃষ্ণ ! যাদব ।
 বলিয়াছি তোমাকে যে সখা হে কেশব ॥
 আহার বিহার নিদ্রা অবস্থান কালে ।
 বন্ধুজন সমক্ষে যে পরিহাসচ্ছলে ॥
 করিয়াছি অমর্যাদা কত যে তোমার ।
 অপরাধ হে অচ্যুত ! সে সব আমার ॥
 ক্ষমা কর নিজ গুণে হইয়া সদয় ।

১৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চরাচর জীবদের তুমি জন্মদাতা ।
 গুরু হ'তে পূজ্য তর তুমি পূজ্য পিতা ॥
 ত্রিলোকে তোমার তুল্য কেহ নাই আর
 সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি প্রভাব অপার ॥
 অপরাধী আমি দেব পূর্বোক্ত প্রকারে ।
 সেজন্য প্রণাম আমি করি নত শিরে ॥
 করিতেছি প্রার্থনা হে বিশ্ব বন্দনীয় ।
 পরম ঈশ্বর তুমি, পিতা পূজনীয় ॥
 যেমন পুত্রের ত্রুটি সখা ও সখার ।
 প্রিয় অপরাধ ক্ষমা যেমন প্রিয়র ॥
 করিয়া থাকেন তুমি তদ্রূপ আমার ।
 অপরাধ ক্ষমাকর করি নমস্কার ॥
 পূর্বে যাহা দেখি নাই কভু ও এমন ।
 অদ্ভুত স্বরূপ তব করিয়া দর্শন ॥

হইয়াছে মম আত্মা প্রহৃষ্ট যেমন ।
 ভয়ে হইয়াছে গন ব্যাকুল তেমন ॥
 স্তুতরাং আমাকে পূর্ব রূপটি তোমার ।
 আবার দেখাও এই প্রার্থনা আমার ॥
 প্রসন্ন আমার প্রতি হও দেবসার !
 হে জগন্নিবাস তুমি জগৎ আধার ॥ ৪৫
 আমি চূড়া গদাধারী চক্রধারী আর ।
 ইচ্ছুক দেখিতে পূর্ব রূপটি তোমার ॥
 হে সহস্র বাহো বিশ্ব মূর্ত্তে ভগবান্ ।
 সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কর প্রকটন ॥ ৪৬
 কহিলেন কৃষ্ণ আমি প্রসন্ন হইয়া ।
 আমার স্বকীয় যোগ পরাক্রম দিয়া ॥
 পরম অনন্ত আত্ম এই তেজালয় ।
 তোমাকে দেখাইলাম রূপ বিশ্বময় ॥

আমার একুপ তুমি ভিন্ন ধনঞ্জয় ।
 পূর্বের কেহ দেখেনাই বচন নিশ্চয় ॥ ৪৭
 তুমি বিনা অত কোন ব্যক্তি মহামতে ।
 যজ্ঞ অনুষ্ঠান দিয়া বেদবিধি মতে ॥
 দানকর্ম্ম কিস্বা বেদ অধ্যয়ন দিয়া ।
 উগ্র তপস্যা ও অগ্নি হোত্র আদি ক্রিয়া ॥
 দিয়াও ঈদৃশ রূপ বিশিষ্ট আমাকে ।
 দেখিতে পারেন নাই এই মর্ত্যলোকে ॥ ৪৮
 তুমি এই উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ।
 বিমূঢ় ব্যথিত মনা হইওনা আর ॥
 ভয় ত্যাগ করি শ্রীত মনে পুনবার ।
 পূর্বরূপ কর তুমি দর্শন আমার ॥ ৪৯

শ্রীসঞ্জয় উক্তি

বাসুদেব অর্জুনকে বলিয়া এমন ।
 করাইলেন নিজরূপ পুনঃ দর্শন ॥

বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

১৫৩

মহাত্মা প্রসন্ন মূর্তি ধরি প্রিয়বাকে ।
 আশ্বাসিত করিলেন ভীত অর্জুনকে ॥ ৫০
 কহিলেন অর্জুন শ্রী কৃষ্ণে সম্বোধিয়া ।
 তব সৌম্য নররূপ এখন দেখিয়া ॥
 হইয়া প্রসন্ন চিত্ত আমি জনার্দন ।
 প্রকৃতিস্থ হইলাম পূর্বের মতন ॥ ৫১
 কহিলেন কৃষ্ণ পার্থে করি সম্বোধন ।
 আমার যে রূপ তুমি করিলে দর্শন ॥
 হে পার্থ ছলভ অতি উহার দর্শন ।
 এ রূপ দর্শনাকাজ্ঞী সদা দেবগণ ॥ ৫২
 আমার যে রূপ তুমি করিলে দর্শন ।
 সেই বিশ্বরূপ তপ বেদ অধ্যয়ন ॥
 দানাদি বা যজ্ঞ দিয়া বেদ বিধিধতে ।
 কেহই পারেন নাই দর্শন করিতে ॥ ৫৩

কেবল অনন্তা ভক্তি দিয়া মহামতে ।
 আমাকে তত্ত্বের সহ বিদিত হইতে ॥
 পারে এবং বিধ রূপে আমাকে দেখিতে ।
 প্রবেশ ও পারাযায় করিতে আমাতে ॥ ৫
 আমার নিমিত্ত যিনি করম করেন ।
 আমাকেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বলিয়া জানেন ॥
 হয়েন আমার প্রতি ভক্তিমান আর ।
 কোন বস্তুতেই নাই আসক্তি যাহার ।
 বৈরাগ্যের পরিত্যাগী যিনি সর্ব ভূতে ।
 তিনিই আমাকে লাভ পাবেন করিতে ॥ ৬
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিজ্ঞা যোগানু শাসনে ।
 বিভূ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব রূপ দরশনে ॥

ভক্তি যোগ

১৫৫

কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
সমাপ্ত পদ্মানুবাদ এগার অধ্যায় ॥

—❧—

ভক্তি যোগ

দ্বাদশ অধ্যায়

পার্থ কহিলেন সদা হইয়া তন্ময় ।
করেন যে সব ভক্ত তব উপাসনা ॥
যাঁরাও করেন পূজা নিগুণ ত্রয়োদশ ।
কে ? শ্রেষ্ঠ সাধক কৃষ্ণ মধ্যে ইহাদের ॥ ১
কহিলেন ভগবান পাথে সম্বোধিয়া ।
যাঁহার আশাতে মনোনিবেশ করিয়া ॥
নিত্য যুক্ত হইরাছে হে পাথ সংসারে ।
করেন আশার পূজা শ্রদ্ধা সহকারে ॥

তাঁহারা সাধক শ্রেষ্ঠ সম্মত আমার ।
 হইয়া সর্বত্র সম বুদ্ধি যঁারা আর ॥
 সর্বদা হইয়া রত সর্ব ভূত হিতে ।
 ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব বিষয় হইতে ॥
 প্রত্যাহৃত করি সেই কূটস্থ অচল ।
 অনির্দেশ্য সর্বব্যাপী অব্যক্ত বিমল ॥
 অচিন্ত্য অঙ্কর সত্য ব্রহ্মের সাধন ।
 করেন তাঁরাও প্রাপ্ত আমাকেই হন ॥ ২৪
 অব্যক্ত নিগুণ ব্রহ্ম আসক্ত ॥ আশয়,—চিৎ
 সাধকের সিদ্ধি লাভে অতি কষ্ট হয় ॥
 কারণ অঙ্কর ব্রহ্ম নিষ্ঠা দেহিগণ ।
 থাকেন অত্যন্ত কষ্টে করিয়া অর্জন ॥ ৫
 যঁাহারা সমস্ত কৰ্ম আমাতে অর্পণ ।
 করিয়া একাগ্র করি আমাতেই মন ॥

ভক্তি যোগ

১৫৭

ধ্যানস্থ হইয়া মম করেন অর্চন ।
 আমাতে অর্পিত চিত্ত মং পরায়ণ ॥
 সেই ভক্তদেরে ভব সাগর হইতে ।
 অচিরে উদ্ধার আমি করি মহামতে ॥ ৬-৭
 নিবেশ বিবেক বুদ্ধি করিয়া আমাতে ।
 মনকে স্থস্থির কর আমাতে সংযতে ॥
 এ রূপ করিলে তুমি দেহান্তে বিজয় ।
 আমাতে থাকিবে নাই ইহাতে সংশয় ॥ ৮
 নার যদি চিত্ত স্থির আমাতে করিতে ।
 তাহলে অভ্যাস দিয়া চিত্তকে আমাতে ॥
 সমাহিত করি তুমি আমাকে পাইতে ।
 পিপাসু হইয়া থাক যতন করিতে ॥ ৯
 অভ্যাসে ও অসমর্থ তুমি হও যদি ।
 শ্রবণ কীর্তন মম পূজা পাঠ আদি ॥

করম আমার প্রীতি নিমিত্ত করিবে ।
 তবে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০
 ইহাতে অক্ষম যদি হও তুমি তবে ।
 আশ্রিতে সমস্ত কৰ্ম অর্পণ করিবে ॥
 অর্থাৎ ফলের আশা বর্জন করিয়া ।
 করিবে করম সব সংযত হইয়া ॥ ১১
 অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ।
 জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ জানিও নিশ্চয় ॥
 ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৰ্ম ফল বিসর্জন ।
 ত্যাগের পরেই হয় শান্তি উপার্জন ॥ ১২
 মিত্র ভাবাপন্ন যিনি সকলের প্রতি ।
 সম বুদ্ধি যুক্ত যিনি দয়াবান অতি ॥
 ক্রমাশীল সুখ দুঃখে সমভাবাধিত ।
 সমাহিত চিত্ত যিনি সন্তুষ্ট সতত ॥

সংযত স্বভাব দৃঢ় বিশ্বাসী, আমাতে ।
 অর্পিত যাঁহার মন, কাহার ও সাথে ॥
 ঘেঁষ না করেন যিনি শূন্য অহঙ্কার ।
 তাদৃশ ভক্ত প্রিয় অত্যন্ত আমার ॥ ১৩-১৪
 যাঁহা হ'তে কোন ব্যক্তি উদ্বেগ না পায় ।
 উদ্বেগ না দেন যিনি কাহারও হিয়ায় ॥
 উদ্বেগ ও হর্ষ ক্রোধ ভয় শূন্য যিনি ।
 'আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত হন তিনি ॥ ১৫
 কোনও কিছুই নাই অপেক্ষা যাঁহার ।
 পক্ষপাত শূন্য যিনি শুদ্ধি যুক্ত আর ॥
 অনলস ব্যাথাহীন কর্ম ত্যাগী আর ।
 ভক্তিমান ব্যক্তি প্রিয় অত্যন্ত আমার ॥ ১৬
 যিনি ইষ্ট বস্তুলাভে না হন প্রহৃষ্ট ।
 ক্ষুণ্ণ না হন আর ঘটিলে অনিষ্ট ॥

কিছুও প্রাপ্তির আশা না করেন মনে ।
 শত্রুতা না করেনও কাহার বা সনে ॥
 যিনি শুভাশুভ কর্ম ফলত্যাগী আর ।
 তিনি অতিশয় প্রিয় ভকত আমার ॥ ১৭
 যিনি শত্রু মিত্রে আর মান অপমানে ।
 শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে নিজ ধৈর্য্য জ্ঞানে ॥
 সম বুদ্ধি সম্পন্ন ও সকল প্রকার ।
 আসক্তি বর্জিত, স্তুতি নিন্দাও যাঁহার ॥
 তুল্য জ্ঞান, স্থির চিত্ত যিনি বাগ যত ।
 থাকেন যদৃচ্ছ লাভে সন্তুষ্ট সতত ॥
 নির্দিষ্ট নিবাস স্থান হীন, অন্ধাবান ।
 মদুক্ত অমৃত তুল্য ধর্মেরনুষ্ঠান ॥
 করেন হইয়া যাঁরা মৎপরায়ণ ।
 মম প্রিয় সেই সব ভক্তিমান জন ॥ ১৮-১৯

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পর্বণি ॥
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 হরি ভক্তদের ভক্তি লক্ষণ বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

—

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কহিলেন ধনঞ্জয় কৃষ্ণে সম্বোধিয়ে ।
 প্রকৃতি পুরুষ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বিষয়ে ॥
 জ্ঞানের কি চিহ্ন ? জ্ঞেয় বস্তু কি কেশব ।
 জানিতে বাসনা আমি করি এই সব ॥

কহিলেন ভগবান হে কুন্তি তনয় ।
 এই কলেবর ক্ষেত্র বলি উক্ত হয় ।
 তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি ইহাকে জানেন ॥
 এরূপ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ১
 হে ভারত ! আমাকেই এই ক্ষেত্র সবে ।
 ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তুমি বিদিত হইবে ॥
 এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ঠায়ে প্রতীতি আর ।
 তাহাই প্রকৃত জ্ঞান সম্মত আমার ॥ ২
 এই ক্ষেত্র কি ও উহা হয় কি প্রকার ।
 উহা কি প্রকার আর বিশিষ্ট বিকার ।
 হয় কি ইহার মধ্যে কি হইতে আর ॥
 কেবা সেই ক্ষেত্রবেদী কিরূপ তাঁহার ।
 প্রভাব সংক্ষেপে এই তত্ত্ব সমুদয় ।
 আমার নিকটে তুমি শুন ধনঞ্জয় ॥ ৩

৐ প্রতীতি—জ্ঞান ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ

১৬৩

নানা ছন্দে নানাভাবে পৃথক পৃথক ।
 এই ক্ষেত্র ক্ষেত্র বেদী রহস্য সম্যক ॥
 হইয়াছে ব্যাখ্যা করা ঋষিগণ দিয়া ।
 সংশয় রহিত যুক্তি যুক্ত বিচারিরা ॥
 হইয়াছে ব্রহ্ম সূত্র পদেও ব্যাখ্যান ।
 ক্ষিতি আদি পঞ্চ মহা ভূত, অভিমান ।
 মূল প্রকৃতি ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দশম ।
 মন, রূপ রস আদি তন্মাত্র পঞ্চম ॥
 সংঘাত, চেতনা ইচ্ছা দ্বেষ ধৃতি আর ।
 সুখ দুঃখ এ সবই ক্ষেত্র সধিকার ॥ ৪-৬
 সংকার্য্যে একনিষ্ঠ শৌচ সরলতা ।
 পত্নী পুত্র গৃহাদিতে রহিত মনতা ।
 কৰ্ম্ম সবে অনাসক্তি নিরহঙ্কারিতা ॥
 ইষ্ট ও অনিষ্ট লাভে সমান চিন্ততা ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

জন্ম মৃত্যু জরা আদি ব্যাধি সমুদয়ে ।
 দোষ দরশন, ক্রমা, বৈরাগ্য বিষয়ে ॥
 একান্ত অনন্ত ভাবে ঈশ্বর ভকতি ।
 গুরু পরিচর্যা জন সমাজে বিরতি ॥
 শ্লাঘা শূন্য দম্বশূন্য আত্ম সংযমন ।
 পবিত্র বিজন স্থানে বাস অনুকরণ ॥
 অহিংসা ও সদা আত্ম জ্ঞানানুশীলন ।
 আত্ম জ্ঞান নিষ্ঠা আর তত্ত্বার্থ মর্শন ॥
 জ্ঞান বলা হয় পূর্ব উক্ত এই সবে ।
 ইহার যা উন্ট তাহা অজ্ঞান জানিলে ॥৭
 জ্ঞাতব্য পদার্থ যাহা যাহা জ্ঞাত হৈলে ।
 মুক্তি অমৃত লাভ হয় অবশ্যে ॥
 তাহা বলিতেছি, তাহা আশ্রয় রহিত ॥
 মম নির্বিশেষরূপ ব্রহ্ম অখণ্ডিত ॥

ইহাই কথিত হয় সম্বন্ধে যে তৎ ।
 নহেন অসৎ তিনি নহেন ও সৎ ॥ ১২
 সর্বদিকে হস্ত পদ সর্বদিকে মুখ ॥
 সর্বদিকে তাঁর কর্ণ সর্বদিকে চোখ ।
 সর্বদিকে তাঁর শির তিনি এইমতে ॥
 ব্যাপিয়া আছেন সর্বদ্রব্যে ত্রিজগতে ॥ ১৩
 সর্বেন্দ্রিয় তৎ গুণ প্রকাশক তিনি ।
 বিবর্জিত সমুদয় ইন্দ্রিয় অমুনি ॥
 সর্ব সঙ্গ শূন্য তিনি সকল ধারক ।
 নিগুণ ও ত্রিগুণের ভোক্তা ও পালক ॥ ১৪
 সকল ভূতের মধ্যে বাহিরেও তিনি ।
 তিনি অচল ও চল যাবতীয় প্রাণী ॥
 দূরে থাকিয়াও তিনি আস্থিত সদনে ।
 তিনি অবিজ্ঞেয় অতি সূক্ষ্মতা দরুণে ॥ ১৫

হইলেও অবিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বলিয়া ।
 জ্ঞাত তিনি সর্বভূতে থাকেন হইয়া ॥
 তাঁহাকে পালন কর্তা আর সৃষ্টি কর্তা ।
 বলিয়া জানিবে সর্ব ভূতের সংহর্তা ॥ ১ ॥
 সূর্য্য আদি জ্যোতিদের তিনি প্রকাশক ।
 অজ্ঞান তমস তিনি অতীত সম্যক ॥
 জ্ঞান দিয়া লভ্য তিনি জ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞান ।
 সর্বভূত যদি তাঁর অবস্থিতি স্থান ॥ ২ ॥
 আমি কেবল জ্ঞান জ্ঞেয় বলেও কাহাকে ।
 বলিলাম এইরূপে সংক্ৰপে তোমাকে ॥
 মন্তুস্ত সম্যক ইহা বিদিত হইয়া ।
 মন্তাব পরমানন্দ থাকেন পাইয়া ॥ ৩ ॥
 প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদি উভয় ।
 বিকার সমূহ এই ইন্দ্রিয় নিচয় ॥

সুখ দুঃখ আর মোহ আদি গুণত্রয় ।
 জানিবে প্রকৃতি হ'তে উৎপন্ন হয় ॥ ১৯
 শরীর ইন্দ্রিয়দের কর্তৃত্ব বিষয়ে ।
 প্রকৃতিই হেতু বলি থাকে উক্ত হৈয়ে ॥
 আর সুখ দুঃখ ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে ।
 পুরুষ কারণ বলি থাকে উক্ত হৈয়ে ॥ ২০
 পুরুষ এ প্রকৃতিতে আস্থিত হইয়া ।
 প্রকৃতির গুণ সব থাকেন ভোগিয়া ॥
 ত্রিগুণের সংসর্গই এই পুরুষের ।
 কারণ অসৎ সৎ যোনিতে জন্মের ॥ ২১
 আছেন যে এই দেহে পুরুষ নিরস্তা ।
 তিনি সাক্ষীরূপ সর্ব্ব কর্ম্মেরনুমস্তা ॥
 ভর্তাভোক্তা মহেশ্বর পরমাত্মা আর ।
 বলিয়াও উক্ত হন হে কুন্তি কুমার ॥ ২২

একুপ পুরুষ তত্ত্ব যিনি পার্থবীর ।
 বিকারাদি গুণ সহ তত্ত্ব প্রকৃতির ॥
 বিদিত আছেন তিনি যে কোন দশায় ॥
 থাকিয়াও না জন্মেন ভবে পুনরায় ॥ ২৩
 নিজেই নিজেতে কেহ কেহ ধ্যান দিয়া ।
 আত্মাকে প্রত্যক্ষী ভূত থাকেন করিয়া ।
 কেহ সাংখ্য যোগে কেহ বর্ষ্ম যোগ দিয়া ।
 থাকেন আত্মাকে দৃষ্টি গোচর করিয়া ॥ ২৪
 অথ কেহ কেহ আর আত্মাকে এমন ।
 না জানিয়া অপরের নিকটে শ্রবণ ॥
 করিয়া করেন পূজা শ্রদ্ধিত হইয়া ।
 সেই সব উপদেশ শ্রবণ করিয়া ॥
 উপাসনা করিয়াও তাহারা এ লোকে ।
 থাকেন করিয়া অতিক্রমণ মৃত্যুকে ॥ ২৫

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞে বিভাগ যোগ

১৬৯

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হইতে এ সব ।
 স্থির চর বস্তু থাকে হইয়া উদ্ভব ॥ ২৬
 সর্বভূতে সমভাবে স্থিত যিনি আর ।
 না হন বিনষ্ট নষ্ট হৈলেও সংসার ॥
 সেই অবিনাশী বিভূ ঈশ্বরকে যিনি ।
 দর্শন করিয়াছেন সত্যদর্শী তিনি ॥ ২৭
 যিনি সমুদয় ভূতে সমদর্শী হন ॥
 করেন সমবস্থিত ঈশাকে দর্শন ॥
 তিনি আত্মা দিয়া নিজ আত্মাকে হনন ।
 না করেন বলি পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥
 ভেদ জ্ঞান নাশে মম দর্শন জনিত ।
 না করেন ভবে তিনি আত্মাকে পাতিত ॥ ২৮
 প্রকৃতিই একমাত্র সরল প্রকারে ।
 করেন সমস্ত কর্ম সম্পন্ন সংসারে ॥

নিজেকে অকর্তা যিনি করেন দর্শন ।
 তিনিই যথার্থ দর্শী নিশ্চয় বচন ॥ ২৯
 যে সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত ।
 ভূত সমূহকে এক ব্রহ্মে সমন্বিত ॥
 দেখেন সাধক সেই ব্রহ্ম হৈতে আর ।
 দেখেন বিভিন্ন ভূত গণের বিস্তার ॥
 তখন সম্যক তত্ত্ব দর্শী সেই জন ।
 ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হন হে কুন্তি নন্দন ! ॥ ৩০
 অনাদি নিগুণ আর অক্ষয় বলিয়ে ।
 সর্বব্যাপী পরমাত্মা থাকিয়াও কায়ে ॥
 কিছু না করেন তিনি কভু কোনকালে ।
 স্মৃতবাং না লিপ্ত হন তিনি বর্ষফলে ॥ ৩১
 সর্ব জর্যে থাকিলেও আকাশ যেমন ।
 সে সবে না লিপ্ত হয় সূক্ষ্মতা কারণ ॥

আত্মা অবস্থিত সর্ব শরীরে তেমন ।
 থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত নাহি হন ॥ ৩২
 ভাসিত করেন বিশ্ব এক সূর্য্য যথা ।
 ভাসিত করেন সর্ব দেহ আত্মা তথা ॥ ৩৩
 ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এমতে ।
 এই জীব সমূহের অজ্ঞান হইতে ॥
 মুক্তির উপায় জ্ঞান চক্ষু দিয়া যিনি ।
 জানেন পরম পদ প্রাপ্ত হন তিনি ॥ ৩৪
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পর্ব্বণি ॥
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পট্যানুবাদ ত্রিদশ অধ্যায় ॥

—

শ্রুগত্ৰয় বিভাগ যোগ

চতুর্দশ অধ্যায়

কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ হে রাজহু সত্তম ।
 সকল জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান সর্বোত্তম ॥
 বলিতেছি পুনঃ আমি তোমাকে এখন ।
 বিদিত হইয়া যাহা সর্ব মুনিগণ ॥
 বিমুক্ত হইয়া ভব বন্ধন হইতে ।
 পরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন জগতে ॥ ১
 এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ।
 আমার স্বরূপ প্রাপ্ত সাধক হইয়া ॥
 সৃষ্টিকালে না করেন জনম গ্রহণ ।
 প্রলয়কালেও আর ব্যথিত না হন । ২
 হে পার্থ প্রকৃতি মম গর্ভাধান স্থান ।
 যখন তাহাতে আমি করি গর্ভাধান ॥

ভূতগণ জাত হয় তদা তা হইতে ।
 দেবতা মানুষ আদি বিবিধ যোনিতে ॥
 শরীর সমূহ থাকে উৎপন্ন হইয়া ।
 প্রকৃতিই তাহাদের জননী স্থানীয়া ॥
 আমি গর্ভাধান কর্তা পিতা কুরুবর ।
 এইরূপে প্রজা সৃষ্টি হয় নিরন্তর ॥ ৩৪
 প্রকৃতি শক্তি হ'তে জাত ধনঞ্জয় ।
 সত্ত্ব রজো তমো নাম এই গুণত্রয় ॥
 অক্ষয় অপরিচ্ছিন্ন দেহীকে সংসারে ।
 আবদ্ধ করিয়া রাখে এই কলেবরে ॥ ৫
 তন্মধ্যে বলিয়া সত্ত্ব গুণ নিরমল ।
 প্রকাশক উপদ্রব রহিত সকল ॥
 এই গুণ সুখ সঙ্গ জ্ঞান সঙ্গ দিয়া ।
 এ দেহে আত্মাকে রাখে বন্ধন করিয়া ॥ ৬

রজোগুণ বাগান্নক আসক্তি বিবর ।

তৃষ্ণাজাত হয় উহা হইতে বিজয় !

এই রজোগুণ নানা কৰ্ম্মাসক্তি দিয়া ॥

সংসারে দেহীকে রাখে বন্ধন করিয়া ॥ ৭

অজ্ঞান সমুত্ত তমো গুণ ভরানক ।

শরীরিগণের মোহ প্রমাদ জনক ॥

ইহা নিদ্রালস্য চিত্ত *অবসাদ দিয়া ।

অক্ষয় দেহীকে রাখে বন্ধন করিয়া ॥ ৮

সত্ত্বগুণ জীবনাকে সুখে যুক্ত করে ।

রজোগুণ কৰ্ম্মাসক্ত করে এ সংসারে ॥

জ্ঞানকেও তমোগুণ আবৃত করিয়া ।

দেহীকে কৰ্ত্তব্য মূঢ় করে ভ্রম দিয়া ॥ ৯

* অবসাদ—নিরুৎসাহতা, বিষাদ, দৈন্য, জড়তা
শিথিলতা ।

কখনও সত্ত্বগুণ এই কলেবরে ।
 তমোগুণ রজোনেও পরাভূত করে ॥
 রজো করে কভু তমো সত্ত্বকে বিহ্বল ।
 তমো কভু করে রজো সত্ত্বকে দুর্বল ॥ ১০
 যখন শ্রবণ আদি সর্বেন্দ্রিয় দ্বারে ।
 জ্ঞানের প্রকাশ জাত হয় এ শরীরে ॥
 বাড়িয়াছে সত্ত্বগুণ জানিবে তখন ।
 করম প্রবৃত্তি কর্ম সমূহে যতন ॥
 বিষয় স্পৃহাও শাস্তি অভাব তৃপ্তির ।
 এ সব লক্ষণ রজো গুণের বৃদ্ধির ॥ ১১-১২
 তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এ কায়ে ।
 উদ্বম হীনতা আসে কর্তব্য বিষয়ে ॥
 কর্তব্যের বিস্মরণ বুদ্ধি বিপর্যায় ।
 বুদ্ধি ভ্রাণ শোক মোহ হয় ভয়োদয় ॥ ১৩

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জীবের ।
 যদি মৃত্যু হয় তবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের ॥
 প্রাপ্তব্য প্রকাশময় দিব্য লোকচয় ।
 পাইয়া থাকেন তিনি হে কুন্তি তনয় ! ॥ ১৪
 মৃত্যু হ'লে রজোগুণ বৃদ্ধির সময় ।
 জীব কর্মাসক্ত নর যোনি প্রাপ্ত হয় ॥
 তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মরণ ঘটিলে ।
 জীবত্মা পশ্বাদি যোনি পায় ভূমণ্ডলে ॥ ১৫
 সাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ফল সুখ নিরমল ।
 রাজস কর্মের ফল দুঃখই কেবল ॥
 তামসিক কর্মের নিষ্পত্তি অজ্ঞান ।
 থাকেন পণ্ডিতগণে করিয়া ব্যাখ্যান ॥ ১৬
 জ্ঞান জন্মে সত্ত্বগুণ হইতে জীবের ।
 রজোগুণ হ'তে হয় উদ্ভব লোভের ॥

 নিষ্পত্তি—ফল ।

তমোগুণ হ'তে মোহ অজ্ঞান ও ভ্রম ।
 উৎপন্ন হইয়া থাকে হে কুরু সত্তম ! ॥১৭
 সত্ত্বগুণে অবস্থিতা সাধু জনগণ ॥
 স্বর্গাদি উর্দ্ধস্থ লোকে করেন গমন ॥
 রজোগুণে অবস্থিতা কর্মী জনগণ ।
 করেন মনুষ্য লোকে জনম গ্রহণ ॥
 তমোগুণে অবস্থিতা অজ্ঞ জনগণ ।
 তির্ধ্যগ্ যোনিতে করে জনম গ্রহণ ॥ ১৮
 দ্রষ্টাজীব গুণ ভিন্ন অপর যখন ।
 কাহাকেও কর্তা নাহি করেন দর্শন ।
 তিনি গুণাতীত পরমাত্মাকে জানিয়া ।
 তখন অজস্র সুখ থাকেন পাইয়া ॥ ১৯
 শরীরোৎপত্তির বীজ এই গুণত্রয় ।
 অতিক্রম করি জরা মরণ *উদয়,—ভ্রম
 দুঃখ গ্রাম হইতেও বিমুক্ত হইয়া ।

জীব অমৃতত্ব লাভ থাকেন করিয়া ॥ ২০
 कहিলেন পার্থ প্রভো ! দিয়া কি লক্ষণ ।
 জীব যে করিয়াছেন গুণাতি ক্রমণ ॥
 জানা যায় ? আচরণ তাঁহার কেমন ।
 কি রূপে করেন তিনি গুণাতিক্রমণ ॥ ২১

শ্রীভগবান উক্তি

সাত্ত্বিক গুণের কার্য্য প্রকাশ বা জ্ঞান ।
 রাজসগুণের কার্য্য কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
 ধৰ্ম্ম মোহ আর তন্মো গুণের করম ।
 এই সব গুণ ধৰ্ম্ম হে পাণ্ডু মধ্যম ! ॥
 প্রবৃত্তি ইহলে দুঃখ বুদ্ধিতে যেজন ।
 দ্বেষ না করেন এই সব *প্রশমন ॥
 থাকিলেনা চান উহা সুখ *ধীতে যিনি
 গুণাতীত বলি হন অভিহিত তিনি ॥ ২২

* প্রশমন—নিবৃত্ত । ধীতে—বুদ্ধিতে ।

যিনি সাক্ষীরূপে উদাসীনের মতন ।
 করেনবস্থান সদা স্থির করি মন ॥
 সত্ত্ব আদি গুণকার্য্য সুখ দুঃখ দিয়া ।
 কিছুতেনা বিচলিত থাকেন হইয়া ॥
 গুণ সব কার্য্যরত আপন আপন ।
 মম সহ নাই কোন এদের ঐমিলন,—সম্পর্ক,
 চঞ্চল না হন ইহা মনে বরি যিনি ।
 গুণাতীত বলি হন উদাস্তত তিনি ॥ ২৩
 সুখ দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় স্তুতি নিন্দা আর ।
 লোষ্ট্র শিলা সুবর্ণেও সম জ্ঞান যাঁর ॥
 আনন্দ স্বরূপে স্থিত স্থির বুদ্ধি যিনি ।
 গুণাতীত বলি হন অভিহিত তিনি ॥ ২৪
 শত্রু পক্ষ মিত্র পক্ষ মান অপमानে ।
 সমবুদ্ধি সমন্বিত স্থায় তত্ত্ব জ্ঞানে ॥

সর্ব্ব কৰ্ম্ম পরিত্যাগী মনুষ্য এমন ।
 বলিয়া ত্রিগুণাতীত অভিহিত হন ॥ ২৫
 ঐকান্তিক ভক্তিয়োগে হইয়া তন্মনা ।
 যে ব্যক্তি করেন সেবা আমার বন্দনা ॥
 তিনি অতিক্রম করি গুণ সমুদয় ।
 ব্রহ্মভাব লাভে শক্তি হন ধনঞ্জয় ॥ ২৬
 ব্রহ্মের *প্রতিষ্ঠা আমি নিত্য অমৃতের ।
 সনাতন ধর্ম্মেরও প্রগাঢ় সুখের ॥ ২৭
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্ব্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিজ্ঞা যোগানু শাসনে ।
 সত্ত্ব আদি ত্রিগুণের বিভাগ বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।

* প্রতিষ্ঠা—স্থিতি, গৌরব, মর্যাদা, আশ্রয় ।

সমাপ্ত পঞ্চানুবাদ চৌদশ অধ্যায় ॥

—❧—

পুরুষোত্তম যোগ

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবান উক্তি

উর্দ্ধমূল অশ্বখও নিরে শাখাচয় ।

এই বৃক্ষ অবিনাশী বেদ সমুদয় ॥

উহার পল্লব, এই অশ্বথকে যিনি ।

বিদিত হইয়াছেন বেদ বেদী তিনি ॥ ১

বলা হইয়াছে এই বৃক্ষকে সংসার ।

পরম আত্মাই মূল বলিয়া উহার ॥

উহা উর্দ্ধমূল আর বেদ সমুদয় ।

পল্লব স্থানীয় এই পাদপের হয় ॥

বৃক্ষ যথা পত্র দিয়া ছায়া করি দান ।
 প্রাণীদের থাকে করি আশ্রয়ের স্থান ॥
 বেদ সমুদয় তথা ধর্ম বিধি দিয়া ।
 মনুষ্যগণের থাকে আশ্রয় হইয়া ॥
 সত্ত্ব আদি গুণ দিয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত আর ।
 বিষয় পল্লব নব বিশিষ্ট উহার ॥
 শাখা সব উর্দ্ধভাগে অধোভাগে আর ।
 বিস্তৃত কামনামূল সমূহ উহার ॥
 নরলোকে অধোভাগে আছে দিসরণ ।
 মূল সব ধর্ম্যাধর্ম্য কামের কারণ ॥ ২
 উক্ত উর্দ্ধমূল আদি রূপ এ সংসারে ।
 জীৱগণ উপলব্ধি করিতে না পারে ॥
 সেইরূপ আদি অন্ত অবস্থিতি আর ।
 উপলব্ধি করিতে না পারে ও উহার ॥

পুরুষোত্তম যোগ

১৮৩

হৃদয় এ ভবরূপ অশ্বথ বৃক্ষকে ।
 স্তম্ভী বৈরাগ্য শস্ত্রে ছেদিয়া যাঁহাকে ।
 পাইলেনা জন্ম হয় যাঁহা হৈতে আর ॥
 হইয়াছে এ সংসার গতির বিস্তার ।
 আমি সেই পুরুষের লইনু শরণ ।
 এ রূপে করিতে হবে তাঁর অব্বেষণ ॥ ৩-৪
 যে সব পুরুষ আত্ম তত্ত্বে নিষ্ঠাবান ।
 যাঁহাদের মোহনাই নাই অভিমান ।
 যাঁহারা করিয়াছেন ভবাসক্তি জয় ।
 যাঁহাদের মনোগত আশা সমুদয় ॥
 হইয়াছে নিবৃত্ত ও যাঁহারা সম্যক ।
 দ্বন্দ্ব বিনিমুক্ত সুখ দুঃখাদি নামক ॥
 তাঁদৃশ বিবেক জ্ঞান যুক্ত ব্যক্তিগণ ।
 সেই অনাময় নিত্য পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

যে পরম পদ প্রাপ্ত হইলে আবার ।
 সংসার না পায় জীব তাহাই আমার ॥
 সর্ব শ্রেষ্ঠ ধাম চন্দ্র সূর্য্যও হতাশ ।
 কেহই উহাকে নারে করিতে প্রকাশ ॥ ৬
 জীবাখ্য হইয়া মম অংশ সনাতন ।
 জীবলোকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত মন ॥
 সহ ছয় ইন্দ্রিয়কে হে কুন্তি নন্দন !
 বিষয় ভোগার্থ থাকে করি আকর্ষণ ॥ ৭
 গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম কণা সমূহ যেমন ।
 পুষ্পাদি হইতে যায় লইয়া পবন ॥
 সেইরূপ জীব এক শরীর বর্জন ॥
 করিয়া অপর দেহে প্রবেশে যখন ।
 করেন, ইন্দ্রিয় পঞ্চ মনকে তখন ॥
 গ্রহণ করিয়া তিনি করেন গমন ॥ ৮

নাসিকা রসনা ত্বক কণ ও নয়ন ।
 মনকে আশ্রয় করি জীবাত্মা চেতন ॥
 শব্দাদি বিষয় সব থাকেন ভোগিয়া ।
 কি রূপে সত্ত্বাদি গুণ সংযুক্ত হইয়া ॥
 ভোগেন বিষয় সব দেহস্থ হইয়া ।
 কিরূপে করেন যাত্রা দেহ বা তেজিয়া ॥
 দেখিতে না পায় অজ্ঞ জনগণ তাহা ।
 জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে থাকেন দেখিয়া ॥ ৯-১০
 যোগিগণ সমাহিতে ধ্যানস্থ হইয়া ।
 থাকেন শরীরে স্থিত আত্মাকে দেখিয়া ॥
 ইহাকে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞজনগণ ।
 যত্ন করিয়াও নারে করিতে দর্শন ॥ ১১
 যে তেজ সমূহ সূর্য্যে আস্থিত হইয়া
 সমগ্র বিশ্বকে থাকে ভাসিত করিয়া ॥

যে তেজ অনলে চন্দ্রে আছে ধনঞ্জয় ।
 তাহা আমারই তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥ ১২
 আমি পৃথিবীতে অনু প্ররিষ্ট হইয়া ।
 স্বীয় বলে আছি ভূতগণকে ধরিয়া ॥
 আমি সুধারস যুক্ত চন্দ্র রূপ ধরি ।
 ওষধিগণকে থাকি পরিপুষ্ট করি ॥ ১৩
 পরাণিগণের দেহে করি অবস্থান ।
 জঠর অনলরূপে প্রাণও অপান ॥
 বায়ুর সহিত আমি হইয়া মিলিত ।
 চতুর্বিধ অন্নপাক করি অবিরত ॥ ১৪
 অন্তর্যামী রূপে সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে ।
 আমি স্থিত আছি আমা হইতে সময়ে ॥
 প্রাণীদের স্মৃতি, জ্ঞান থাকে জনমিয়া ।
 বিলোপও থাকে আমা হইতে হইয়া ॥

পুরুষোত্তম যোগ

১৮৭

আমি বেদ সমূহের জ্ঞাতব্য কেবল ।
 আমিই আচার্য্য রূপে বেদার্থ সকল ।
 প্রকাশ করিয়া থাকি বুদ্ধিস্থ হইয়া ।
 আমিই বেদার্থ সব থাকিও জানিয়া ॥ ১৫
 প্রসিদ্ধ পুরুষ আছে লোকে চরাচর ।
 “এ ক্ষর অক্ষর দুই” তন্মধ্যে অক্ষর ॥
 কুটস্থ পুরুষ বলি হন উদাহৃত ।
 সর্ববভূত হয় ক্ষর পুরুষ কথিত ॥ ১৬
 উত্তম পুরুষ এক অপর আছেন ।
 পরমাত্মা বলি তিনি কথিত হয়েন ॥
 প্রবিষ্ট হইয়া তিন লোকে লোকচয় ।
 পালন করেন তিনি ঈশ্বর অব্যয় ॥ ১৭
 ক্ষরের অতীত আর অক্ষর হইতে ।
 উত্তম বলিয়া আমি এই পৃথিবীতে ॥

১৮৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

লোক ব্যবহারে বেদে পুরুষ উত্তম ॥
 সংজ্ঞায় বিখ্যাত আছি হে কুরু সত্তম ॥ ১৮
 হে ভারত ! যিনি মোহ বিমুক্ত হইয়া ॥
 এরূপে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া ।
 জানিতে পারেন তিনি সর্ব বৈদী হন ।
 করেন সর্বতো ভাবে আমার ভজন ॥ ১৯
 তোমাকে হে পার্থ এই অতি শুভ বাণী ।
 কহিলাম আমি ইহা জানিলে বিজ্ঞানী ॥
 পুরুষ সকল ভবে কৃত কৃত্য হয় ।
 তুমিও কৃতার্থ হবে তাতে কি সংশয় ॥
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী ।
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্ম পর্বণি ॥
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানুশাসনে ।
 পুরুষ উত্তম তত্ত্ব রহস্য বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।

সমাপ্ত পঞ্চানুবাদ পনর অধ্যায় ॥

—

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবান উক্তি

আত্ম জ্ঞান নিষ্ঠা চিত্ত শুদ্ধি নির্ভীকতা ।

যজ্ঞ ক্ষমা সত্য শৌচ তপ সরলতা ॥

ত্যাগ শান্তি দান কৰ্ম যোগে তৎপরতা ।

অহিংসা অক্রোধ লোভ হীনতা মূঢ়তা ॥

কুকর্মে লজ্জাও পর নিন্দা বিসর্জন ।

অচাঞ্চল্য তেজস্বিতা শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥

ধৃতিও অদ্রোহ বাহু ইন্দ্রিয় সংযম ।

নিরহঙ্কারিতা জীবে করুণা পরম ॥

এই সব গুণ দৈবী সম্পদ সম্মুখে ।

জাত ব্যক্তিদের থাকে হইয়া এ লোকে ॥ ১-৩

নির্দয়তা অভিমান দান্তিকতা আর ।
 অজ্ঞান ও দর্প ক্রোধ হে কুন্তি কুমার ॥
 আশুরী সম্পদ মুখে হইলে উদ্ভব ।
 মানুষের হয় এই *অবগুণ সব ॥ ৪
 মুক্তির কারণ দৈবী সম্পদ লোকের ।
 আশুরী সম্পদ হয় হেতু বন্ধনের ॥
 হে পার্থ দৈবী সম্পদ মুখে জাত তুমি ।
 শোক না করিও সত্য বলিতেছি আমি ॥ ৫
 এই দৈব আশুর দ্বি প্রকার প্রাণীর ।
 সৃষ্টি হয় এ জগতে দৈবী প্রকৃতির ॥
 বর্ণন বিস্তৃতভাবে করিয়াছি আমি ।
 আশুরী ভাবের কথা শুন অব তুমি ॥
 আশুর স্বভাব প্রাপ্ত অজ্ঞ জনগণ ।
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্ম জানেনা কেমন ॥

* অবগুণ—অনিষ্ট, ক্ষতি, দোষ ।

এই জন্ম তাহাদের মধ্যে শোঁচ আর ॥
 বিদ্যমান নাই পার্থ সত্য সদাচার । ৬-৭
 আশুরী লোকেরা এই বলিয়া যে থাকে ।
 সত্য বলি নাই কোন পদার্থ এ লোকে ॥
 সমস্ত অসত্য বিশ্ব বিহীন ঈশ্বর ।
 মৈথুন ব্যাপার দিয়া এই চরাচর ॥
 প্রাণিগণ জাত হয় ধরম স্থাপক ।
 ঈশ্বরও কেহ নাই লোক নিয়ামক ॥
 আহার মৈথুন আদি ব্যতীত অপর ।
 কিছুই মনুষ্যদের নাই সুখকর ॥ ৮
 করি হেন দৃষ্টি বুদ্ধি মতাবলম্বন ।
 ক্রুর কৰ্ম্মা ক্ষুদ্র বুদ্ধি এই জনগণ ॥
 নষ্টধী অহিতাচারী বলিয়া বিশ্বের ।
 নাশের জন্মই হয় জন্ম ইহাদের ॥ ৯

পূর্ণ হইবার নহে যাহাও কখন ॥
 কামনার বশবর্তী হইয়া এমন ॥
 দম্ভ অভিমানে মত্ত গরবে হইয়া ।
 পাইব স্ত্রী রত্ন আদি তত্ত্ব মত্ত দিয়া ॥
 হেন দুরাশার বশ অজ্ঞানে হইয়া ।
 তাহার অশুচি ব্রত আশ্রয় করিয়া ॥
 ধন রত্ন স্ত্রী পুত্রাদি লাভের আশায় ।
 রত হয় ক্ষুদ্র দেব আদির পূজায় ॥ ১
 মৃত্যুকাল পর্য্যন্তস্থ প্রচুর বিষয় ।
 চিন্তন আশ্রয় করি সকল সময় ॥
 হে ভারত সেই সব ব্যক্তি দুরাশয় ।
 কাম ভোগকেই করে পরার্থ নিশ্চয় ॥
 জীবনের অন্ত লক্ষ্য নাই এ ব্যতীত ।
 আশাপাশে বিনির্বন্ধ তারা শতশত ॥

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ ১৯৩

আর কাম ক্রোধ লোভ পরায়ণ হৈয়া ।
 অসৎ উপায় থাকে আশ্রয় করিয়া ॥ ১১-১২
 আমার হইল অঘ এই উপার্জন ॥
 পরে ইহা পাইব ও আমার এ ধন ॥
 আমার হইবে পরে এ ধন নিশ্চয় ॥
 করিয়াছি এ শত্রুকে আমি পরাজয় ।
 একেও মারিব আমি সকলের পতি ॥
 ভোগেরধিকারী আমি বলবান অতি ।
 আমি কৃত্য কৃত্য আমি সুখী ধনবান ॥
 কুলীন কে আছে ? আর আমার সমান ॥
 সুখী হব আমি যজ্ঞ করি আচরণ ।
 দানও করিব আমি অজ্ঞানে এমন ॥
 বিমূঢ় হইয়া নানা বিষয় চিন্তায় ।
 হইয়া বিভ্রান্ত চিত্ত বিহীন উপায় ॥

মোহ জালে বদ্ধ, ভোগে আসক্ত হইয়া ।
 অশুচি নরকে থাকে তাহারা পড়িয়া ॥ ১৩-১৬
 অনন্ত ও অবিনয়ী আত্ম শ্লাঘাকারী ।
 বিমূঢ় ধনের গর্বে সেই ভাবাসুরী ॥
 মানব সমূহ দম্ব প্রকাশ করিয়া ।
 নাম মাত্র যজ্ঞ করে বিধি না দেখিয়া ॥ ১৭
 সজ্জন বিদ্বেষী সেই মানব সকল ।
 অহঙ্কার কাম দর্প শারীরিক বল ॥
 ক্রোধের হইয়া বশ নিজ পর কায়ে ।
 আস্থিত আমাকে থাকে বিদ্বেষ করিয়ে ॥ ১৮
 ক্রুরমতি নরাধম হেন দ্বেষকারী ।
 অশুভ করম কারী স্বভাব আসুরী ॥
 পুরুষগণকে আমি ব্যাত্রও সর্পাদি ।
 আসুরী যোনিতে জন্ম দেই নিরবধি ॥ ১৯

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ ১৯৫

এই সব মূঢ় ব্যক্তি জনমে জনমে ।
 পাইয়া অসুর যোনি এইরূপে ক্রমে ॥
 আমাকে হইতে প্রাপ্ত পারেনা বলিয়া ।
 ঠকু যোনি আরও থাকে সুবহু পাইয়া ॥২০
 কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটি আত্মার ।
 নাশক জানিবে পার্থ নরকের দ্বার ॥
 তাৎপর্য্য জীবের অধো গতির কারণ ।
 সুতরাং এ তিনটীকে কবিবে বর্জন ॥ ২১
 নরকের দ্বার রূপ এ তিন হইতে ।
 যে ব্যক্তি বিমুক্ত হন তিনি এ জগতে ॥
 করিলেন নিজ শ্রেয় সাধন বলিয়া ।
 অচিরে পরম গতি থাকেন পাইয়া ॥ ২২
 শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া যে জন ।

○ কুযোনি—কুমি, কীটাদি ।

স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে কৰ্ম করে আচরণ ॥
 সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ পারেনা করিতে ।
 তার মোক্ষ সুখ লাভ হয়না জগতে ॥ ২৩
 অতএব অকর্তব্য কর্তব্য বিষয় ।
 নির্ণয়ে প্রমাণ, শাস্ত্র সূত্রাং বিজয় !
 জানিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি করিয়া বিচার ।
 করমে প্রবৃত্ত হও যথা অধিকার ॥ ২৪
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বণি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানু শাসনে ।
 সম্পদ অমূল্য দৈব বিভাগ বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পঞ্চানুবাদ ষোড়শ অধ্যায় ॥

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ

সপ্তদশ অধ্যায়

পার্থ কহিলেন শাস্ত্র নিয়ম তেজিয়া ।
 যাহারা পূজাদি করে শ্রদ্ধিত হইয়া ॥
 তাহাদের নিষ্ঠা কৃষ্ণ হয় কি প্রকার ।
 সাত্ত্বিক বা রাজসিক তামসিক আর ॥ ১
 কহিলেন ভগবান হে কুন্তি কুমার !
 সাত্ত্বিক ও রাজসিক তামসিক আর ॥
 এ তিন প্রকার শ্রদ্ধা আছে দেহীদের ।
 স্বভাব জনিত উহা পূর্ব জনমের ॥
 তোমার নিকটে আমি বিস্তার করিয়া ।
 বলিতেছি পুন তাহা সংযত হইয়া ॥ ২
 নিজ নিজ চিত্ত বৃত্তি কিম্বা স্বভাবের ।
 অনুরূপ শ্রদ্ধা হয় মানব গণের ॥

শ্রদ্ধাময় মনুষ্য হে পাণ্ডব তনয় ।
 যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেরূপ হর ॥ ৩
 সাত্ত্বিক স্বভাব বুদ্ধি যুক্ত জনগণ ।
 থাকেন দেবতাদের করিয়া অর্চন ॥
 রাজস স্বভাব বুদ্ধি যুক্ত জনগণ ।
 যক্ষ রাক্ষসদের থাকে করিয়া অর্চন ॥
 তামস স্বভাব যুক্ত অজ্ঞ জনগণ ।
 ভূত প্রেতদের থাকে করিয়া অর্চন ॥ ৪
 কামনা ও দম্ভযুক্ত অহঙ্কার বল ।
 গর্বিত আসক্তি যুক্ত অজ্ঞ যে সকল ॥
 নু দেহে হইয়াস্থিত ভূত সমূহকে ।
 আর অন্তর্যামী রূপে দেহস্থ আমাকে ॥
 কষ্ট দিয়া শাস্ত্র উল্টা তপ করে ঘোর ।
 জানিবে তাহারা বুদ্ধি বিশিষ্ট আত্মর ॥ ৫-৬

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ

১৫৯

সকলের প্রিয় হয় ত্রিবিধ আহার ।
 সেরূপ তপস্তা যজ্ঞ দান ত্রিপ্রকার ॥
 উহাদের মধ্যে হয় প্রভেদ যেমন ।
 আমার নিকটে তাহা কর *আকর্ষণ ।
 যাহা বল আয়ু আর উৎসাহ বর্দ্ধক ।
 *স্নিগ্ধ রুচিকর চিত্ত প্রসন্ন কারক ॥
 সারবান গ্রীতিকর সরস নিরোগ ।
 সাধ্বিক ব্যক্তির প্রিয় এইরূপ *ভোগ ॥ ৭৮
 অতি উষ্ণ অতিকটু অতিদুঃখক ।
 *তীক্ষ্ণ ও *বিদাহী অন্ন রোগ উৎপাদক ॥
 দুঃখ শোক জনক এ সকল ভোজন ।
 রাজসি ব্যক্তির প্রিয় হে কুণ্ঠি নন্দন ॥ ৯

* আকর্ষণ—শ্রবণ । ভোগ—ভোজন । * তীক্ষ্ণ—
 লঙ্কামরিচ, স্নিগ্ধ--ঘৃতাদি মিশ্রিত । নিদেহী--সর্বপাদি ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

বহু পূর্বের হইয়াছে পাক যে আহার ।
 রস শুষ্ক গিয়াছেও হইয়া যাহার ॥
 পয়ুসিত অপবিত্র দুর্গন্ধ ও যাহা ।
 উচ্ছিষ্ট, তামসীদের প্রিয় হয় তাহা ॥ ১০
 "শ্রীবিষ্ণু অর্চনা করা যজ্ঞ কৰ্ম দিয়া ।
 কর্তব্য" এমন বোধে ফলাশা তেজিয়া ।
 সমাহিতে শাস্ত্র বিধি মতে অনুষ্ঠিত ॥
 যে যজ্ঞ, সাত্ত্বিক তাহা হইবে বিদিত ॥ ১১
 ধার্মিকতা আর নিজ ঐশ্বর্য্য মহত্ত্ব ।
 প্রকাশার্থ, ইষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত ॥
 যে যজ্ঞ, হে পার্থ হয় ; অনুষ্ঠিত ভবে ।
 তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥ ১২
 মত্ত ও দক্ষিণাহীন শাস্ত্রোক্ত বিধান ।
 যজ্ঞই তামস শ্রদ্ধা হীন অনুদান ॥ ১৩

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ

২০১

দেব দ্বিজ গুরু জ্ঞানী ব্যক্তির পূজন ।

সরলতা ব্রহ্মচর্যা অহিংসা পালন ॥

শুদ্ধি আচরণ আর চিত্ত দেহাদির ।

এই সমূহকে বলে তপস্তা শারীর ॥ ১৪

যাহাও উদ্বেগ কর কাহার না হয় ।

এইরূপ বাক্য সত্য প্রিয় অতিশয় ॥

হিতকর, শাস্ত্রাত্মক এই সমুদয় ।

বলিয়া বাচিক তপ বেদে উক্ত হয় ॥ ১৫

চিত্ত প্রশান্ততা বাক যত অক্রুরতা ।

আত্ম সংযমন আর হীন কপটতা ॥

এই সমূহকে কহে তপ মানসিক ।

ফলাশা রহিত যদি উক্ত তপত্রিক ॥

ঈশ্বরে একাগ্র চিত্ত ব্যক্তিগণ দিয়া ।

পরম শ্রদ্ধায় থাকে সাধিত হইয়া ॥

তাহাকে সাত্বিক তপ তবে ধনঞ্জয় ।
 বলিয়া বিদিত তুমি হইবে নিশ্চয় ॥ ১৬-১৭
 সংকার ও পূজামান লাভের কারণ ।
 করা হয় দম্ভ সহ যে তপাচরণ ॥
 অনিত্য বাহার ফল অনিশ্চিত লোকে ।
 রাজস তপস্তা বলে, জানিবে তাহাকে ॥ ১৮
 মোহাচ্ছন্ন কুবুদ্ধির অধীন হইয়া ।
 নিজেকে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিয়া ॥
 অশ্রের নাশার্থ হয় যে তপস্যা কৃত ।
 তামস বলিয়া হয় তাহা উদাহৃত ॥ ১৯
 “দান করা যোগ্য” হেন বুদ্ধির আশ্রয় ।
 লইয়া কর্তব্য বলি করিয়া নিশ্চয় ।
 যোগ্য দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া ॥
 প্রভূপকারের আশা কিছু না রাখিয়া ॥

শ্রদ্ধায় যে অতি প্রীতে দান করা হয় ।

তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে ধনঞ্জয় ॥ ২০

পরন্তু প্রতুপকার লাভের আশায় ।

অতি কষ্টে স্বর্গ আদি ফল কামনায় ॥

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেই দান করা হয় ।

তাহাকে রাজস বলি জানিবে নিশ্চয় । ২১

অযোগ্য দেশে ও কালে অযোগ্য ভাজনে ।

প্রণাম হু বাক্য আদি সংকার বিহীনে ॥

অবজ্ঞা সহ যে দান করা হয় তাকে ।

নির্ণয় তামস দান করে বেদে লোকে ২২

“ওম্ তৎ সৎ” এই নাম ত্রয় দিয়া ।

স্থির করা হইয়াছে ব্রহ্মকে বলিয়া ॥

পূর্বে ঐ ত্রিনাম দিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণ ।

যজ্ঞ ও করিয়াছেন বিধাতা সৃজন ॥ ২৩

সেই জন ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণের ।
 যজ্ঞ দান তপস্যাদি কথিত শাস্ত্রের ॥
 করম সর্বদা ওম উচ্চার করিয়া ।
 বিধি অনুসারে থাকে নির্বাহ হইয়া ॥ ২৪
 ষাঁহারা থাকেন মুক্তি কামনা করিয়া ।
 করম ফলের আশা বিসর্জন দিয়া ॥
 “তৎ” এই শব্দ তারা করি উচ্চারণ ।
 করেন যজ্ঞ ও দান তপ আচরণ ॥ ২৫
 সম্ভাবে ও সাধুভাবে অর্থাৎ হে বীর ।
 অস্তিত্ব শ্রেষ্ঠত্ব কোন বস্তুর স্থস্থির ॥
 করণে এ সৎ শব্দ যুক্ত হয় ভূমে ।
 ব্যবহৃত হয় ইহা *মঙ্গল করমে ॥ ২৬
 যজ্ঞ দান তপস্যায় তৎপর হইয়া ।

* মঙ্গল করমে—বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্য ।

থাকাকেই সংকহে ঋষিগণ দিয়া ॥
 বিনিশ্চিত হইয়াছে তজ্জন্ম যে সব ।
 কষ্ট করা হয় সং তাহাও পাণ্ডব ॥ ২৭
 হোম দান তপস্যা বা অন্য কিছু যাহা ।
 অশ্রদ্ধা পূর্বক থাকে সাধিত হইয়া ॥
 বলি অসংকৃত হয় সেই সমুদয় ।
 ইহ পরলোকে তাহা ফলদ না হয় ॥ ২৮
 শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বনি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিজ্ঞা যোগানু শাসনে ।
 ত্রয়োবিধ শ্রদ্ধা যোগ বিভাগ বর্ণনে ॥
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কৃপায় ।
 সমাপ্ত পঞ্চানুবাদ সতর অধ্যায় ॥



মোক্ষ যোগ

অষ্টাদশ অধ্যায়

পার্থ কহিলেন কৃষ্ণে করি সম্বোধন ।
 সম্যাসের গুহ তব কি ? মধুসূদন ॥
 ত্যাগের তত্ত্বও ভিন্ন ভাবে হৃদীকেশ ।
 ইচ্ছা করি মহাবাহো জানিতে বিশেষ ॥ ১
 কৃষ্ণ কহিলেন—কাম্য কর্মের বর্জ্যন ।
 জানেন সম্যাস বলি জ্ঞানি ব্যক্তিগণ ॥
 সর্ববিধ কর্মের যে ফল বিসর্জন ।
 তাকেই বলেন ত্যাগ সূক্ষ্ম দর্শীগণ ॥ ২
 বর্ষ্য দোষ যুক্ত বলি কোনও মনীষি ।
 বর্জনীয় বলেনও কোন কোন ঋষি ॥
 বলেন যজ্ঞ ও দান তপস্যা করম ।
 বর্জনের যোগ্য নহে হে কুরু সন্তম ॥

এ ত্যাগ বিষয়ে শুন সিদ্ধান্ত আমার ।
 উক্ত হইয়াছে ত্যাগ বলি ত্রি প্রকার ॥ ৩-৪
 যজ্ঞ দান তপরূপ কৰ্ম ত্যাজ্য নয় ।
 করাই কর্তব্য উহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 যজ্ঞদান তপস্যা হে পুরুষ প্রবর ।
 বিদ্বান গণের হয় চিত্ত শুদ্ধি কর ॥
 এই সব করম ও কর্তব্যভিমান ।
 কর্তব্য ফলাশাতেজি করা অনুষ্ঠান ॥
 আমার নিশ্চিত মত ইহাই উত্তম ।
 স্ব ধর্ম বলিয়া স্থির যার যে করম ॥
 সেই কৰ্ম ত্যাগ করা যুক্তি যুক্ত নয় ।
 কর্তব্য স্বধর্ম করা সকল সময় ॥
 সেই কৰ্ম পরিত্যাগ মূর্থতা বশতঃ ।
 করিলে সে ত্যাগ হয় তামস কথিত ॥ ৬-৭

দুঃখ কর মনে কারি কর্ম আচরণ ।
 দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম যে বর্জন ।
 করা হয় তাহা ত্যাগ রাজস বলিয়া ।
 থাকেন পণ্ডিতগণ কীর্তন করিয়া ॥
 করেন করম ত্যাগ ক্লেশ ভয়ে যিনি ।
 ত্যাগের প্রকৃত ফল নাহি পান তিনি ॥ ৮
 কর্তৃত্বাভিমান আর ফলাশা তেজিয়া ।
 যে বিহিত কর্ম সব কর্তব্য বলিয়া ॥
 অনুষ্ঠিত হয় তাহা বীর ধনঞ্জয় ।
 বলিয়া সাত্বিক ত্যাগ অভিহিত হয় ॥ ৯
 দত্ত গুণ যুক্ত জ্ঞানী রহিত সংশয় ।
 পূর্বোক্ত সাত্বিক ত্যাগী প্রশান্ত হৃদয় ॥
 পুরুষ দুঃখদ কর্মে দ্বেষ না করেন ।
 সুখ কর কর্মওনা আসক্ত হয়েন ॥ ১০

দেহধারী জনগণ কেহই জগতে ।
 করম নিঃশেষ রূপে বর্জ্জন করিতে ॥
 না হয় সক্ষম কৰ্ম ফল ত্যাগী যিনি ।
 কৰ্ম ত্যাগী বলি হন অভিহিত তিনি ॥ ১১
 করেনা যাহারা ত্যাগ ফল করমের ।
 মরণের পরে সেই অত্যাগী গণের ॥
 ইষ্ট ও অনিষ্ট মিশ্র ইষ্টানিষ্ট আর ।
 ত্রিবিধ কৰ্মের ফল কৰ্ম অনুসার ॥
 উপার্জন হয় কিন্তু কৰ্ম ফল ত্যাগী ।
 ত্যাগী জনগণ নাহি হন ফলভাগী ॥ ১২
 পাঁচটি কারণ সর্ব কৰ্ম সম্পাদনে ।
 সিদ্ধিরন্ত নির্ণায়ক বেদান্ত শাসনে ॥
 সাংখ্যে ও বর্ণিত আছে হে কুন্তি নন্দন ।
 আমার নিবট তাহা কর আকর্ষণ,-শ্রবণ ১৩

অনুষ্ঠিত হয় কর্ম যাতে সেই স্থান ।
 ইন্দ্রিয় সমূহ আর কর্তা অভিমান ॥
 নানাবিধ কর্ম চেষ্টা পৃথক পৃথক ।
 কর্ম ফলদাতা দৈব কারণ পঞ্চক ॥ ১৪
 মানব শরীর আর বাক্য মন দিয়া ।
 নায্য ও অনায্য কর্ম থাকে যা করিয়া ॥
 পূর্ব উক্ত এই পঞ্চ কারণ তাহার ।
 বাস্তবিক হইলেও দশা এ প্রকার ॥
 নিঃসঙ্গ নিজে কে কর্তা বলিয়া যে মানে ।
 শাস্ত্রাদি শ্রবণ জাত, আত্ম তত্ত্ব জ্ঞানে ॥
 বুদ্ধি না তাহার পরি মার্জিত হওয়ায় ।
 সে ব্যক্তি প্রকৃততত্ত্ব দেখিতে না পায় ॥ ১৫-১৬
 “আমি কর্তা” এই ভাব নাই মনে ধীর ।
 হয়না যাহার বুদ্ধি কর্মাসক্ত আর ॥

হত্যা করিয়াও সব লোককে সে জন।
 কাহাকেও না করেন তিনি বিনাশন ॥
 করিয়াও তিনি হত্যা কর্ম সম্পাদন।
 সেই করমের ফলে আবদ্ধ না হন ॥ ১৭
 করমের প্রবৃত্তির পরম *নিদান,—কারণ
 ত্রয়োবিধ পরিজ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান ॥
 করণ ও কর্ম কর্তা এ তিনটি আর।
 করম সংগ্রহ কিস্বা আশ্রয় ক্রিয়ার ॥ ১৮
 মীমাংসক সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান কর্তা আর।
 করণ সাত্ত্বিক আদি ভেদে ত্রিপ্রকার ॥
 বিস্তার কবিয়া আমি সেই সমুদয়
 বলিতেছি শুন অব তুমি ধনঞ্জয় ॥ ১৯
 ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিত ভূত সমুদয়ে।
 অব্যয় অখণ্ড এক ভাব যাহা দিয়ে ॥

দরশন হয় জ্ঞান তাহাই প্রকৃত ।
 বলিয়া সাত্বিক তুমি হইবে বিদিত ॥ ২০
 ভিন্ন ভিন্ন ভূতচয়ে দিয়া যে প্রতীতি ।
 পৃথক পৃথক হয় ভাবেরনুভূতি ॥
 তাহাকে রাজস বলি হইবে বিদিত ।
 যাহা না বুঝিয়া তত্ত্ব রহস্য প্রকৃত ॥
 বিষয়ে আসক্ত এক সেই অযথার্থ ।
 তুচ্ছ যুক্তি উল্টা জ্ঞান তামস হে পার্থ ॥ ১-২২
 ফলাশা ও রাগদ্বেষ বর্জিত হইয়া ।
 কর্ত্তা অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া ॥
 করেন যে সব কর্ম্ম শাসন বিহিত,—শাস্ত্র
 তাহাকে সাত্বিক কর্ম্ম হইবে বিদিত ॥ ২৩
 ফলের কামনা করি অহঙ্কারে আর ।
 শারীরিক ক্লেশ বহু করিয়া স্বীকার ॥

মোক্ষ যোগ

২১৩

যে সব করম থাকে হইয়া সাধিত ।
 বলিয়া রাজস কর্ম হয় তা কথিত ॥ ২৪
 ভাবী ফল কি হইবে কত স্ব শক্তি ।
 হইবে কি ওনা প্রাণী হিংসন প্রভৃতি ॥
 আছে কিনা অর্থ হানি হওয়ার সম্ভব ।
 যথাযথ বিচার না করিয়া এ সব ॥
 যে কর্ম আরম্ভ হয় মূর্থতা বশতঃ ।
 তাহাই তামস কর্ম হয় উদাহৃত ॥ ২৫
 আসক্তি বর্জিত আর শূন্য অহঙ্কার ।
 মমত্ব বর্জিত সিদ্ধি অসিদ্ধিতে আর ॥
 হর্ষ ও বিষাদ শূন্য নির্বিকার মনে ।
 উৎসাহ সহকারে ধৈর্য্যাবলম্বনে ॥
 করেন করম সব আচরণ যিনি ।
 বলিয়া সাত্ত্বিক কর্তা উক্ত হন তিনি ॥ ২৬

লোভীও বিদ্যাসক্ত ফলবামী আর ।
 হিংসা পরায়ণ কৰ্ত্তা হীন শৌচাচার ॥
 সিদ্ধি লাভে অসিদ্ধিতে হর্ষ শোকাশ্রিত ।
 রাজস বলিয়া থাকে হইয়া কথিত ॥ ২৭
 যে অস্থির মতি শঠ অভদ্র অনত ।
 দীর্ঘ মূত্রী অবসন্ন চিত্ত অবিরত ॥
 পর বৃত্তি নাশক ও অলস সতত ।
 তাহাকে তামস কৰ্ত্তা হইবে বিদিত ॥ ২৮
 বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ গুণ অনুসারে ।
 ত্রয়োবিধ হয় তাহা সম্যক প্রকারে ॥
 পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করিয়া ।
 বলিতেছি শুন তুমি সংযত হইয়া ॥ ২৯
 প্রবৃত্তি করম কি ও নিবৃত্তি কি হয় ।
 কি রূপে অভয় হয় কিসে হয় ভয় ॥

কি কর্তব্য অকর্তব্য কিসে মোক্ষ হয় ।
 কিরূপে বন্ধন হয় এই সমুদয় ॥
 জানাযায় যথাযথ রূপে যে বুদ্ধিতে ।
 তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি পার্থ মহামতে ॥ ৩০
 ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য বুদ্ধি দিয়া যেই ।
 যথার্থ না বুঝা যায় রাজসী ধী সেই ॥ ৩১
 অজ্ঞান আবৃত যেই বুদ্ধি দিয়া পার্থ ।
 অধর্ম্মকে মনে করে ধরম যথার্থ ॥
 বিপরীত বুঝে আর সকল বিষয় ।
 তাহাই তামসী বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয় । ৩২
 যোগবলে অচলিত যেই ধৃতি দিয়া ।
 ইন্দ্রিয় সমূহ মন প্রাণের ও ক্রিয়া ॥
 হইয়া সম্যক রূপে যায় নিরোধিত ।
 তাহাই সাত্ত্বিক ধৃতি হয় অভিহিত ॥ ৩৩

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

হে পার্থ মনুষ্যগণ যেই ধৃতি দিয়া ।
 থাকে ধর্ম অর্থ কাম ভোগেই লাগিয়া ।
 সেই সেই প্রসঙ্গও ফলকামী হয় ।
 তাহাই রাজসী ধৃতি জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩৪
 হে পার্থ যে ধৃতি দিয়া দ্বুবুদ্ধি মানন ।
 নিজ্রা মদ ভয় শোক বিষাদ এ সব ॥
 পরিত্যাগ করিতেনা পারে ধনঞ্জয় ।
 বলিয়া তামসী ধৃতি তাহা উক্ত হয় ॥ ৩৫
 ত্রিবিধ সুখের কথা সমাহিত মনে ।
 আমার নিকটে তুমি শুন বর্তমানে ॥
 যে সুখ অভ্যাস দিয়া ক্রমে ক্রমে সুখ ।
 অর্জন হইলে অন্ত হয় সব দুঃখ ॥
 প্রথমে বিষের মত যাহা পরিণামে ।
 অমৃত সমান যাহা বহু ভাগ্যক্রমে ॥

আত্মনিষ্ঠ স্থির ঋধীর প্রসন্নতা হ'তে । বুদ্ধির
 জনমে সাত্ত্বিক সুখ তাহাই জগতে ॥ ৩৬-৩৭
 ইন্দ্রিয়গণের সহ বিষয়ের যোগে ।
 যে সুখ উপজে যাহা সুখা তুল্য আগে ॥
 পরিণামে বিষবৎ হয় ধনঞ্জয় ।
 তাহাই রাজস সুখ জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩৮
 যে সুখ অগ্রেও শেষে বুদ্ধি ও আত্মার ।
 মোহকর হয় যাহা নিদ্রালস্য আর ॥
 কর্তব্য বিস্মৃতি হৈতে হয় সমুদিত ।
 তাহাই তামস সুখ হয় উদাহৃত ॥ ৩৯
 স্বর্লোকে দেবতাদের মধ্যেও উপরে ।
 হেন প্রাণী বস্তু নাই যাহা ও সংসারে ॥
 মুক্ত আছে প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হইতে ।
 বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র গণের যেমতে ॥

কঁশ্ব সব স্বভাবজ গুণ অনুসারে ।
 ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে বিভক্ত সংসারে ॥
 আমার নিকটে শুন হে শত্রু তাপন ।
 তপ শৌচ ক্ষমা মন ইন্দ্রিয় দমন ॥
 সাত্বিকী শ্রদ্ধাও জ্ঞান বিজ্ঞান আর্জ্জব, - সরলতা
 ব্রাহ্মণের স্বভাবজ করম এ সব ॥ ৪০-৪২
 পরাক্রম তেজ ধৈর্য্য কার্য্য নিপুণতা ।
 শাসন ক্ষমতা যুদ্ধ অপরাধমুক্ততা ॥
 দানে মুক্ত হস্ততা ও এই সমুদয় !
 স্বভাব জনিত কর্ম ক্ষত্রিয়ের হয় ॥ ৪৩
 গোরক্ষা বাণিজ্য কৃষি কর্ম বৈশ্যদের ।
 স্বভাবজ শূদ্র কর্ম সেবা ত্রিবর্ণের ॥ ৪৪
 নিজ নিজ কর্মে সদা তৎপর হইয়া ।
 জনগণ থাকে সিদ্ধি অর্জন করিয়া ॥

স্ব করমে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কি প্রকারে ।

সিদ্ধি লাভ করে তাহা শুন অতঃপরে ॥ ৪৫

এ ভূতগণের যাহা হইতে উপভি ।

আর তাহাদের কর্ম সবার প্রবৃতি ॥

আছেন ও যিনি এই জগত ব্যাপিয়া ।

মানব স্বভাব জাত নিজ কর্ম দিয়া ॥

শ্রদ্ধা সহকারে করি তাঁহার অর্চন ।

নিশ্চই করিয়া থাকে সিদ্ধি উপার্জন ॥ ৪৬

দোষ সমন্বিত হইলেও স্বধরম ।

পরধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধিত উত্তম ॥

স্বভাব নির্দিষ্ট কর্ম সমূহ করিয়া ।

মানব পাতক ভাগী থাকেনা হইয়া ॥ ৪৭

হইলেও স্বভাবজ কর্ম দোষাশ্রিত ।

তেজিবেনা তাহা পাথ হইয়া মোহিত ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অগ্নি যথা ধূম দিয়া থাকে সমাবৃত ।
 সেইরূপ কৰ্ম্মমাত্র হয় দোষাবৃত ॥ ৪৮
 সকল বিষয়ে যিনি আসক্তি রহিত ।
 নিস্পৃহ ও সমুদয় ইন্দ্রিয় বিজিত ॥
 তিনি কৰ্ম্ম সমূহের ফলত্যাগ দিয়া ।
 থাকেন নৈকৰ্ম্ম সিদ্ধি অর্জন করিয়া ॥ ৪৯
 একরূপে নৈকৰ্ম্ম সিদ্ধি প্রাপ্ত জনগণ ।
 কি প্রকারে ব্রহ্মভাব করেন অর্জন ॥
 আমার নিকটে তাহা শুন বীরোত্তম ।
 উহাই জ্ঞানের হয় অবস্থা চরম ॥ ৫০
 বিশুদ্ধ সাধ্বিক বুদ্ধি সংযুক্ত যইয়া ।
 ধৈর্য্য সহকারে আত্ম সংযম করিয়া ॥
 শব্দাদি বিষয় সব বর্জন করিয়া ।
 রাগদ্বেষ পরিত্যাগ, বিজনে থাকিয়া ॥

বৈরাগ্য আশ্রয় করি মিতাহারী হৈয়া ।
 বাক্য ও শরীর মন সংযম করিয়া ॥
 নিরত থাকিয়া ধ্যানে পরম আত্মার ।
 বাহ্য ভোগ সাধনার্থ প্রাপ্ত বস্তু আব ॥
 তেজিয়া মমত্ব বুদ্ধি ক্রোধ অহঙ্কার ।
 বলদর্প কাম আদি করি পরিহার ॥
 সতত প্রশান্ত চিত্ত সাধক নিশ্চয় ।
 ব্রহ্মভাবলাভে শক্ত হন ধনঞ্জয় ॥ ৫১-৫৩
 হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত তিনি তুষ্টমনা ।
 না করেন শোক নাও করেন কামনা ॥
 হইয়া সমান দর্শী তিনি সর্ব ভূতে ।
 অর্জন করেন পরা ভক্তি আমাতে ॥ ৫৪
 কি মম স্বরূপ আমি যে রূপ যথার্থ ।
 তত্ত্বের সহিত পরা ভক্তি দিয়া পাথ' ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

আমাকে হয়েন জ্ঞাত সম্যক প্রকারে ।
 এ রূপে আমাকে জানি তত্ত্ব সহকারে ॥
 আমার ইয়ত্তা তিনি পারিয়া বুঝিতে ।
 পশ্চাতে প্রবেশ লাভ করেন আমাতে ॥ ৫৫
 আমাকে সম্যকরূপে করিয়া আশ্রয় ।
 সতত করেন যিনি কৰ্ম্ম সমুদয় ॥
 আমার কুপায় তিনি আমার অঙ্কয় ।
 নিরাময় পদ প্রাপ্ত হন ধনঞ্জয় ॥ ৫৬
 আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম তুমি চিত্ত দিয়া ।
 অর্পণ করিয়া যৎ পরায়ণ হৈয়া ॥
 সতত সমস্ত বুদ্ধি করিয়া আশ্রয় ।
 চিত্ত সমাধান কর আমাতে বিজয় ! ॥ ৫৭
 হইলে মদগত চিত্ত তুমি ধনঞ্জয় ।
 আমার কুপায় মহা বিঘ্ন মহাভয় ॥

মোক্ষ যোগ

২২৩

অতিক্রম করিবে ও দুঃখ সমুদয় ।
 আর যদি অহং ভাব করিয়া আশ্রয় ॥
 আমার এ বচন না শুন তুমি তবে ।
 নিশ্চই বিনাশ প্রাপ্ত অচিরে হইবে ॥ ৫৮
 আমি কর্তা ভাব তুমি করিয়া আশ্রয় ।
 যুঝিব না থাক হেন করিয়া নিশ্চয় ॥
 তব এ নিশ্চয় মিথ্যা ক্ষত্রিয় প্রকৃতি ।
 তোমাকে করাবে যুদ্ধ সত্য এ ভারতী ॥ ৫৯
 মোহ হেতু তুমি যাহা চাওনা করিতে ।
 স্বভাবজ স্বীয় কৰ্ম্মে আবদ্ধ থাকাতে ॥
 অবশ হইয়া তাহা তোমাকে নিশ্চয় ।
 করিতে হইবে নাই ইহাতে সংশয় ॥ ৬০
 কাষ্ঠ পুত্তলিকা সব ক্রীড়নক জন ।
 নিজ ইচ্ছামত ক্রীড়া করায় যেমন ॥

থাকিয়া ঈশ্বর তথা সর্ব্বদেহস্থিত ।
 মায়া দিয়া তাহাদের করেন চালিত ॥ ৬৫
 সুতরাং সম্যক লও তাঁহার শরণ ।
 তাঁহার কুপায় তুমি হে কুস্তি নন্দন ! ॥
 পরম শাস্তিও নিত্য স্থান অনাময় ।
 করিতে পারিবে লাভ বচন নিশ্চয় ॥ ৬২
 গুহ্য হইতেও গুহ্য এই তত্ত্ব জ্ঞান ।
 করিলাম আমি তব নিকটে ব্যাখ্যান ॥
 করিয়া বিশেষ ভাবে ইহা আলোচনা ।
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর মহামনা ॥ ৬৩
 শ্রেয় সাধনের শ্রেষ্ঠ সুগুহ্য বচন ।
 আমার নিকটে পুনঃ কর আকর্ষণ ॥
 আমার অত্যন্ত প্রিয় বলি তব হিতে ।
 বলিতেছি এখন তাহা তুমি সমাহিতে ॥ ৬৪

আমাতেই একমাত্র রাখ তুমি মন ।
 মম ভক্ত হও কর আমার ভজন ॥
 আমাকে প্রণাম কর এরূপ করিলে ।
 আমাকে হইবে প্রাপ্ত তুমি অল্পকালে ॥
 বলিতেছি আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
 অতি প্রিয় হও তুমি আমার বলিয়া ॥ ৬৫
 পরিত্যাগ কর তুমি ধর্ম সমুদয় ।
 সর্বান্তঃ করণে লও আমার আশ্রয় ॥
 শোক না করিও, আমি পাপ সমুদয় ।
 হইতে করিব মুক্ত তোমাকে নিশ্চয় ॥ ৬৬
 যে আমার নিন্দা করে ভক্ত না আমার ।
 করে নাই তপস্যা ও স্বধর্ম আচার ॥
 শুনিতেও অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে এমন ।
 করিবেনা তুমি এই গীতানুশাসন ॥ ৬৭

২২৬

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

যে ব্যক্তি আমার এই স্মৃগুহ শাসন ।
 আমার একান্ত ভক্ত গণের সদন ॥
 ব্যাখ্যা করিবেন পরা ভক্তি দিয়া তিনি ।
 আমাকে হবেন প্রাপ্ত সত্য এই বাণী ॥ ৬৮
 গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তির মতন ।
 আমার অধিকতর প্রিয় কোন জন ॥
 মনুষ্যের মধ্যে নাই, কেহই এ ভবে ।
 অপর আমার অতি প্রিয় না হইবে ॥ ৬৯
 আমাদের এই ধর্ম সংবাদ যে জন ।
 করিবেন সমাহিত চিতে অধ্যয়ন ॥
 তাহা দিয়া জ্ঞান যজ্ঞে আমি সম্পূজিত ।
 হইব আমার মত ইহাই নিশ্চিত ॥ ৭০
 হইয়া অমূয়া শূন্য এই গীতা যিনি ।
 শঙ্কায় গুণেন পাপ মুক্ত হইয়া তিনি ॥

পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রাপ্য শুভময় ।
 লোক সমুদয় প্রাপ্ত হন ধনঞ্জয় ॥
 ইহা ত ? একাগ্রমনে তুমি শুনিয়াছ ।
 মোহ ত ? অজ্ঞান জাত নষ্ট করিয়াছ ॥ ৭১-৭২
 কহিলেন ধনঞ্জয়—কুপায় তোমার ।
 মোহ হইয়াছে কৃষ্ণ বিনষ্ট আমার ॥
 কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান আমি পাইয়াছি ।
 হইয়া সংশয় ধূলা স্থির হইয়াছি ॥
 পালন করিব আমি ভব হিত কথা ।
 সংগ্রাম করিব আর নাই কাতরতা ॥ ৭৩

শ্রীসঞ্জয় উক্তি

মহাত্মা শ্রীবাসুদেব পার্থের এমন ।
 অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শ্রবণ ॥
 করিলাম আমি ব্যাস দেবের কৃপাতে ।
 যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

এই গীতা শাস্ত্র আমি করিয়া শ্রবণ ।
 হইলাম মনোরথ সমস্ত পূরণ ॥ ৭৪-৭৫
 কৃষ্ণ অর্জুনের এই পরম পাবন ।
 সংবাদ পরমাত্মত করায় স্মরণ ॥
 পুনঃ পুনঃ হে রাজন ! অন্তরে আমার ।
 দিতেছে পরম হর্ষ করিয়া বিস্তার ॥ ৭৬
 সেই অত্যদ্বুত বিশ্ব রূপ শ্রীকৃষ্ণের ।
 স্মরণ করিয়া মম অন্তঃ করণের ॥
 হর্ষ বুদ্ধি হইতেছে নূপ বারংবার ।
 বিস্ময় ও হইতেছে অত্যন্ত আমার । ৭৭
 যেখানে গাণ্ডীবী পার্থ কৃষ্ণ যোগেশ্বর ।
 সেখানে ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি উত্তর উত্তর ॥
 স্থায়ীরাজনীতি আর সম্পদ বিজয় ।
 বিদ্যমান আছে মত আমার নিশ্চয় ॥

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা অমৃত বর্ষিণী
 মহাভারতের মধ্যে শ্রীভীষ্মপর্বণি ।
 বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা যোগানু শাসনে ।
 মোক্ষ যোগ ধনঞ্জয় মোহ বিমোচনে ।
 কৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগুরুর কুপায় ।
 সমাপ্ত পড়ানুবাদ আঠার অধ্যায় ॥

—সংস্কৃত—

গীতা মাহাত্ম্য

ঋষি কহিলেন—পূর্বের ক্ষেত্রে নারায়ণ ।
 ব্যাসদেব দিয়া গীতা মাহাত্ম্য যেমন ॥
 কীর্তিত হইয়াছিল আপনি এখন ।
 তাহা যথাযথ স্মৃত ! করুণ বর্ণন ॥
 স্মৃত কহিলেন ঋষে আপনি উত্তম ।
 জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহা গুহ্যতম ॥

সেই অত্যাশ্রম গীতা মাহাত্ম্য বর্ণন ।
 করিতে কে ? শক্তিবান শ্রীযত্ননন্দন ॥
 কৃষ্ণই সম্যকরূপে জানেন যথার্থ ।
 ব্যাসদেব যাজ্ঞবল্ক্য শুকদেব পার্থ ॥
 জনক মিথিলাপতি রাজা তত্ত্ববিৎ ।
 ঐ গীতা মাহাত্ম্য তাঁরা জানেন কিঞ্চিৎ ॥ ১-৩
 অপর সকলে একে অন্তের সদন ।
 শুনিয়া করেন লেশ ইহার কীর্তন ॥
 আমি ও শ্রীগুরুদেব ব্যাস শ্রীআননে ।
 শুনিয়াছি যে প্রকার তাহাই এ স্থানে ॥
 কিছু বলিতেছি উপনিষদ নিচয় ।
 গাভী ও দোহন কর্তা গোপাল তনয় ॥
 বৎস শ্রীঅর্জুন দুগ্ধ গীতা প্রবচন ।
 যথেষ্ট করেন পান উহা স্নিগ্ধগণ ॥ ৪-৫

গীতা মাহাত্ম্য

২৩১

করিতে ত্রিজগতের যিনি উপকার ।
 প্রথমে করিয়া পার্থ সারথ্য স্বীকার ॥
 এই গীতামৃত দিয়া ছিলেন সাদরে ।
 সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নমি কর জোড়ে ॥ ৬
 যে মানব এই ঘোর ভব সিদ্ধি পার ।
 হইতে করেন ইচ্ছা এ গীতা নৌকার ॥
 আশ্রয় সম্যক তিনি গ্রহণ করিলে ।
 হইতে পারেন পার সুখে অল্পকালে ॥ ৭
 পুনঃ পুনঃ যে এ গীতা জ্ঞানাত্যাস দিয়া ।
 শুনিয়া না করি লাভ সংযত হইয়া ॥
 যদি সে মোক্কেছু হয় তবে তা নিশ্চয় ।
 বালের পাশে ও উপহাসাম্পদ হয় ॥ ৮
 অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র যাঁহারা শ্রবণ ।
 করেন ও অতিশয় শ্রীতে অধ্যয়ন ॥

তাঁদেরে মনুষ্যজ্ঞান করা যোগ্য নয় ।
 দেবরূপ তাঁরা নাই ইহাতে সংশয় ॥ ৯
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতা জ্ঞান দিয়া ।
 অর্জুনকে প্রবোধিত ছিলেন করিয়া ॥
 সগুণ নিগুণ ভক্তি তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ।
 তাহাতে করিয়াছেন উভয় ব্যাখ্যান ॥ ১৭
 ভক্তি মুক্তি প্রধান এ গীতার আঠার ।
 অধ্যায় সোপানে লোক হইয়া আরুঢ় ॥
 ক্রমশঃ ভকতি প্রেম আদি কৰ্ম দিয়া ।
 চিত্ত শুদ্ধি থাকে লাভ অচিরে করিয়া ॥ ১১
 গীতারূপ শুদ্ধ জলে করিয়া গাহন ।
 করেন সংসার মল নষ্ট সাধুগণ ॥
 শ্রদ্ধাহীন মানবের কিন্তু ঐ গাহন ।
 নিরর্থক হয় হস্তী স্নানের মতন ॥ ১২ ॥

গীতা মাহাত্ম্য

২৩৩

গীতা যে পড়ায় নাই পড়ে নাই সুখে ॥

বুঝা কর্মকারী সেই ব্যক্তি নর লোকে ।

অতএব জানেনা যে মরম গীতার ॥

অধম তাহার মত কেহ নাই আর ॥

তার কুলশীল জ্ঞানে থিক্ নু দেহকে ।

গীতাথ' যে জ্ঞাত নয় এ মনুষ্য লোকে ॥

অধম তাহার চেয়ে কেহ নাই আর ।

তাহার মনুষ্যদেহ আর সদাচার ॥

কল্যাণ বিভব সব গৃহস্থ আশ্রমে ।

ধিক্কার তাহার কৃত সমস্ত করমে ॥ ১৩-১৫

গীতা শাস্ত্র জানেনা যে তদপেক্ষা আর ।

অধম কেহই নাই *প্রতিষ্ঠা তাহার,—গৌরব

অদৃষ্ট পূজা ও মান মহত্বে ধিক্কার ।

মতি নাই এই গীতা শাসনে যাহার ॥

সমস্ত নিষ্ঠুরতার থিক্ শিক্ষতৃকে ।

ধিক ব্রত নিষ্ঠাতার যশ তপস্যাকে ॥ ১৬-১৭
 গীতাথ' যে পড়ে নাই করিয়া বিচার ।
 অধম তাহার চেয়ে কেহ নাই আর ॥
 হয় নাই গীতা শাস্ত্রে যে জ্ঞান ব্যাখ্যান ।
 তাহাস্বরী জ্ঞানফল করেনা প্রদান ॥
 বেদ বহিভূত আর ধর্ম রহিত ।
 সমস্ত শাস্ত্রের এই গীতা সারভূত ॥
 ধর্মময়ী গীতা সর্ব জ্ঞান প্রদায়িনী ।
 তত্তুল্য বিশুদ্ধ নাই অন্য কোন বাণী ॥ ১৮-১৯
 যে ব্যক্তি একাদশী বা বিষ্ণুপর্ব দিনে ।
 এ গীতা পড়েন তিনি স্বপ্নে জাগরণে ॥
 গমনে বা অবস্থানে যে কোন দশায় ।
 না হন পীড়িত শত্রু গণের দ্বারায় ॥ ২০
 দেবালয়ে শালগ্রাম শিলার সদনে ।

নদীতটে শিবালয়ে কিম্বা তীর্থস্থানে ॥
 গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন যে জন ।
 নিশ্চই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি হন ॥ ২১
 এই ভগবান কৃষ্ণ দেবকী নন্দন ।
 যেরূপ এ গীতাপাঠে পরিতুষ্ট হন ।
 বেদপাঠ যজ্ঞদান তীর্থ দরশন ।
 সেরূপ ব্রতাদি দিয়া প্রসন্ন না হন ॥ ২২
 শ্রদ্ধা সহকারে গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন ।
 যে জন করেন তিনি সমস্ত শাসন,—শাস্ত্র
 বেদ সমুদয় আর পুরাণ প্রভৃতি ।
 পঠনের ফল পান সত্য এ ভারতী ॥ ২৩
 সাধুদের সভামধ্যে কিম্বা যোগ স্থানে ।
 প্রস্তুত নির্মিত দেব মূর্তির সদনে ॥
 সিদ্ধপীঠে যজ্ঞে বিষ্ণু ক্তক্তের সদন ।

গীতাপাঠ করি সিদ্ধ হন জনগণ ॥ ২৪

যে জন করেন গীতা নিত্য অধ্যয়ন ।

অথবা শ্রদ্ধায় নিত্য করেন শ্রবণ ॥

অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ দক্ষিণার সাথে ।

নিষ্পন্ন করেন তিনি হইবে বুঝিতে ॥ ২৫

গীতার্থ শ্রবণ যিনি করেন কীর্তন ।

কিন্ধা অপরকে প্রীতে করান শ্রবণ ॥

করেন পরম পদ উপার্জন তিনি ।

বিধি অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে যিনি ॥

শুদ্ধ গীতা গ্রন্থ দান প্রেমে অতিশয় ।

করেন তাহার পত্নী অতিপ্রিয় হয় ॥

তিনি যশ সৌভাগ্য ও আরোগ্য লভিয়া ।

দয়িতাগণের প্রিয় থাকেন হইয়া ॥

আর গৃহাশ্রম যোগ্য স্মৃথ সমুদয় ।

আনন্দে করেন ভোগ নাহিক সংশয় ॥ ২৬-২৮
 যে গৃহে অর্চনা হয় এ গীতা পুস্তক ।
 তথা অভিচার জাত কিম্বা ভয়ানক ॥
 শাপজাত কোন দুঃখ হয়না আগত ।
 তথায় যন্ত্রনা পীড়া ত্রিতাপ জনিত ॥
 কোনরূপ আধি ব্যাধি পাতক প্রভৃতি ।
 নরক ঘটনা আর ঘটনা দুর্গতি ॥ ২৯-৩০
 গীতা পূজা পঠন বা করিলে সাদর ।
 বিস্ফোটক আদি কভু হয়না শরীরে ॥
 উহাতে শ্রীকৃষ্ণ পাদ কমলে দাসত্ব ।
 অব্যভিচারিণী ভক্তি হয় উপার্জিত ॥ ৩১
 গীতাভ্যাসে রত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মের ।
 বশবত্তী থাকিলেও সকল জীবের ॥
 সহ সখ্য ভাব তিনি করেন 'অর্জন' ।

তাহাকে পারেনা কৰ্ম করিতে বন্ধন ॥
 করিলেও মহাপাপ পাপ সাধারণ ।
 নলিনী পল্লবস্থিত জলের মতন ॥
 সেই পাপ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শন ।
 করিতে না পারে তিনি সুখী মুক্ত হন । ৩২-৩৩
 অনাচ্য কখন আর অভক্ষ্য ভক্ষণ ।
 অনাচার জাত দোষ অস্পৃশ্য স্পর্শন ॥
 জনিত পাতক, জ্ঞান অজ্ঞানে বা কৃত ।
 যে কোনও দোষ অথ ইন্দ্রিয় জনিত ॥
 হউক না কেন তাহা গীতা অধ্যয়ন ।
 মাত্রই বিনষ্ট হয় নিশ্চয় বচন ॥ ৩৪-৩৫
 সকলের অন্নাহার সর্বত্র এ লোকে ।
 প্রতি গ্রহ করিলেও ঐ গীতাপাঠীকে ॥
 তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করেনা নিশ্চয় ।

অন্টায়ে রতন পূর্ণা মহী সমুদয় ॥
 প্রতি গ্রহ করিলেও মাত্র একবার ।
 গীতাপাঠ করি অর্থ করিয়া বিচার ॥
 সে গ্রহণ দোষ মুক্ত হইয়া সকল ।
 বিগুহ্ব ফটক বৎ হয় নিরমল ॥ ৩৬-৩৬
 গীতায় আসক্ত যার চিত্ত অবিরত ।
 তিনি যোগী ধনী জ্ঞানী তিনি ক্রিয়ান্বিত ॥
 তিনি দর্শনীয় জাপী পণ্ডিত সাগ্নিক ।
 তিনিই বেদার্থদর্শী যাজক যাজিক ॥ ৩৮-৩৯
 যে স্থানে পুস্তক গীতা অবস্থান করে ।
 নিত্যপাঠ হয় আর শ্রদ্ধা সহকারে ॥
 ভূতলের প্রয়াগাদি তীর্থ সমুদয় ।
 তথা বিদ্যমান থাকে বচন নিশ্চয় ॥ ৪০
 যাহার প্রবৃত্তি হয় গীতা অধ্যয়নে ।

তাহার জীবিত কালে বা দেহাবসানে ॥

ঋষিগণ যোগিগণ সর্ব দেবগণ ।

তাহার পবিত্র দেহ রক্ষাকারী হন ॥

পার্ষদ নারদ ঋষি আদি সহকারে ।

শ্রীকৃষ্ণ তাহার হন সহায় অচিরে ॥ ৪১-৪২

গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা আর ।

যে স্থানে ও হয় গীতা শাস্ত্রের বিচার ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ তথায় আসিয়া ।

থাকেন বিরামান ঐমুদিত হইয়া, ৪৩ আনন্দিত

কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ হে বীর ধনঞ্জয় ।

গীতাই পরম পদ আমার হৃদয় ॥

গীতা মম শ্রেষ্ঠ গুরু স্মৃণুহ আমার ।

নিরন্তর থাকি আমি আশ্রয়ে গীতার ॥

আমার উত্তম স্থান এ গীতা শাসন ।

গীতাই আমার অতি উত্তম ভবন ।
 আমি এই গীতা জ্ঞান করিয়া আশ্রয় ।
 পালন করিয়া থাকি এই লোকত্রয় ॥ ৪৪৪৬
 ব্রহ্মরূপা পরাবিছা গীতাই আমার ।
 ইহাতে সংশয় নাই কোনও প্রকার ॥
 গীতার্কমাত্রারূপিনী সত্য এই বাণী ।
 নিত্য অনির্বচনীয় পদ স্বরূপিনী ॥ ৪৭
 আমি এ গীতার গুহ্য নাম সমুদয় ॥
 বলিতেছি সমাহিতে শুন ধনঞ্জয় ।
 এই নাম সমুদয় শ্রবণ করিলে ॥
 তখনি পাতক সব নষ্ট হয় মূলে ॥ ৪৮
 গঙ্গা সত্যা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিছা গীতা ।
 সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী ও গীতা ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অর্দ্ধমাত্রা বেদত্রয়ী নন্দা পণ্ডিততা ।
 ভবয়ী ভ্রান্তিনাশিনী পরানন্দাচিতা ॥
 তদ্বার্থ জ্ঞান মঞ্জরী এই নাম সব ।
 জ্ঞাপন সুস্থির চিন্তে নিত্য যে মানব ॥
 তিনি ইহলোকে নিত্য জ্ঞান সিদ্ধি লাভ ।
 হইয়া থাকেন প্রাপ্ত অন্তেও মন্তাব ॥ ৪৯-৫১
 গীতা পূর্ণ পাঠাক্রমে অর্দ্ধেক পড়িবে ।
 গোদানের ফললাভ তাহাতে হইবে ॥ ৫২
 এক তৃতীয়াংশ গীতা করিলে পঠন ।
 নিষ্পত্তি হইবে সোম যাগের অর্জুন ॥
 গীতার ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে কেবল ।
 উপার্জন হয় গঙ্গা গাহনের ফল ॥ ৫৩
 দ্বি অধ্যায় গীতাপাঠে ইন্দ্রলোক পেয়ে ॥
 কল্পকাল তথা বাস থাকেন করিয়ে ॥ ৫৪

গীতা মাহাত্ম্যে

২৪৩

সমাহিতচিত্তে ভক্তি সংযুক্ত হইয়া ।
 গীতা একখ্যায় যিনি থাকেন পড়িয়া ॥
 পুণ্য রুদ্র লোক সেই মানব পাইয়া ।
 চিরকাল তথা বাস থাকেন করিয়া ॥ ৫৫
 একাক্ষ অর্দ্ধাংশ যিনি সংযত হইয়া ।
 কিস্বা চতুর্থাংশ নিত্য পঠন করিয়া ।
 সূর্যালোক প্রাপ্ত হইয়া শত মনস্কর ।
 তথায় করেন বাস স্থখে নিরন্তর ॥ ৫৬
 এ গীতার দশ, সাত পাঁচ চারি তিন ।
 দুই এক শ্লোকার্দ্ধ বা যিনি প্রতিদিন ॥
 পঠন করেন তিনি চন্দ্রলোকে গিয়া ।
 অযুত বছর বাস থাকেন করিয়া ॥ ৫৭
 এ গীতা শাস্ত্রের যিনি এক অধ্যায়ের ।
 একটি শ্লোকের কিস্বা এক চরণের ॥

মন্মার্থ শরীর ত্যাগে করেন মরণ ।
 আমার পরম পদ তিনি প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮
 গীতার্থ প্রাণান্তে যিনি পাঠ বা শ্রবণ ।
 করেন মুক্তি ভাগী সেই ব্যক্তি হন ॥ ৫৯
 এ গীতা পুস্তক যুক্ত হইয়া যে জন ।
 করেন পরাণ ত্যাগ হে কুন্তি নন্দন ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে তিনি গমন করিয়া ।
 বিষ্ণু সহ সূখ ভোগ থাকেন করিয়া ॥ ৬০
 এ গীতার একধায় সংযোগে মরণ ।
 হইলে ^মইন্দ্ৰিয় জন্ম তিনি প্রাপ্ত হন ॥
 আর পুনরায় গীতা অভ্যাস করিয়া ।
 অত্যন্তম মুক্তি পদ থাকেন পাইরা ॥ ৬১
 “গীতা” এই শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ ।
 মরিলে সদগতি তিনি করেন অর্জন ॥

গীতা মাহাত্ম্য

২৪৫

হয় গীতা পঠন যে কর্মের সময় ।
 নির্দোষ হইয়া তাহা ফল প্রদ হয় ॥ ৬২
 যিনি শ্রদ্ধে পিতৃদের আত্মার কল্যাণে ।
 করেন এ গীতা পাঠ ভক্তি পূত মনে ॥
 থাকিলেও নরকস্থ তার পিতৃগণ ।
 সমুপ্ত হইয়া স্বর্গে করেন গমন ॥ ৬৩
 শ্রদ্ধে তপ্ত পিতৃগণ গীতা পাঠ দিয়া ।
 পুত্রকে আশীষদেন পিতৃলোকে গিয়া ॥ ৬৪
 গীতা পুঁথি করি দান ধেনু ঋপুচ্ছ সনে, -চামর
 সম্যক কৃতার্থ হন দাতা সেই দিনে ॥ ৬৫
 সুবর্ণ সংযুক্ত গীতা পুস্তক রতন ।
 বিদ্বান বিপ্রকে প্রীতি পূর্বক যে জন ॥
 প্রদান করেন শুদ্ধ সময় পাইয়া ।
 তাঁর পুনঃ জন্ম আর থাকেনা হইয়া ॥ ৬৬

গীতা শত পুথি দাতা প্রদান করিয়া ।
 ব্রহ্মলোক পাইয়া না আসেন ফিরিয়া ॥ ৬৭
 গীতা দান প্রভাবেই সেই দাতা জন ।
 বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ লোকে করিয়া গমন ॥
 ব্রহ্মার সপ্তাহ কাল শ্রীবিষ্ণুর সনে ।
 তথায় করেন বাস আনন্দিত মনে ॥ ৬৮
 গীতার্থ সম্যকরূপে সমাহিতে শুনি ।
 প্রদান করেন এই গীতা পুথি যিনি ॥
 হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রীত ভগবান ।
 তাঁহার অভীষ্ট বস্তু করেন প্রদান ॥ ৬৯
 বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে এ মনুষ্য যোনি ।
 পাইয়া যে ব্যক্তি গীতা অমৃত রূপিণী ॥
 পড়েনা শুনে না সেত সুধাহস্তস্থিত ।
 ফেলিয়া গরল খায় হইয়া মোহিত ॥ ৭০

গীতা মাহাত্ম্য

২৪৭

সংসারে দুঃখার্ভ ব্যক্তি লভি গীতা জ্ঞান ।

যথেষ্ট করিয়া শ্রীতে গীতামৃত পান ॥

ভগবানে ভক্তিভাব করিয়া অর্জন ।

পরম আনন্দে কাল করেন যাপন ॥

জনকাদি রাজগণ গীতাশ্রয় করি ।

সদৃগতি পাইয়াছেন পাপ পরিহরি ॥ ৭২

গীতাপাঠে নাই উচ্চ নীচের বিচার ।

লইলে সর্বতো ভাবে আশ্রয় গীতার ॥

ব্রহ্ম স্বরূপিনী গীতা সমভাবে জ্ঞান ।

সকলকে অবশ্যই করেন প্রদান ॥ ৭৩

মান গর্বে যে গীতার নিন্দা করে লোকে ।

প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে সে ঘোর নরকে ॥ ৭৪

অহঙ্কার বশতঃ যে মূঢ়াত্মা সংসারে ।

গীতার্থ অমান্য করে সে মৃত্যুর পরে ॥

কল্পকাল পরিমাণ কুস্তিপাক নাম ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নরকে পচিয়া কষ্টে করে গত যাম ॥ ৭৫
 থাকিয়াও সমীপে যে ব্যক্তি বক্ষ্যমান ।
 গীতা বাক্য শ্রবণ না করে দিয়া ধ্যান ॥
 সে বহু শূর যোনি করিয়া গ্রহণ ।
 সংসারে করিয়া থাকে গমনাগমন ॥ ৭৬
 গীতা পুঁথি চুরি করি আনিয়া পড়িলে ।
 হয়না তাহার পাঠ পরিপূর্ণ ফলে ॥ ৭৭
 গীতাত্ম্যে যে মানব না করিয়া শ্রবণ ।
 পরমাত্ম্য লাভে থাকে করিয়া যতন ॥
 উন্নত ব্যক্তির বৃথা শ্রমের মতন ।
 তাহার হইয়া যায় ব্যর্থ ঐ যতন ॥ ৭৮
 শ্রদ্ধা সহকারে গীতা করিয়া শ্রবণ ।
 শুদ্ধ পটুবস্ত্র স্বাচ্ছন্দ্য ভোজন কাঞ্চন ।
 পরম আশ্রয় প্রীতি লাভের কারণে ।

গীতা মাহাত্ম্য

২৪৯

নিবেদন করিবে সু ভাব পূত মনে ॥ ৭৯

মূল্যবান বস্ত্র দ্রব্য বিবিধ প্রকার ।

ফল পুষ্প গন্ধ আদি দিয়া উপহার ॥

বক্তাকে পূজিবে শ্রোতা শুদ্ধ ভক্তি ভাবে ।

শ্রীহরির অতি প্রীতি তাহাতে হইবে ॥ ৮০

স্মৃত কহে শ্রীকৃষ্ণাক্ত এই পুরাতন ।

এগীতা মাহাত্ম্য গীতা পাঠান্তে যেজন ॥

পাঠ করিবেন তিনি ফলভাগী হন ।

গীতা পাঠ করি গীতা মাহাত্ম্য যে জন ॥

না করেন অধ্যয়ন তাহার এ গীতা ।

পাঠের না ফল হয় শ্রম তার বৃথা ॥ ৮১-৮২

সমাহাত্ম্য এই গীতা পড়েন যে জন ।

যিনি ও শ্রদ্ধায় উহা করেন শ্রবণ ॥

২৫০

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

তাহারা উভই পরা গতি প্রাপ্ত হন ।
 অর্থ সহ যিনি গীতা করেন শ্রবণ ।
 মাহাত্ম্য শুনে পরে পুণ্যফল তার ॥
 সুখদ হইয়া থাকে সকল প্রকার ॥ ৮৩-৮৪
 বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীগীতামাহাত্ম্য ।
 সমাপ্ত পদ্মানুবাদ গুরু কৃপা সত্য ॥



* সর্ব স্বত্ব সুরক্ষিত *

মুদ্রক—শ্রীশ্যামলাল হাকীম
শ্রীহরিনাম প্রেস,
বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ, পী,